রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন স্তর

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
সহযোগী অধ্যাপক
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপন

গৌরী ভট্টাচার্য্য
এম.ফিল (গবেষক)
রেজিস্ট্রেশন নং ও সেশন- ৮২/৯৭-৯৮
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

RB
B
782.42
BHR

M.

402464

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন স্তর

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
অধ্যাপক
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

402464

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

উপস্থাপন
গৌরী ভট্টাচার্য্য
এম. ফিল (গবেষক)
রেজিষ্ট্রেশন নং ও সেশন-৮২/৯৭-৯৮
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
402464

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার নামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, "রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন স্তর" এই অভিসন্দর্ভ পত্রে আমার জানামতে পূর্বে কোন গবেষক এ গবেষণা কাজটি করেন নাই। আন্তর্জাতিক কোন পত্র-পত্রিকাতে আমি এ অভিসন্দর্ভ পত্রের কিংয়দংশও প্রকাশ করি নাই।

402464

ঢাকা

জানুয়ারি, ২০০৬।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

৫.১.০৬

অধ্যাপক
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গৌরী ভট্টাচার্য্য
এম.ফিল (গবেষক)
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার গবেষণা পত্রটি উপস্থাপনার কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার গবেষণা কার্যের তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী। তাঁর অশেষ সাহায্য-সহযোগিতা আমাকে এই দুরূহ গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে সাহায্য করেছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী।

আমার শিক্ষিকা রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, নীলুফার ইয়াসমীন, দীপক কুমার পাল ও তপন কুমার সরকার এঁরা আমার গবেষণা কার্যে বিভিন্ন সময়ে অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

402464

যে সব প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার থেকে আমার গবেষণার কাজে তথ্য সংগ্রহ করেছি সেসব প্রতিষ্ঠান এবং গ্রন্থাগারের সকল কর্মকতা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

স্বরাজ কুমার দেব আমার গবেষণা পত্রটি কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ কার্যে সহায়তা করেছেন। তার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা
জানুয়ারী, ২০০৬

গৌরী ভট্টাচার্য্য

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

১.	প্রারম্ভিকা	পৃষ্ঠা-০১
২.	প্রথম অধ্যায় পূজা পর্যায়ের গানের ভাবরস	পৃষ্ঠা-০২
৩.	দ্বিতীয় অধ্যায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে বাউল গানের প্রভাব	পৃষ্ঠা-০৯
৪.	তৃতীয় অধ্যায় রাগ সংগীতের ধারায় রবীন্দ্র সংগীত	পৃষ্ঠা-১৪
৫.	চতুর্থ অধ্যায় পাশ্চাত্য সংগীতের ধারায় রবীন্দ্র সংগীতের গীতিনাট্য	পৃষ্ঠা-২২
৬.	পঞ্চম অধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য এবং ভ্রমণকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে নৃত্যনাট্য	পৃষ্ঠা-৩০
৭.	ষষ্ঠ অধ্যায় রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকৃতি	পৃষ্ঠা-৩৮
৮.	সপ্তম অধ্যায় প্রেমের পূজারী রবীন্দ্রনাথ	পৃষ্ঠা-৪৯
৯.	অষ্টম অধ্যায় রবীন্দ্রনাথের গান সমূহের বিভিন্ন স্তরের তালিকা	পৃষ্ঠা-৫৬
১০.	পরিশিষ্ট	পৃষ্ঠা-৮১
১১.	গ্রন্থপঞ্জি	পৃষ্ঠা-৮৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশের স্বাদেশিকতা এবং রাজনৈতিক চেতনার গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথের গান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পরাধীনতার দুঃখ কষ্টে মানুষের জীবন যখন অবর্ণনীয় যন্ত্রনায় হতাশাগ্রস্থ তখন রবীন্দ্রনাথের গান মানুষের মনে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছে এবং প্রাণে আশার আলো জাগিয়েছে। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের গানে যে স্বাদেশিকতার জোয়ার এসেছিল সেই জোয়ার ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭২ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালীকে দ্বিগুন উৎসাহিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের গান তাই আমাদের জাতীয় সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের গান বিশ্লেষণ করলে প্রার্থনা সংগীত, রাগসংগীত, পাশ্চাত্য সুরের ভঙ্গি, লৌকিক ও প্রাদেশিক সুরের গান সবই আমরা লক্ষ্য করি। স্বদেশ প্রেম বা স্বদেশ চেতনার ঐতিহ্য নানাভাবে যে প্রতিফলিত হয়েছে তার আভাষ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন অধ্যায়ে। আশা পোষণ করি আধ্যাত্মিক প্রেম, স্বদেশ প্রেম, প্রকৃতি প্রেম, সর্বোপরী সত্যানুরাগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে বিশাল সংগীত ভাণ্ডার তা আমাদের দেশকে, দেশবাসীকে পুনঃর্বার জাগিয়ে সুস্থ সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। বিশ্বমানবতার আশা অনুরাগের বাণী এই গানে। কেউ জেগে উঠতে পারে আধ্যাত্মিক চেতনার গানে কেউবা উদ্বীপ্ত হতে পারে স্বদেশ চেতনার গানে আবার কেউ প্রকৃতি প্রেমের আনন্দে উদ্বেলিত হতে পারে আবার কেউ মানবীয় প্রেমে বিচ্ছেদ মিলনের দ্যোতনায় মধুস্বাদী হতে পারে এই গানের চর্চার মাধ্যমে। দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করি এদেশের শিক্ষা সংস্কৃতির অগ্রগতি সাধনের জন্য রবীন্দ্রসংগীত চর্চা করা প্রয়োজন।

আমাদের সংস্কৃতি চর্চা ক্রমশঃ গতানুগতিকতায় আর স্থিরতার জড়ত্বে একঘেঁয়ে হয়ে পড়েছে। আকাশ সংস্কৃতির এই যুগে আমাদের ঐতিহ্য ও স্বদেশ চেতনা কতকটা ক্ষীয়মাণ। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের সঠিক সংস্কৃতি চর্চা ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর মমত্ববোধ।

বিভিন্ন অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের গানের নানাবিধ ভাবরস পর্যালোচনা দ্বারা রবীন্দ্র সংগীতে আরো বেশী নিষ্ঠা এবং সাধনার প্রয়োগ ঘটবে এই প্রত্যাশায় আমার অভিসন্দর্ভ পত্র ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পূজা পর্যায়ের গানের ভাবরস

গীতবিতানে পর্যায় গুলি যে ভাবে সজ্জিত হয়েছে তাতে দেখা যায় সবার প্রথমেই স্থান পেয়েছে পূজা পর্যায়। মোট ৬১৭টি গান নিয়ে এই পূজা পর্যায় সাজানো হয়েছে। অন্যান্য পর্যায় থেকে গানের সংখ্যা এই পর্যায়ে বেশী। পূজা পর্যায় থেকেই অন্যান্য সকল পর্যায়ের ভাবরসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গানগুলি অধ্যাত্ম ভাবসমৃদ্ধ। কখনো প্রার্থনা কখনো প্রতীক্ষা, কখনো পরমসখা অন্তর্যামীর সঙ্গে মিলনানুভূতি এবং কখনো বা দুঃখ বেদনার আশ্রয়াস্থল জীবন দেবতার কাছে আত্ম-নিবেদনের ভাব, কখনো চির পুরাতন হয়েও চির অচেনা, কখনো বিরহ বেদনার দহন ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

পূজা পর্যায়ের গানে সর্বত্র কবিগুরু মানুষ এবং ঈশ্বরের সঙ্গে একটি যোগসূত্র উপলব্ধি করেছেন। কবিগুরুর অনির্বচনীয় ভাবনা এবং জীবনবোধের প্রকাশ ঘটেছে এসকল গানে।

পারিবারিক দিক থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই মানসচৈতন্য আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে জাগ্রত ছিল যার জন্য তিনি উপনয়নের গায়ত্রী মন্ত্র জপ্ করতে করতে বিশ্বাত্মার সঙ্গে তাঁর অন্তরাত্মার একাত্মতা অনুভব করতেন। জীবনের আনন্দ ও বেদনার চরম ও পরম ফলশ্রুতির প্রকাশ ঘটেছে এই গানে। জীবনের প্রতিটি অবস্থাকেই গানের মাধ্যমে প্রকাশ করে আনন্দও পেয়েছেন।

কবি বলেছেন, "জীবনে অনেক কবিতা লিখলুম, গল্প লিখলুম ছবিও কম আঁকলুমনা কিন্তু গান গেয়ে যে আনন্দ পেয়েছি সে আর কোন কিছুতেই পাইনি"। গান সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, গানের সুরে যেন অসীমের সঙ্গে এক মূহুর্তেই একটা যোগাযোগ ঘটে যায়। এমনটি আর কিছুতেই হয়না।

পূজা পর্যায়ের প্রথমেই যে গানটি সংযোজিত হয়েছে সেটি হল ঃ

কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চির জীবন বইব গানের ডালা-
এই কি তোমার খুশী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা ?

চির জীবন যে গানের ডালা বইবেন তা কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষের রিক্ততায় আবার ফাগুনের নবীন আনন্দে। আবার প্রশ্ন রেখে আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন এই কি তোমার খুশি। আমার তাই পরারে মালা সুরের গন্ধ ঢালা। কবিগুরুর ভিতরকার যে সৃজনী শক্তি গানে প্রকাশ পেয়েছে তাতে বেদনার সঙ্গে আনন্দের মিলনের-বিরহের মৃত্যুর সঙ্গে অমৃতের যে সম্বন্ধ তারই স্বচ্ছ অনুভূতি পরিস্ফুট হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় গানে

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা-
মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা।

জীবন দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন আমরা সুরের ভিখারী তুমি আমাদের সুরের দীক্ষা দাও। সুরই কবিগুরুর জীবনে শ্রেষ্ঠ আরাধনা। এই গানেও অধ্যাত্মানুভূতির ভাবোজ্জল নির্যাস লক্ষ্য করার মত।

তৃতীয় গানেও দেখা যায়-

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায় একটি ধারে ?
আমি শুনব ধ্বনি কানে,
আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে-
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায় তার বাঁধিব বারে বারে ॥

অমৃত সুরের সন্ধানী কবি চেতনায় সুরময় আকুতি জাগিয়ে তোলে। যেখানে সুরের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে আত্মপোলব্ধির আনন্দ, চিত্তবীণা সেই সুরধ্বনি আকাঙ্খা করে।

চতুর্থ গানে দেখি কবির জিজ্ঞাসা সুরের গুরুকে উদ্দেশ্য করে-

তুমি কেমন করে গান করহে গুণী,
আমি অবাক্ হয়ে শুনি ॥

কবির পরম প্রিয় পরম আরাধ্য জীবন দেবতার কাছে জিজ্ঞাসা এবং আদি অন্তহীন চিরদিনের এই নিত্য সুরের গান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে বিরাজিত তার প্রতি কবির বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে চতুর্থ গানে।

সঞ্চারীতে কবি গেয়েছেন-

মনে করি অমনি সুরে গাই
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।

এ যেন কবির অভিনব আকাঙ্খা। তাঁর অহংবোধ শূন্য সংগীত চেতনার বহি:প্রকাশ, শুধুমাত্র অবাক হয়ে শুনার কথা বলা হয় নাই আপন অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করেছেন অমনি সুরে গাওয়ার। এই ভাবে দেখা যায় সুরেই তিনি ঈশ্বরের পরশ অনুভব করেছেন এবং ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হয়েছেন। সুরের মধ্যে ঈশ্বর সম্পর্ককে তাঁর জীবনপোলব্ধির নূতন নূতন ধ্যান-ধারণার অমৃত নির্যাস রূপ পেয়েছে এসকল পূজার গানে।

এরপর পূজার গানে দেখতে পাই প্রতীক্ষা। মিলন প্রতীক্ষা। জীবন দেবতার সঙ্গে মিলনতৃপ্তির জন্য আকুলতা।

যেমন- আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে !
আবার গেয়েছেন- ওই শুনি যেন চরণধ্বনিরে শুনি আপন মনে।

প্রেমময় ঈশ্বরের চরণ ধ্বনি কবি অনুভব করেছেন। আদি অনন্তকাল ধরে কবি যাঁর প্রতিক্ষায় যিনি প্রতিটি অন্তরে অধিষ্ঠিত তাঁর চরণ ধ্বনি কবি অনুভব করেছেন। জীবনের চরম ও পরম প্রতীক্ষা আনন্দময় ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন দেবতাকে জানার জন্য কবিগুরুর এই গান। কতভাবে ঈশ্বর চিন্তায় তিনি নিবিষ্ঠ হয়েছেন তার অন্ত নাই। নিত্যনূতন উপলব্ধিতে খুঁজেছেন কখনো রূপের মধ্যে কখনো অরূপের মধ্যে। কখনো সীমার মাঝে কখনো অসীমের মাঝে। তাই কবি গেয়েছেন-

কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই-
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু- পরকে করিলে ভাই ॥

আবার গেয়েছেন- আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবেনা
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা ॥

পূজা পর্যায়ের অনেক গানে বেদনাবোধ কবি স্বভাবের বিশিষ্টতার পরিচয় তুলে ধরেছে। কোন সময় অকারণ বেদনাবোধ কখনো বা অন্তহীন সাধনার বেদনা, কখনো বিচ্ছেদ বেদনা, কখনো পেয়ে হারানোর বেদনা আবার চিরবিচ্ছেদ বেদনা, মৃত্যু বেদনা ইত্যাদি নানা বেদনাবোধ তাঁর পূজার গানে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন- কয়েকটি উদাহরণ-

আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান
তার বদলে আমি চাইনে কোন দান ॥
ভুলবে সে গান যদি না হয় যেও ভুলে।
উঠবে যখন তারা সন্ধ্যা সাগর কুলে ॥

আবার গানের শেষে বলেছেন-

বর্ষামুখর রাতে, ফাগুন সমীরণে
এই টুকু মোর শুধু রইল অভিমান
ভুলতে সে কি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ ॥

এই অভিমান অকারণ অভিমানেরই বহিঃপ্রকাশ। এ কবির স্বভাবসুলভ অভিমান। আবার কবির বেদনা বিধুর অভিমান প্রকাশ পেয়েছে আরেকটি গানে যেমন-

এই করেছ ভাল নিঠুর হে, নিঠুর হে, এই করেছ ভাল।

এই করেছ ভাল বলে আবার ঈশ্বরকে নিঠুর বলে দুবার সম্বোধন করেছেন। অত্যন্ত বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেছেন, এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো, এরূপ নিদারুন অভিমানের কথা বলা হয়েছে। আরো আঘাত সইবে আমার গানটিতে। যাঁকে তিনি প্রভু, সখা, বন্ধু, প্রিয়তম বলে সম্বোধন করেছেন তাঁকেই তিনি নিঠুর বলে সম্বোধন করেছেন। অন্তর দহন যখন তীব্রতায়, তখন জ্বালা জুড়িয়েছেন সেই প্রিয়তমকে অভিমান এবং ক্ষোভের সুরে সম্বোধন করে-

ও নিঠুর, আরো কি বাণ তোমার তূণে আছে ?
তুমি মর্মে আমায় মারবে হিয়ার কাছে ॥

অশান্তিতে চিত্ত যখন একেবারেই নুয়ে পড়েছে, হৃদয় মন যখন দুঃখের আঘাতে আঘাতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত তখন তিনি স্বস্তি পেয়েছেন অভিমান মিশ্রিত আত্ম সমর্পনের মাধ্যমে।

তোমার কাছে শান্তি চাবনা,
থাকনা আমার দুঃখ ভাবনা ॥

Dhaka University Institutional Repository

অশান্তির এই দোলার' পরে বোসো বোসে লীলার ভরে,
দোলা দিব এ মোর কামনা ॥

কবির বেদনা বোধের যে বিশিষ্টতা তাতে দেখা যায় কোন দুঃখ বা শোক, স্থায়ী রেখাপাত করেনি। শোকও দুঃখকে তিনি সহজেই কাব্য সৃষ্টির মাধ্যমে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন। এই ভাবে চির বিচ্ছেদ বেদনার মতো দুঃখেও রচনা করেছেন-

জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে,
বন্ধু হে, আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে ॥
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে
তাহার পানে চাই দু বাহু বাড়ায়ে ॥

মায়ের মৃত্যুতে কবি বলেছেন- "সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম তাহা সুখ সুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তর বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িলনা"। চিরন্তন সত্য মৃত্যুর মত বেদনাকে তিনি স্বাভাবিক বেদনারূপে প্রকাশ করেছেন পূজা পর্যায়ের গানে, যেমন-

ওই মরনের সাগর পারে চুপে চুপে-
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপন রূপে ॥

কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা, পত্নীর অকাল মৃত্যু কবি মানসে হারানোর বেদনা তীব্র শূন্যতাবোধের সৃষ্টি করেছিল। এই নিদারুন বিষাদময় চির বিচ্ছেদ বেদনাকে শমিত করেছেন এবং শান্তনা পেয়েছেন যে গান গেয়ে, তা হলো-

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ॥

আনন্দানুভূতি পূজা পর্যায়ের গানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে কবিগুরুর বহুগানই প্রকাশ পেয়েছে। কখনো ব্যক্তিগত আনন্দ, কখনো ঐশ্বরিক আনন্দ, কখনো পাওয়ার আনন্দ, কখনো মিলনের আনন্দ, কখনো বিশ্ব সৌন্দর্য্যানুভূতির আনন্দ ইত্যাদি নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন-স্বতস্ফূর্ত আনন্দের প্রতিধ্বনি-

১. আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে

বিশ্ব সৌন্দর্য্যনুভূতির আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে-

২. আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে
দিন-রজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে ॥

৩. অমল কমল সহজে জলের কোলে আনন্দে রহে ফুটিয়া,

বিশ্ব প্রকৃতিতে বিশ্বাত্মার পূর্ন প্রকাশে আনন্দ অনুভব করেছেন। যেমন-

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা ॥
বাজে অসীম নভো মাঝে অনাদি রব।
জাগে অগণ্য রবি চন্দ্রতারা ॥

Dhaka University Institutional Repository

কবিগুরু ছিলেন নব নব সৃষ্টি পথের পথিক। নতুন সৃষ্টিকে অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ পেয়েছেন। প্রকৃতিতে অহরহ অনুভব করেছেন আনন্দধ্বনি। এই রূপ নূতন নূতন আনন্দে তাঁর অন্তর উৎসারিত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন গানে। যেমন-

নব আনন্দে জাগো আজি নব রবি-কিরণে
শুভ্র সুন্দর প্রীতি উজ্জ্বল নির্মল জীবনে ॥
উৎসারিত নব জীবন নির্ঝর উচ্ছাসিত আশাগীতি,
অমৃত পুষ্প গন্ধ বহে আজি এই শান্তি পবনে ॥

সত্য শিব ও সুন্দরের ধ্যানের মাধ্যমে, উপাসনার মাধ্যমে কবি পেয়েছেন এক অনির্বচনীয় সত্তার আনন্দানুভূতি।

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ,' সত্যসুন্দর ॥
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগণমাঝে,
বিশ্ব জগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে ॥

কবি মন সব সময় আধ্যাত্মিক সাধনায় সচল ছিল। গানের মাধ্যমেই তিনি সাধনা করেছেন। কবির অন্তর উপলব্ধিতে ছিল গানের মাধ্যমেই সাধনা সম্ভব। তাই গানের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়ার আনন্দ অনেক গানে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন-

মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই
গান দিয়ে সেই চরন ছুঁয়ে যাই।
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে
বন্ধু বলে ডাকি মোর প্রভুকে।

ঈশ্বরকে চেনা বা জানার উপায় হিসাবে তিনি বিশেষ ভাবে গানকেই অবলম্বন করেছেন। গানের সুরে, গানের আলোতে কবি ঈশ্বরকে চিনেছেন, ঈশ্বরকে দেখেছেন এবং জেনেছেন, কবি গেয়েছেন-

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন খানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায়, আকাশ ভরে ভালবাসায়
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী ॥

পূজার অনেক গানে বাউলদের ভাব দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। বাউলরা ঈশ্বরকে যে ভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনিও তাঁর অনেক গানে সেই উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন। 'যা আছে ভান্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। এই সাধনায় কবিগুরুও যে একমত হয়েছেন তা স্পষ্ট রূপে অনেক গানে বোঝা যায়, যেমন-

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তাই সকল খানে ॥
আছে সে নয়ন তারায় আলোক-ধারায়, তাইনা হারায়-
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যে দিক-পানে ॥

একই ভাবধারা সমন্বিত আর একটি গান যেমন-

আমার মন, যখন জাগলি না রে
ও তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।

আবার রূপের ভিতর দিয়ে অরূপের সাধনা করে গেয়েছেন-

Dhaka University Institutional Repository

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশাকরি,
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণতরী ॥

পূজা পর্যায়ের গানের ভাবরসের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল চিত্রময়তা। বহুসংখ্যক গানে শান্ত, সুন্দর, আরাধনা, আত্মনিবেদনের একটি চিত্র ফুটেছে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে। যেমন-

আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস-গেলে করবো নিবেদন-
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন ॥
যখন বেলা শেষের ছাড়ায় পাখিরা যায় আপন কুলায়-মাঝে,
সন্ধ্যা পূজার ঘন্টা যখন বাজে
তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বালবে এ জীবন-
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন ॥

আবার 'ভোরের বেলা কখন এসে পরশ করে গেছ হেসে' এবং 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে-' এরূপ অসংখ্য গানে চিত্রময়তা ফুটে উঠেছে।

পূজার গানের চিত্রময়তার মূল লক্ষ অরূপ বা অমূর্তের অসীমে গানে গানে লীন হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের সান্নিধ্য কামনার ছবি ফুটে উঠেছে এমন আরেকটি গান যেমন-

যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখ বাহির-বাটে
ততখন গানের পরে গান গেয়ে মোর প্রহর কাটে ॥

আপন অন্তরেই তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করেছেন। গেয়েছেন-

মন্দিরে মম কে আসিলে হে !

সকল দুয়ার আপনি খুলিল,
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে ॥

পরম করুণাময়ের সঙ্গে কোন কোন সময় মিলনের আনন্দানুভূতির চিত্র ফুটে উঠেছে অনেক গানে। যেমন-

মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে
সুগন্ধ ভাসে আনন্দ রাতে।
খুলে দাও দুয়ার সব,
সবার ডাকো ডাকো ॥

পূজা পর্যায়ের অনেক গানে ঈশ্বরকে তিনি মাতৃরূপে বন্দনা করেছেন। এ এক ভিন্নতর ভাবরস, যেমন-

জননী, তোমার করুণ চরণ খানি
হেরিনু, আজি এ অরুণকিরণরূপে ॥
জননী, তোমার মরণহরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে ॥

যদিও পিতৃরূপে আধ্যাত্মিক অনুভূতি পূজা পর্যায়ের সর্বাধিক গানে দেখা যায়, তা সত্ত্বেও এই মাতৃরূপে আধ্যাত্মিক অনুভূতি অর্থাৎ মাতৃবন্দনা হৃদয়ে দোলা দেয়

Dhaka University Institutional Repository

একই ভাবে। জীবন সন্ধ্যা যখন সমাগত তখন তিনি মাতৃকোলে শীতল হওয়ার বাসনা করে গেয়েছেন-

সন্ধ্যা হল গো-ও মা সন্ধ্যা হল, বুকে ধর।
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো ॥

রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাব সমন্বিত পূজা পর্যায়ের কিছু কিছু গানে শাক্তগীতির সুরের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। এটি পূজা পর্যায়ের গানের ভাবরসকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়েছে। কবি মানসের এই মাতৃসত্ত্বাভাব পূজাপর্যায়ের গানে বৈচিত্রময়তার নিদর্শন। গানের ভাবধারাকে ভিন্নদিকে প্রবাহিত করেও পুনরায় একদিকে মিলিয়েছে । যেমন-

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান, তুমি ধন্য ধন্য হে ॥
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননীক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়ডোরে, তুমি ধন্য ধন্য হে ॥

সর্বশেষে পূজা পর্যায়ের গানের যে ভাবদর্শন তা হলো নিজেকে সমর্পন। আত্মসমর্পনের মাধ্যমে পূজা পর্যায়ের গানের ভাবদর্শন পূর্ণতা পেয়েছে। নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে সম্পূর্ন ভার ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ। এই আত্মসমর্পণ অহংবোধ শূন্য যেমন-

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ॥

পূজা পর্যায়ের গানের ভাবরস যে অমৃতধারায় উৎসারিত তা হলো-

আমারে দিই তোমার হাতে।
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে ॥

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি- প্রত্যেকটিতে কবির প্রার্থনা, প্রতীক্ষা, সান্নিধ্য কামনা, সান্নিধ্য লাভের উপলব্ধি, আনন্দ বেদনা এবং সর্বোপরি নিজেকে সমর্পণ করে আনন্দময় মিলনের মাধ্যমে পূজার গানের ভাবরস সার্থক হয়েছে। যেমন-

ওহে জীবন বল্লভ, ওহে সাধন দুর্লভ
আমি মর্মের কথা অন্তর-ব্যথা কিছুই নাহি কব-
শুধু জীবন মন চরণে দিনু বুঝিয়া লহো সব।
আমি কি আর কব ॥
দিনু চরণ তলে-কথা যা ছিল দিনু চরন তলে-
প্রানের বোঝা বুঝে লও, দিনু চরণ তলে-
আমি কী আর কব ॥

এই গানেই পূজার গানের সব কথার মূলকথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে বাউল গানের প্রভাব

ঠাকুরবাড়ীর রাগসংগীত সংগীত চর্চা থেকে যেমন তিনি রাগাশ্রিত গান রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন তেমনি পরিবারের স্বদেশী পরিমণ্ডল থেকে স্বদেশী গান রচনায়ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে বহু আগে থেকেই স্বদেশী হাওয়া বিরাজ করছিল। হিন্দুমেলা, সঞ্জীবনী সভা থেকেই তাঁর স্বদেশীগান রচনা শুরু হয়েছে বলে মনে করা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, "স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশ প্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল" রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি থেকে বোঝা যায় স্বদেশীগান রচনায়ও তাঁকে তাঁর পারিবারিক পরিবেশ উদ্বুদ্ধ করেছিল। "একই সূত্রে গাঁথিয়াছি সহস্রটি মন" এটি রবীন্দ্রনাথের ১৮৭৭ খ্রীঃ রচিত ১ম স্বদেশী গান, 'তোমারি তরে সঁপিনু' এই গানটিও এই সময়কার রচনা।

করিগুরুর স্বদেশ পর্যায়ে রচিত গানের সংখ্যা মোট ছেচল্লিশটি। প্রথমেই যে গানটি স্থান পেয়েছে তা হল-

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ॥

এটি একটি দেশ মাতৃকার বন্দনা সংগীত, বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রতিটি বাঙ্গালী হৃদয়ে এই গানটি নব চেতনার জন্ম দিয়েছিল। দেশ মাতাকে শত্রু মুক্ত করার লক্ষ্যে জীবন পণ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাঙ্গালী জীবনের সেই মহা বিপর্যয়ের দিনে এই গান ছিল নব জাগরনের সাথী। কারো ধ্বনিত হয়েছে কণ্ঠে কারো ধ্বনিতে হয়েছে অন্তরে। চরম দুঃখেও বাঙালী শান্তনা পেয়েছে এই গানের বাণী উচ্চারণ করে। এক মূহুর্তের জন্যও মানুষ ভুলতে পারেনি এই গানের কথা। এমন শান্ত মাতৃস্নেহ মাখা সুরের ভিতর যে কত তেজদীপ্ত অভয়বাণী স্থান করে নিয়েছে তা সেই সময়কার সকল বাঙালী উপলব্ধি করেছে।

১৯০৫ সনের বঙ্গ ভঙ্গ রদ্ আন্দোলনের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে সকল স্বদেশী গান রচনা করেছেন সেগুলিতে রাগ সংগীতের সুর এবং গম্ভীর চলন লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১। তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ
২। অয়ি ভূবন মন মোহিনী
৩। দেশে দেশে ভ্রমি
৪। জননীর দ্বারে আজি ওই
৫। আনন্দ ধ্বনি জাগাও গগনে

ইত্যাদি গান গুলির চলন ভারী এবং রাগাশ্রিত সুর। ১৯০৫ সনের পরবর্তীতে কবিগুরু যে সকল স্বদেশী গান রচনা করেছেন তাতে বাউল জাতীয় লোকজ সুরের

Dhaka University Institutional Repository

সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে দেখা যায়। এমনকি অনেক গান হুবহু লোকসুর ভেঙে রচনা করেছেন। যেমন আমাদের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় বালবাসি' এই গানটি- বিখ্যাত বাউল গগণ হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে' গানটির সুরে রচিত হয়েছে। মর্মার্থ যদিও দুই গানের বাণীতে ভিন্নতা প্রকাশ করেছে। গগন হরকরার গানে মনের মানুষ অর্থাৎ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের আকুলতা ধ্বনিত হয়েছে আর রবীন্দ্রনাথের গানটিতে দেশমাতার সৌন্দর্য্য বর্ণনা তথা দেশমাতার বন্দনার কথা ধ্বনিত হয়েছে। জাতীয় উদ্দীপনা মুলক অনেক গানই ১৯০৫ সালের বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনকে ঘিরে রচিত হয়েছিল। অথচ সেই সময়কার রচিত গান আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাড়া জাগানো একটি গান যেমন- 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে'। এই গানেও দেখা যায় একটি বিখ্যাত সারি গানের সুর গ্রহণ করা হয়েছে- 'হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই' বাণীতে এই গানে ও ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছে। সারিগানটি আধ্যাত্মিক ভাব সমন্বিত আর করিগুরুর গানটি স্বদেশী ভাব সমন্বিত। কর্মের প্রতি আহ্বান, ঐক্যের আদর্শ সর্বোপরী দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার কথা বলা হয়েছে।

বাউল সুর ছাড়াও লোকজ সুরের মধ্যে রামপ্রসাদী, কীর্তন, ভাটিয়ালি, সারি ইত্যাদি সুর কবিগুরুর স্বদেশী গানে লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১। আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে- রামপ্রসাদী সুরে রচিত।

২। একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগতজনের শ্রবণ জুড়াক, এই স্বদেশী গানটিতে কীর্তন সুর প্রয়োগ করেছেন।

৩। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' ব'লে ভাসাতরী, এই গানটি বিখ্যাত সারিগান 'মন মাঝি সামাল সামাল' গানের সুরে রচিত হয়েছে।

৪। 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা' এই গানটি বিখ্যাত বাউল গান 'আমার গৌড় কেনে কেঁদে বেড়ায়' গানের সুরে রচিত হয়েছে।

প্রথম বয়সে রচিত স্বদেশী গান থেকে পরবর্তীতে রচিত রবীন্দ্রনাথের লোক সুরে রচিত স্বদেশী গানগুলির ভাব, ভাষা, চলন কিছুটা সহজ। তাল প্রয়োগের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ত্রিমাত্রিক, চর্তুমাত্রিক ইত্যাদি সহজ ছন্দের তাল ব্যবহার করেছেন। যার ফলে যারা মাঝে মধ্যে সংগীত চর্চা করেন অথচ নিয়মিত সংগীতের চর্চা করেন না তাদের পক্ষেও এ সকল গান বোঝা সহজ ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে এই কারণে গানগুলি বেশী আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

সহজ তালে সহজ সুরে সহজ ভাষায় স্বদেশী গান মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে সহজেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুখে মুখে গীত হয়েছে এমন আর একটি গান যেমন-

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা, তোমার দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

এরূপ দেশমাতৃকার সৌন্দর্য বর্ণনা নিয়ে অনেক স্বদেশী গান রচিত হয়েছে। এ ছাড়াও আবার স্বদেশ পর্যায়ের অনেক গানের যে ভাবদর্শন নিহিত আছে তা হল

Dhaka University Institutional Repository

পরাধীনতা, দীনতাবোধ, আত্মগ্লানির অসম্মান ইত্যাদি থেকে উত্তরণের সোপান সন্ধানের কথা, দেশের প্রতি মমতা আনুগত্য এসকল গানে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। এমন আরেকটি গানের উদাহরণ- যেমন ঃ

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মা গো তোমায় ভালবেসে ॥
.....
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগণে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥

আবার অনেক স্বদেশী গানে আত্ম নির্ভরতা, নির্ভীকতা ঐক্যের ভাবদর্শন নিহিত রয়েছে। নিজেকে দূর্বল ভাবা, অসহায় ভাবা কাপুরুষে লক্ষণ। দেশের প্রতি মমতাবোধে উদ্দীপ্ত হৃদয় কখনোই দুঃখ বেদনায় নুয়ে পড়েনা, বরং উত্তরণের উপায় খুঁজে। এরূপ দু'একটি গানের উদাহরণ যেমন-

১। বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষী ঠেলিস নে ভাই ॥
২। ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি।
এবার কঠিন হয়ে থাকনা ওরে, বক্ষো দুয়ার আঁটি-
জোরে বক্ষো দুয়ার আঁটি ॥
৩। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো ॥

এসকল স্বদেশী গান নিজেকে শক্ত সবল করে গড়ে তোলার ইঙ্গিত বহন করছে। লোক সুর প্রয়োগের ফলে দেশাত্ববোধের সাংগীতিক পরিচয় আরো বেশী করে হৃদয়কে জাগ্রত করে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানে দেশ প্রেমের যে ভাবদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে তা কোন নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার ভূখন্ডের জন্য আবদ্ধ নয়। সমগ্র বিশ্বে এই গান দেশপ্রেম জাগ্রত করতে সক্ষম। তাই কবিগুরুর স্বদেশ পর্যায়ের গানসমূহ সমগ্র বিশ্বে সকল যুগে সকল স্তরের মানুষকে স্বদেশ প্রেমে উদ্দীপ্ত করবে।

কবিগুরু স্বদেশ পর্যায়ের অনেক গান দীর্ঘ পদের। এক একটি গানে বহুস্তবক। দীর্ঘ পদের এই গান গুলি দেশ বন্দনা গীত। সুদীর্ঘ পথ ধরে যেন সামগ্রিক স্বদেশী ভাব এগিয়ে গেছে বন্দনা গীত হয়ে। সুরে কথায় সঙ্গতি রেখেই গানের গতি চলেছে মূল ভাবের দিকে। এই সকল গানেও স্বদেশ চেতনা অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। দীন-দরিদ্র, হতমান পরাধীন জাতির জন্য এই সকল গান মলিন দশা থেকে উৎকৃষ্ট গীত হয়ে মুক্তির পথ উন্মোচিত করতে সহায়তা করে। এরূপ কয়েকটি গানের উদাহরণ যেমন-

১। আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার।

Dhaka University Institutional Repository

এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরবো নাগো আর
তোমারে করি নমস্কার ॥

২। মাতৃমন্দির-পূণ্য-অঙ্গন 'কর' মহোজ্জ্বল আজ হে
বর -পুত্র সঙ্ঘ বিরাজ' হে।

৩। দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি ।

বহুদিন পর্যন্ত পরাধীনতার শৃংখলে থেকে মৃত প্রায় বাঙালী প্রাণ ফিরে পেয়েছিল কবিগুরুর স্বদেশী গানে। দেশের মানুষ নিজেদের নুতন করে জাগাবার তাগিদ অনুভব করেছিল এই গান গেয়ে। কবিগুরুর স্বদেশী গানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হাতে অস্ত্র তুলে মুক্তি সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করতে সক্ষম হয়েছিল। কবিগুরুর গান তাই আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোদ্ধার মত অবদান রেখেছিল। মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এই স্বদেশ পর্যায়ের গান এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছে। যে গানের সূচনা ঘটেছিল ১৮৭৭ সনে সে গান ১৯০৫ সন থেকে শুরু করে ১৯৭২ সন পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে বাঙালীকে মুক্তি আন্দোলনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। জাতীয় ভাব সমন্বিত এই সকল স্বদেশ পর্যায়ের গান কোন না কোন ভাবে আমাদের দেশে অবদান রেখে যাচ্ছে প্রতি নিয়ত। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কথা বলা হয়েছে স্বদেশ পর্যায়ের গানে। এ সকল গানে স্বদেশ বোধ, বিশ্ব চেতনা মানুষকে অকুণ্ঠচিত্তে জীবন পণ করে ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে দেশের মঙ্গল কাজে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। তাই কবিগুরুর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও গেয়ে যাই-

চলো যাই, চলো, যাই চলো, যাই-
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে।
চলো মুক্তি পথে,
চলো বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথে
করো ছিন্ন, করো ছিন্ন, করো ছিন্ন-
স্বপ্ন কুহক করো ছিন্ন।
থেকো না জড়িত অবরুদ্ধ
জড়তার জর্জর বন্ধে।
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়-
মুক্তির জয় বলো ভাই ॥

অথবা

শুভ কর্ম পথে ধর' নির্ভয় গান।
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।
চির-শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে
লহ' সে অভিষেক ললাট' পরে'।
তব জাগ্রত নির্মল নূতন প্রান
জাগব্রতে নিক দীক্ষা,

Dhaka University Institutional Repository

বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা-
নিষ্ঠুর সঙ্কট দিক সম্মান।
দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান।
চল' যাত্রী, চল' দিনরাত্রী-
কর' অমৃত লোকপথ অনুসন্ধান।
জড়তাতামস হও উত্তীর্ণ,
ক্লান্তিজাল কর' দীর্ণ বিদীর্ণ-
দিন-অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যুতরণ তীর্থে কর' স্নান ॥

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রাগ সংগীতের ধারায় রবীন্দ্র সংগীত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গানে রাগসংগীতের প্রয়োগ এক বিস্ময়কর সাফল্যের দৃষ্টান্ত রেখেছে। প্রথম জীবনে রাগসংগীতের উপর তাঁর দুর্বলতা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবি বলেছেন, "বাল্যকালে স্বভাব দোষ আমি যথারীতি গান শিখিনি বটে কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়ীতে গানের চর্চার বিরাম ছিলনা। বিষ্ণুচক্রবর্তী ছিলেন সংগীতের আচার্য্য। হিন্দুস্থানী সংগীত কলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় যে সব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল সে সখের দলের গান নয়। তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের ঠাঁই আপনা আপনিই জমে উঠেছিল। সুরের সুক্ষ্ম খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা থাকা সত্ত্বেও আমার মন তার অভ্যাসে বাঁধা পড়েনি। কিন্তু কালোয়াতি সঙ্গীতের রূপ এবং রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনে পাকা হয়ে উঠেছিল"। এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে, রাগ সংগীতের পরিবেশ পরিমণ্ডলে তাঁর সংগীত জীবনের সূচনা ঘটে এবং গান রচনার প্রথম দিকে রাগ রাগিনী বিশুদ্ধ ভাবেই ব্যবহার করেছেন।

প্রথম যুগটি ছিল তাঁর শিক্ষানবিশীর যুগ এবং অবিকৃত ভাবেই রাগ রাগিনী প্রয়োগ করেছেন। প্রথম জীবনের ব্রহ্মসংগীত গুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৃজনশীল কাজে অগ্রণী। নুতন সৃষ্টির দিকে তাঁর কবি মানস সর্বদা উৎসুক ছিল। তাই রাগ-রাগিনী তিনি প্রাণে ধারণ করে ছিলেন কিন্তু নিজে সেই রাগ রাগিনীকে নুতন রূপে রূপায়িত করেছেন। রাগরাগিনীকে তিনি পুরানো ধাঁচে গানে ব্যবহার করেননি, রাগের ভাবরস তাঁর কাছে আরও বেশী প্রাণস্পর্শী ছিল। রাগ রাগিনীর ভাবরস সম্পর্কে তিনি অনেক মন্তব্যও করেছেন যেমন-

১. "ভৈরবী সুরের মোচর গুলি কানে এলে মনে হয় ঘর্ষণ বেদনায় সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গভীর কাতর করুণ রাগিনী উচ্ছসিত হয়ে উঠছে।

২. ভৈঁরো যেন ভোর বেলাকার আকাশেরই প্রথম জাগরণ।

৩. মেঘ মল্লারে যখন বর্ষার গান চলে তখন তার মধ্যে না থাকে ঝর ঝর বৃষ্টির অনুসরণ না থাকে ঘড় ঘড় বজ্রের ডাক তবুও কোন বাস্তব বিলাসী তাকে অবাস্তর বলে নিন্দা করে না। মেঘ মল্লার বিশ্বের বর্ষা।

৪. মূলতান যেন রোদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিশ্বাস, পূরবী যেন শূন্য গৃহচারিনী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রু মোচন।

৫. বাতাসে ভূপালির সুরে একটা ডাক-শুনতে পাচ্ছি, থাম্‌রে থাম্ আয়রে আয়।

৬. পরজ যেন অবসন্ন রাত্রি শেষের নিদ্রা বিহবলতা।

৭. সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাতে আমোদ আহ্লাদের উল্লাস নেই, তাই সেটি আমাদের বিবাহ উৎসবের রাগিনী।

৮. কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথ বিস্মৃতি।

৯. খাম্বাজের করুণ তান শহর আকাশে আঁচল বিছিয়েদিল"।

এইভাবে দেখা যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রাগ রাগিনীর মধ্যে যে অনির্বচনীয় বিশ্বরস উপলব্ধি করেছেন তাঁর গানে তিনি সেই বিশ্বরসটিকে রূপ দিয়েছেন।

প্রথম জীবনে শুদ্ধরাগ আশ্রিত গান রচনা করেছেন। ঐ সময়কার গানে রাগের বিশুদ্ধরূপ অনেক গানে প্রকাশ পেয়েছে সত্যি, কিন্তু অলংকারের প্রাচুর্য্য কখনোই প্রাধান্য পায়নি।

সকাল সন্ধ্যা উভয় রাগের বৈশিষ্ট্য বজায় থেকেছে বহু গানে। ভৈরবী, রামকেলী, যোগিয়া, ভৈরোঁ, তোড়ী বা কালিঙ্গরা ইত্যাদি রাগ ব্যবহার করেছেন প্রভাতের বাণীতে আর ইমন কল্যান, পুরবী, বিহাগ, বাগেশ্রী, কানাড়া ইত্যাদি রাগ ব্যবহার করেছেন সন্ধ্যা ও রাতের বাণীতে। কবি বলেছেন, "প্রথমতঃ সন্ধ্যা ও প্রভাতের রাগিনী উভয়তেই কোমল সুরের আবশ্যক, প্রভাত যেমন অতি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ নয়ন উনিমলিত করে সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে নয়ন নিমীলিত করে। অতএব, কোমল সুরগুলি অর্থাৎ যে সুরের ব্যবধান অতি অল্প, যে সুরগুলি অতি ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর মিলাইয়া যায় সন্ধ্যা ও প্রভাতের রাগিনীতে সেই সুরের অধিক আবশ্যক। একটাতে সুরের ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বিকাশ হওয়া আবশ্যক আর একটাতে অতি ধীরে ধীরে সুরের ক্রমশঃ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক।" যেমন প্রভাতের রাগে রচনা করেছেন-

স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে
পূর্ণ করো হিয়া মঙ্গল কিরণে ॥
রাখো মোরে তব কাজে,
নবীন করো এ জীবন হে ॥
খুলি মোর গৃহদ্বার ডাকো তোমারি ভবনে হে ॥

এই গানের বাণীতে প্রভাত যেমন মূলবাণী তেমনি সুরও যোজনা করেছেন ভৈঁরো রাগের। সকালের প্রার্থনা যেমন বাণীতে তেমনি সুরে প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছে। ভৈঁরো রাগের ঋষভ এবং ধৈবত স্বরের ব্যবহারে, গানের মাধুর্য্যতা, বিশুদ্ধ রাগাশ্রিত গান রূপে চিহ্নিত করেছে।

সন্ধ্যার রাগে এই রূপ পুরবী রাগে রচনা করেছেন জীবন সন্ধ্যার গান।

'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার ক'রে লও খেয়ার নেয়ে ॥
ভেঙে এলেম খেলার বাঁশী, চুকিয়ে এলেম কান্না হাসি,
সন্ধ্যা বায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে' ॥

গানের বাণীতে যে জীবন সন্ধ্যা রূপায়িত হয়েছে তাতে পূরবী রাগের ঋষভ এবং কড়ি মধ্যমের ব্যবহার গানের মাধুর্য্যকে অধিকতর মর্মস্পর্শী করে তুলেছে।

এরূপ প্রসিদ্ধ রাগ আশ্রিত গানে দেখা যায় ধ্রুপদাঙ্গের তালের ব্যবহার। গানের সুরে, তালে, চলনে সর্বত্র একটা বিশুদ্ধ ভাবের সমারোহ। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

১. "বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে, রাগ আড়ানা তাল-চৌতাল।
২ নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে, রাগ বাগেশ্রী তাল-তেওড়া।
৩. শুভ্র আসনে বিরাজো, রাগ ভাঁইরো তাল-আড়াচৌতাল"।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সংগীতের যে কয়টি ধারা সার্থক ভাবে তাঁর গানে প্রয়োগ করেছেন সেগুলির কিছু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নীচে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

ধ্রুপদ ও ধামার ঃ রাগ সংগীতের বিভিন্ন ধারার মধ্যে যে ধারাটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছে বেশী তা হল ধ্রুপদ। তৎকালীন বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, যদু ভট্ট, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রাধিকামোহন গোস্বামী প্রমুখ গুনী শিল্পীর গান শোনা তাঁর অভ্যাস ছিল, ধ্রুপদী সংগীতের পরিবেশের মধ্যে তাঁর সংগীত রচনার বিকাশ ঘটে। এবং ধ্রুপদ গানের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল খুব বেশী। এই ধ্রুপদ গান সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনে অভ্যস্ত। তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি-

"একদিকে তার বিপুলতা, গভীরতা আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করে।" প্রথম দিকে দেখা যায় প্রাচীন হিন্দী ধ্রুপদ ও ধামার গানের অনুকরণ করে অনেক বাংলা ধ্রুপদ ও ধামার গান রচনা করেছেন। বিশুদ্ধ রাগ ও তালের ব্যবহার সমন্বিত এই গান বাংলা গানের ধারায় এক অভিনব সংযোজন। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ ও ধামারের অনুকরণে রচিত হলেও এই সকল গান বাণীর ঐশ্বর্য্যে মহিমান্বিত। প্রচলিত ধ্রুপদ-ধামারের মত আলাপ, বিস্তার, বাট ইত্যাদি-শাস্ত্রীয় অলংকার পরিহার করেছেন সুকৌশলে। পরবর্তীতে তিনি স্বাধীনভাবে কাব্য সুষমামণ্ডিত অসংখ্য বাংলা ধ্রুপদ ও ধামার গান রচনা করেছেন। কবিগুরুর ধ্রুপদ এবং ধামার গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানের মত গতির উচ্ছলতা, সরলতা এবং গাম্ভীর্যতা অক্ষুন্ন রয়েছে ঠিক, কিন্তু পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হয়নি। বাঁধা ধরা শাস্ত্রীয় শাসন সর্বত্র বর্জন করেছেন সযত্নে। প্রচলিত ধ্রুপদ গানের মত তিনিও ব্যবহার করেছেন আড়া-চৌতাল, চৌতাল, সুরফাঁক তাল, ঝাঁপতাল এবং তেওড়া তাল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দাদ্‌রা, কাহারবার মত হাল্‌কা তালেও ধ্রুপদাঙ্গের গান রচনা করছেন।

নীচে কয়েকটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ এবং ধামার গানের দৃষ্টান্ত -

গান-	মূলগান	রাগ	তাল
১) বাণী তব ধায়	বেণী নিরখত নিকুঞ্জ	আড়ানা	চৌতাল
২) শুভ্র আসনে বিরাজো	রুদ্রদেব ত্রিনয়নে	ভাঁইরো	আড়াচৌতাল
৩) প্রথম আদিতব শক্তি	প্রথম আদি শিব শক্তি	দীপক ৫ম	সুরফাঁক তাল
৪) মধুর রূপে বিশ্বরাজ হে	কৌন রূপ বনে হো	তিলক কামোদ	ঝাঁপতাল
৫) জয় তব বিচিত্র আনন্দ	জয় প্রবল বেগবতী	বৃন্দাবনী সারং	তেওড়া

ধামার প্রকৃতির গান-
(১) সুধাসাগর তীরে হে - অয়ো ফাগুন বড়োমান-নায়কী কানাড়া
(২) বীণা বাজাও হে-বীণা বজায় রে- পূরবী

(৩) নুতন প্রাণ দাও- সোতন মদমাত-নাচারী -টোরী
(৪) মম অঙ্গনে স্বামী-আজু ব্রজমে-বাহার
(৫) জাগো নাথ জোছনা রাতে- আজুরঙ্গখে তহোরী- বেহাগ
(৬) ডাকিছ কে তুমি-হাঁরে ডফ বাজাত-খাম্বাজ

রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ ও ধামার গান প্রচলিত ধ্রুপদ ও ধামারের মতই আরাধনা সঙ্গীত। শান্ত, গম্ভীর এবং সংযত চলনে এ সকল গান স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখেছে। একদিকে রক্ষা করা হয়েছে বিপুলতা, গভীরতা, চঞ্চলতা অপরদিকে শাস্ত্রীয় অনুশাসন। ফলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই ধ্রুপদ ও ধামার গান আরো উন্নততর, বিচিত্রতর এবং সুন্দরতর হয়ে বাংলা গানের শ্রীবৃদ্ধি করেছে।

<u>খেয়াল</u> ঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পুরাতনের ভিত্তির উপর নুতন সৃষ্টির পথে এগিয়েছিলেন। পুরাতনকে বর্জনও নয় অন্ধ অনুকরণও নয়, পুরাতনের সঙ্গে ভাব করে নূতনে তাঁর সঙ্গীতের অগ্রযাত্রা। উচ্চাংগ সংগীতের বহুবিধ ধারার প্রভাব তাই তাঁর গানে লক্ষ্য করা যায়। শৈশবে যেমন কবিগুরু ধ্রুপদী সংগীত শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন ঠিক তেমনি অন্যান্য রাগসংগীত ও শোনা তাঁর অভ্যাস ছিল। তৎকালীন খেয়াল গানের গুণী শিল্পীরাও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে আসর জমাতেন। ধ্রুপদের তুলনায় কম হলেও খেয়াল আঙ্গিকে তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় মূল গানের অনুসরণে কিছু রচনা করেছেন যে গুলিতে বিশুদ্ধ রাগের সুর ব্যবহৃত। আবার অনেক গানে রাগের বিশুদ্ধতার পরিবর্তে মিশ্র রাগের সুর ব্যবহার করেছেন। প্রচলিত খেয়াল সাধারণতঃ দুই কলি যুক্ত হয়ে থাকে কবিগুরুর খেয়ালাঙ্গ গানে দেখা যায় দুই, তিন এমনকি চার কলিও যুক্ত হয়েছে। হিন্দুস্থানী খেয়ালে আলাপ, বিস্তার, তান, বোলতান ইত্যাদির মাধ্যমে খেয়ালের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান হল কথা ও সুরের যৌগিক শিল্প। এই বৈশিষ্ট্যকেই তিনি সর্বত্র প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রচলিত খেয়াল গানের সুর অনুকরণ করেছেন সত্যি কিন্তু স্বীয় প্রতিভায় গানগুলির ভাব, ভাষা ও সুর সংযোজনায় বিরল বৈচিত্র্যময় স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অতীতের যা কিছু সুন্দর, কল্যাণকর এবং শিক্ষাপ্রদ তা নূতনের সঙ্গে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের খেয়ালাঙ্গ গানের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্ত আছে। যেমন 'মন জাগ মঙ্গল লোকে' এই গানটির মূল গান 'জাগো মোহন প্যারে'। দেখা যায় প্রচলিত গানটির মতই ভাঁইরো রাগ ব্যবহার করেছেন। দুই কলি সমন্বিত এই গানের সুরের চলনেও দেখা যায় মূলগানের সাথে যথেষ্ট মিল। সুর ও বাণী দুটি গানেই সম অর্থ প্রকাশ করে বাণীতে দুই গানেই প্রভাত চিত্র ফুটে উঠেছে।

মূল গানে আলাপ, বিস্তার, তান বোলতান ইত্যাদি দ্বারা রাগের রঞ্জনাকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কবিগুরুর গানটিতে কথা ও সুর যেন একে অপরের হাত ধরে এগিয়েছে।

আবার 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে' এই গানটিতে দেখা যায় চার কলি। কিন্তু মূলগান 'ন লাগি মোরা ধুম কো পলঙ্গনা' দুই কলি যুক্ত গান। মূল গানে সঞ্চারী

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

নেই, কবিগুরু মূলগানের সুর গ্রহণ করলেও সঞ্চারী যুক্ত করেছেন যাতে সুর প্রয়োগ করেছেন নিজস্ব সৃষ্টি। স্বভাবতই মালকোষ রাগের সুর এবং মূল গানের তাল ব্যবহার করলেও ভিন্ন ভাবরস সৃষ্টি করে সত্যিকার বাংলাগান রূপে রূপান্বিত হয়েছে এই গান। কোথাও মূল কথা ছেড়ে সুরের অধিকতর খেলা কানে বাজেনা, কথার সঙ্গে সুরের সখ্যতা লক্ষণীয়। ঠিক একইভাবে দেখা যায় "রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ" গানটিতে তিনটি কলির সমন্বয় যার মূলগান- 'মুরলিয়া হই ন বাজাও শ্যাম'।

নীচে কয়েকটি খেয়ালাঙ্গ গানের উদাহরণ-

গান	মূলগান	রাগ	তাল
১. মন্দিরে মম কে	সুন্দর লাগোরী হে	কানাড়া	একতাল
২. রিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে	রিমি ঝিম রিমঝিম	মল্লার	ত্রিতাল
৩. হে মন তারে দেখো	এ মনকে আঁখ	বিলাবল	রূপক
৪. মন প্রাণ কাড়িয়া লহ হে	হস্ হস্ গরওয়া	ভৈরবী	যৎ
৫. নব আনন্দে জাগো আজি	অধর ধরে বন বাঁশারী	টোরী	ত্রিতাল
৬. ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে	এঁরিমা সব বন অমুয়া	পরজবাহার	ত্রিতাল
৭. তব প্রেম সুধারসে	কারি কারি কমলিয়া	পরজ	ত্রিতাল
৮. তিমির বিভাবরী কাটে	ক্যায়সে কাটোঙ্গী	বেহাগ	ত্রিতাল
৯. দাও হে হৃদয় ভরে দাও	প্যালামুঝে ভরি দেরে	রামকেলী	ত্রিতাল
১০.একী এ সুন্দর শোভা	বাজুরে মন্দর বাজু	ইমন ভূপালী	ত্রিতাল
১১. নয়ান ভাসিল জলে	পাপিহা বোলে লে রে	শ্যাম	একতাল

টপ্পা ঃ হিন্দুস্থানী সংগীতে পাঞ্জাবী গায়ক শোরী মিঞা বা গোলাম নবী কর্তৃক প্রচলিত গীতরীতি হচ্ছে টপ্পা। পাঞ্জাবী ভাষায় শোরী মিঞা টপ্পাগান রচনা করেছেন। বাংলাভাষায় টপ্পা গানের জনক হিসাবে নিধুবাবুকেই মানা হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে হিন্দুস্থানী টপ্পার যেমন কদর ছিল তেমন কদর ছিল বাংলা টপ্পারও। স্বাভাবিকভাবেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উভয় টপ্পা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং টপ্পার আদর্শেও গান রচনা করেছেন।

এই সকল গান কবিগুরুর টপ্পাঙ্গের গান হিসাবে সমাদৃত। তবে প্রচলিত টপ্পার মত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের টপ্পাঙ্গের গানে সকল আলংকারিক ক্রিয়ার ব্যবহার নেই। প্রচলিত টপ্পার আদর্শে রচিত হলেও দেখা যায় রচনাভঙ্গী, অলংকরণ, পরিবেশন রীতি ইত্যাদি সব দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের টপ্পাঙ্গের গানেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রয়েছে।

নিধুবাবুর টপ্পা সর্ম্পকে করিগুরু বলেছেন, "গানগুলির কথা Simple সুরও Simple কিন্তু এর সুক্ষ্ম স্বাভাবিক সুরের ধারার মধ্যে এমন কিছু আছে যা মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। এর সুরের Pathos আকুল করে তোলে মন"। নিধুবাবু প্রবর্তিত টপ্পারীতি করিগুরু গ্রহণ করেছেন আরো সুপরিমিত ভাবে নিধুবাবুর টপ্পাতে দেখা যায় এক একটি সুরের উপর একটি আন্দোলনের ভাব, করিগুরুর টপ্পাঙ্গের গানে

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যসংগীতের স্বাভাবিক সুরের ধারার সঙ্গে টপ্পার করুণ রসের আবেদন প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছে আরো বেশী।

বর্তমানে আগেকার টপ্পা গানের প্রচলন নেই বললেই চলে। টপ্পা গানের রস আস্বাদন যারা করেন তারা কবিগুরুর গানেই বর্তমানে করে থাকেন। নীচে কয়েকটি টপ্পা গানের উদাহরণ-

গান	মূলগান	রাগ	তাল
১। কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে	বে পরিয়া তাঁতে	সিন্ধু	মধ্যমান
২। হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল	মিঞা বে মানুলে	ঝিঁঝিট	মধ্যমান
৩। এ পরবাসে রবে কে	হো মিঞা জানে বালে	সিন্ধু	মধ্যমান
৪। দিন যায় রে	বেণি যারা ননদ	পিলু	মধ্যমান
৫। ব্যাকুল প্রাণ কোথা	ব্যাহন লিয়ে বন	ভূপালি	মধ্যমান

নিধুবাবুর টপ্পার আদর্শে রচিত কয়েকটি গান যেমন-

১। ক্ষমা করো মোরে সখী- আমারি মনের দুঃখ চিরদিন মনে রহিল

২। ও কেন চুরি করি চায় - কে ও যায় চাহিতে চাহিতে

৩। থাম্ থাম্ কি করিবি বধি পাখিটির গান- যে যাতনা যতনে।

এছাড়া পরিণত বয়সে অনেক টপ্পাঙ্গের গান রচনা করেছেন-

১) আমি রূপে তোমায় ভোলাব না।
২) পিপাসা হায় নাহি মিটিল
৩) বন্ধু রহো রহো সাথে-
৪) চির সখা হে-
৫) অনন্ত সাগর মাঝে
৬) বাজে করুণ সুরে
৭) একি করুণা করুণাময়
৮) সার্থক জনম আমার

টপ্পায় যে বিশেষ ধরণের অলংকারের ব্যবহার করা হয় যাকে বলা হয় জমজমা তার কিছুটা প্রতিফলন রবীন্দ্রনাথের টপ্পাঙ্গের গানেও দেখা যায়। তবে আধিক্য নেই, মূল টপ্পার গিট্‌কিরী, জমজমা ইত্যাদি ব্যবহারের কারণে গানের কাব্যংশ অব্যক্ত থাকতে পারে এবং ভাবরস ও চাপা পড়তে পারে তাই তিনি এসকল অলংকারিক ক্রিয়া সুকৌশলে পরিহার করেছেন অথচ মূল গানের আদর্শ বজায় রেখেছেন।

ঠুংরী ঃ রবীন্দ্রনাথের রাগসংগীতের মধ্যে ঠুংরী অংগের গানের সংখ্যা খুব কম। ধ্রুপদী হাওয়ার মধ্যে তাঁর সংগীত জীবনের সূচনা ঘটে। ধ্রুপদী সংগীত চর্চা দীর্ঘ দিন ধরে ঠাকুরবাড়ীতে বহমান ছিল। সেই তূলনায় ঠুংরী গানের চর্চা হতো কম। ঠুংরী গান কবিগুরুকে খুব বেশী প্রভাবিত না করলেও ঠুংরী গানের মতো সুক্ষ্ম সুরবিন্যাস তাঁর অনেক গানে লক্ষ্য করা যায়। ভৈরবী, কাফি, খাম্বাজ, পিলু ইত্যাদি রাগ ঠুংরী গানে ব্যবহৃত হয়। করিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঠুংরী প্রকৃতির যে অল্প সংখ্যক

Dhaka University Institutional Repository

গান আছে তাতে এ রাগ গুলি সার্থক ভাবেই ব্যবহার করেছেন। আবার ঠুংরী তালে নিবদ্ধ এমন গানও তিনি রচনা করেছেন। তবে প্রচলিত ঠুংরীতে যেমন ভাব প্রদর্শনের সময় নুতন নুতন সুরের কাজ দেখিয়ে সম- এ যেতে হয় কবিগুরুর গানে তা নেই। ভাবরসের খাতিরে অনেক সময় রাগের মিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু কথাকে অতিক্রম করে নয়। যারজন্য এই অল্প সংখ্যক ঠুংরী অংগের গানে ও অন্যান্য গানের মতো স্বকীয়তা বজায় থেকেছে। বিখ্যাত ঠুংরীগান 'মহারাজা কেবড়িয়া' এই গানের আদর্শে কবিগুরু রচনা করেছেন- 'খেলার সাথী বিদায় দ্বার খোল', মূলগানটি দুই কলি যুক্ত এবং কবিগুরুর গানটিও দুই কলি যুক্ত। সুরে যথেষ্ট মিল সত্ত্বেও পরিবেশনরীতিতে সম্পূর্ণ ভিন্নতা লক্ষণীয়, এই হচ্ছে করিগুরুর ঠুংরী অংগের গানের বৈশিষ্ট্য।

নীচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত -

	মূলগান	গান	রাগ-তাল
১।	মহারাজা কেবড়িয়া-	খেলার সাথী, বিদায় দ্বার খোলো-	কাজরী-কাওয়ালি
২।	কই কহু কহরে-	তুমি কিছু দিয়ে যাও-	খাম্বাজ
৩।	কৌন পরদেশ-	ও কেন ভালবাসা-পিলু-	খেমটা
৪।	সখি তরসে তরসে-	সখি সাধিতে সাধাতে-পিলু-	খেমটা
৫।	হস গরওয়া লগাবে-	মনপ্রাণ কাড়িয়া লওহে-	ভৈরবী-যৎ
৬।	----------	ও চাঁদ চোখের জলে-	সিন্দু কাফি-ঠুংরীতাল
৭।	----------	কী সুর বাজে আমার প্রাণে-	পিলু-

<u>তেলেনা</u> ঃ তোম্, তা, না ওদানি, তাদানি, দূম্ ইত্যাদি অর্থহীন শব্দ সংযোগে এক ধরণের তারানা নামক যে গীতরীতি প্রচলিত আছে সেই তারানার সুরে কবিগুরু তাঁর খেয়াল অংগের গানে অল্প সংখ্যক গান রচনা করেছেন। প্রচলিত তারানা গুলি সাধারণতঃ বিলম্বিত বা মধ্যলয়ের খেয়াল পরিবেশনের পরে দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। অথবা আলাপ, বিস্তার দেখিয়ে খেয়ালের মত গাওয়া হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শুধু মূল তারানার সুরটি নিয়ে তাঁর নিজস্ব ধারায় কথা বসিয়েছেন। হুবহু মিল আছে এমন একটি গান যেমন-

রাগ-নটমল্লার-তাল ত্রিতাল
দারাদীম্, দারাদীম দারা দীম দারা তদারে দানি দানি
তানা নাদের, দের তোম্ তানানা তানা তোম্‌দের তেদেরে
দানি তদাধিদি তা তা দানি দানি দানি দানি ॥

এই গানের সুরে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন-

সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে দ্রেমিছ দীনপ্রাণে।
সতত হায় ভাবনা শত শত, নিয়ত ভীত পীড়িত-
শির নত কত অপমানে ॥
জানো না রে অর্ধ উর্ধ্বে বাহির-অন্তরে
ঘেরি তোরে নিত্যরাজে সেই অভয়-আশ্রয়।
তোলো আনত শির, ত্যজো রে ভয়ভার,
সতত সরল চিতে চাহো তাঁরি প্রেমমুখপানে ॥

Dhaka University Institutional Repository

এই রূপ খেয়ালঙ্গের আরো কিছু গানে প্রচলিত তারানার সুর লক্ষ্য করা যায়। যেমন -

১। তা না না দ্রে দ্রে দেশ রাগে ও ত্রিতালে নিবদ্ধ তারানার সুরে করিগুরু রচনা করেছেন- হায় কে দিবে আর সান্তনা।

২। 'তোম্ তা না না' আলাইয়া রাগ ও ত্রিতালে নিবদ্ধ এই তারানার সুরে রচনা করেছেন 'ওই পোহাইল তিমির রাতি'।

৩। 'দারা দ্রিম্ তা না না না' বেহাগ রাগ ও ত্রিতালে নিবদ্ধ এই তারানার সুরে রচনা করেছেন- অহো! আস্পর্ধা একি তোদের।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত রাগাশ্রিত সংগীত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় কাব্যের সহযোগে সংগীতের বিকাশ ঘটেছে সর্বত্র। রাগরাগিনী গুলিকে গতানুগতিক ভাবে ব্যবহার না করে রাগের আনন্দদায়িনী বা রঞ্জনা করবার শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সংগীত চিন্তাগ্রন্থে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রাগের আনন্দদায়িনী বা রঞ্জনাশক্তিকে যে ভাবে দেখেছেন তা হলো-

১। "সকাল বেলা কার সূর্যের সমস্ত আলো ম্লান হয়ে এসেছে। গাছ পালা নিস্তব্ধ হয়ে কী যেন শুনছে। আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী অশ্রুবাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ দূর আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় যেন একটা অনিমেষ নীলচোখ কেবল ছল ছল করে চেয়ে আছে।

২। আমাদের পূরবীতে কিংবা টোরীতে সমস্ত বিশাল-জগতের অন্তরের হা হা ধ্বনি যেন ব্যক্ত করেছে। কারও ঘরের কথা নয়, পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মীড় টানে, আমাদের ভারতবর্ষীর হৃদয়ে টান পড়ে।

৩। মূলতান বাজাচ্ছে, মনটা বড়ই উদাস করে দিয়েছে পৃথিবীর এই সমস্ত সবুজ দৃশ্যের উপরে একটি অশ্রুবাষ্পের আবরণ টেনে দিয়েছে। এক পর্দা মূলতান রাগিনীর ভিতর দিয়ে সমস্ত জগৎ দেখা যাচ্ছে। যদি সব সময়ই এই রকম এক একটা রাগিনীর ভিতর দিয়ে জগৎ দেখা যেত তা হলে বেশ হতো"।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাগাশ্রিত গান সমূহে রাগের এই ভাবরসের জন্য কখনো শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনেছেন আবার কখনো ভেঙেছেন। কখনো বা রাগের বিশুদ্ধতা বজায় রেখেছেন আবার কখনো রাগের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। কোন কোন গানে দুই বা ততোধিক রাগেরও মিশ্রণ ঘটতে দেখা যায়। কোন সময় এই মিশ্রণ সম প্রকৃতির রাগের ঘটেছে আবার কোন সময় ভিন্ন প্রকৃতির রাগেরও মিশ্রণ ঘটেছে। তবে প্রথম বয়সের গানেই রাগের বিশুদ্ধতা বজায় থেকেছে ষোল আনা। পরিনত বয়সে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে বেশী আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাই পরিবর্তিত সুরে কেমন শুনায় এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে একাধিক রাগের মিশ্রণ ঘটেছে। তবে বিশুদ্ধ রাগের গান হোক অথবা মিশ্র রাগের গান হোক তাঁর সকল রাগাশ্রিত গানের ভাবরস কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি বিন্দু মাত্র। যা কিছু করেছেন নান্দনিক দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে, যার ফলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই রাগাশ্রিত বাংলা গান চিরকালের সম্পদ বলে সমাদৃত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

পাশ্চাত্য সংগীতের ধারায় রবীন্দ্র সংগীতের গীতিনাট্য

ঠাকুরবাড়ীতে ইউরোপীয় সংগীত রচনার প্রথম সূচনা ঘটে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদাদা দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে। ইউরোপীয় সংগীত চর্চায় সেই ধারা পরবর্তীকালে ঠাকুরবাড়ীর অনেককেই পেয়ে বসে। জানা যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একর্ডিয়ান নামে বিদেশী যন্ত্র ব্রহ্মসংগীতের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বড় ভাইদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাল ভাবেই পিয়ানো বাজাতে পারতেন। এই ভাবে দেখা যায় ঠাকুরবাড়ীতে পাশ্চাত্য সংগীতের হাওয়াও বহমান ছিল যা কবি রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টির কাজে উৎসাহিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জন্মগত ভাবেই নূতন সৃষ্টিতে সকলের অগ্রণী। দেশীয় সংস্কৃতির সাথে বিদেশী সংস্কৃতির মিলনে নূতন একধারার সূত্রপাত ঘটে ঠাকুরবাড়ী থেকেই। ঠাকুর বাড়ীর ইউরোপীয় সংগীত ও নাট্য চর্চার প্রভাবে বাঙালীরা উৎসাহী হয়ে উঠেছিল নূতন সৃষ্টির কাজে। মোটকথা রবীন্দ্রনাথের গানে বিলাতী সংগীতের যে প্রভাব তাতে ও তাঁর পারিবারিক পরিবেশের কথা স্বীকার করতে হয়।

প্রথমবার তিনি যখন বিলেতে যান তখন তাঁর বয়স ছিল সতের বৎসর। সেই সময় তিনি পড়াশোনার সাথে ইউরোপীয় সংগীত শুনতেন, এবং চর্চা করতে পছন্দ করতেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতেন এবং সেখানকার সংগীত, অভিনয়, নাচ দেখে মুগ্ধ হতেন। এই প্রসঙ্গে কবি জীবন স্মৃতিতে বলেছেন, "ব্রাইটনে থাকিতে সেখানকার সংগীত শালায় একবার একজন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনিতে গিয়েছিলাম- তাঁহার নামটা ভুলিতেছি- মাদাম্ নীলসন্ অথবা মাডাম্ আলবানী হইবেন। কণ্ঠস্বরের এমন আশ্চর্য্য শক্তি পূর্বে কখনো দেখি নাই"।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার প্রথম স্তরে দেখা যায় রাগ সংগীতের প্রভাব। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছড়াগান দিয়ে তাঁর সংগীতে হাতখড়ি দেন। সংগীত রচনার প্রথমস্তরে ক্রমে ক্রমে তানসেন, বৈজুবাওরা, রঙ্গনাথ, নায়কগোপাল, বিলাস সেন, অদারঙ্গ, সদারঙ্গ, ক্ষেমরসিক, কৃষ্ণরসিক, আনন্দ কিশোর আরো বহু বিখ্যাত সংগীত গুনীর রচিত বহু প্রসিদ্ধ রাগসংগীতের সুর ও ছন্দ নিয়ে বাংলাগান রচনা করেছেন।

দ্বিতীয় স্তরে কবি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বিকাশ এক নব দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম হল ইউরোপীয় ধারার মাধ্যমে। দরবারী সংগীতের পরিবেশের মধ্যে থেকেও তিনি বিলাতী কবি টমাস ম্যুরের (Thomas Moor) আইরিস মেলোডিস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিলাত ভ্রমণের ফলে আইরিস গানের সৌন্দর্য্যানুভূতির সংগে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। ব্রাইটনে থাকতে কবি পাশ্চাত্য সংগীত শোনবার জন্য যেমন উদ্‌গ্রীব ছিলেন তেমনি শেখবারও চেষ্টা করতেন। এই প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, "দেশে ফিরিয়া আসিয়া এই সকল এবং অন্যান্য বিলাতি গান স্বজন সমাজে গাহিয়া শুনাইলাম। সকলেই বলিলেন রবির গলা এমন বদল হইল কেন, কেমন যেন বিদেশী রকমের মজার রকমের হইয়াছে। এমন কি তাঁহারা বলিতেন, আমার কথা কহিবার গলারও একটু কেমন সুর বদল হইয়া গিয়াছে"।

Dhaka University Institutional Repository

কবি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় প্রথমবারই বিলেত ভ্রমণ তাঁকে পাশ্চাত্য সংগীত ভাল ভাবেই আকৃষ্ট করে ফেলেছে। দেশে ফিরে কবিগুরু দেশী এবং বিদেশী সংগীত চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তবে অন্ধ অনুকরণ নয় দেশী ও বিদেশী সুরের সমন্বয়ে নূতন এক ধারা যা বাংলা গানকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।

১৮৮০ খ্রীঃ বিলেত থেকে ফিরে বিলেতী সংগীতের প্রভাব নিয়ে দেশী ও বিদেশী সুরের চর্চায় প্রথমে রচনা শুরু হয় বাল্মীকি প্রতিভার, যার পূর্নাঙ্গ জন্ম হয় ১৮৮১ খ্রীঃ। তার পরের বছর ১৮৮২ খ্রীঃ রচিত হয় কালমৃগয়া এবং পরবর্তীতে রচিত হয় মায়ার খেলা।

তবে দেশী ও বিদেশী সুরের সংমিশ্রণে তিনি যে গীতিনাট্য রচনা করেছেন তাতে তিনি নিজস্ব পরিবেশে যে উৎসাহ পেয়েছিলেন তা হল আপরাকে কাছে দেখার সুযোগ, এই সুযোগকে তিনি সদ্ব্যবহার করেছেন গীতিনাট্য রচনার পেছনে। তবে আরো বেশী উৎসাহিত হয়েছিলেন তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক। তাঁরই উৎসাহে বাল্মীকি প্রতিভা ভারতীয় সংগীতে করিগুরুর নূতন পরীক্ষার সূত্রপাত ঘটায়।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য রচনার পূর্বে আমাদের দেশে যে সকল গীতিনাট্য প্রচলিত ছিল সেগুলি ছিল প্রাচীন ধারার।

এই বাল্মীকি প্রতিভা সম্পর্কে কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইহার সুর গুলি অধিকাংশই দিশি কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকী মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসা তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব"।

402464

অপর এক জায়গায় লিখেছেন, "বাল্মীকি প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে। উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোন স্বাদ গ্রহণ সম্ভবপর নহে। ইউরোপীয় ভাষায় যাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি প্রতিভা তাহা নহে। ইহা সুরে নাটিকা। ইহার নাট্য বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র। স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে"।

গানের মাধ্যমে নাটকটি যখন রচিত হয় এবং গেয়ে অভিনয় করা হয় তখনই তাকে আমরা গীতিনাট্য বলি। অর্থাৎ নাট্যবস্তু স্পষ্ট হয়ে উঠে গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে, গানের মাধ্যমে নাট্য বিষয় ব্যক্ত হবে। বাল্মীকি প্রতিভা এদিক থেকে সার্থক গীতিনাট্য, বাল্মীকি প্রতিভার পূর্বে যে সকল গীতি নাটক অভিনীত হয়েছিল সেগুলি হল বসন্ত উৎসব, মানময়ী ইত্যাদি।

বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্যের প্রথম গান 'সহেনা সহেনা কাঁদে পরান'। সমগ্র গীতিনাট্যের গান গুলিকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। ভাবপ্রধান, দ্বন্দ্ব সংঘাত সমন্বিত এবং বিলাতী সুরের গান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভাবপ্রধান গান যেমন-

(১) সহেনা সহেনা
(২) নমি নমি ভারতী
(৩) বাণী বীণাপাণি

যে গানগুলিতে সংঘাত বা দ্বন্ধ লক্ষ্য করা যায় যেমন-

(১) শোন্ তোরা তবে শোন্
(২) নিয়ে আয় কৃপাণ
(৩) ব্যাকুল হয়ে বনে বনে
(৪) রাখ রাখ ফেল ধেণু
(৫) রাঙা পদ পদ্মযুগে প্রণমি
(৬) এ কেমন হল মন আমার
(৭) কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই

বিলাতি সুরের গান যেমন-

(১) কালী কালী বলো রে আজ
(২) তবে আয় সবে আয়
(৩) এনেছি মোরা এনেছি মোরা
(৪) মরিও কাহার বাছা
(৫) এখন করব কী বল্
(৬) গহনে গহনে যারে তোরা
(৭) আরনা আরনা এখানে আরনা

রবীন্দ্রনাথের বিশ বৎসর বয়সে রচিত হয়েছে এই বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্য। এই গীতিনাট্য অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথ সবাইকে চমৎকৃত করেছেন বলে জানা যায়। এই গীতিনাট্যের মূলউৎস আহরণ করেছেন রামায়ণ থেকে। বাল্মীকি প্রতিভার গান গুলি সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন গান হিসাবে এও সেই রূপ"। ইহাতে তালের কড়াক্কর বাঁধন নেই। একটা লয়ের মাত্রা আছে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা। কোন বিশেষ রাগিনী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকি প্রতিভার গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই। তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটিকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় নাই"। এখানে বোঝা যায় যে তিনি হার্বার্ট স্পেনসরের সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ The Origin and Function of Music দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কবি বলেছেন, "আমাদের ভাব প্রকাশের দুটি উপকরণ আছে- কথা ও সুর। কথা যতখানি ভাব প্রকাশ করে সুরও ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমন কি সুরের উপরই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাব প্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে"।

Dhaka University Institutional Repository

কবি বলেছেন, "সকল প্রকার কথোপকথনে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান আছে। কথা ভাবের চিহ্ন ধরণ অনুভাবের চিহ্ন। Signs of ideas and signs of feelings. কতকগুলি বিশেষ শব্দ আমাদের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে এবং সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে যে সুখ বা দুঃখ উদয় হয়, সুরে তাহাই প্রকাশ করে। ------ আমরা একসঙ্গে দুই প্রকারের কথা কহিয়া থাকি ভাবের ও অনুভাবের ----------"

আমাদের দেশীয় অনুভাব শূন্য সংগীত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। যতক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে অনুভাব না আনিতে পারিব ততক্ষণ আমরা উচ্চ শ্রেণীর সংগীতবিদ্ বলিয়া গর্ব করিতে পারিবনা।" বাল্মীকি প্রতিভার গীতিনাট্যের গানের সুরে করুণ রস, হাস্যরস, ক্রোধ, বিস্ময়-মিশ্রিত নানা রস প্রকাশে অনুভাবের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কবি বলেছেন এমন একদিন আসবে যে দিন মানুষ সংগীতেই কথা বলবে।

১৮৮২ খ্রীঃ রচিত হয় কালমৃগয়া এবং ঐ বছর ২৩ ডিসেম্বর এই কালমৃগয়া গীতিনাট্য অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন স্মৃতিতে বলেছেন, "বাল্মীকি প্রতিভার গান সম্বন্ধে নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম," আর এটি হচ্ছে তাঁর রচিত কালমৃগয়া গীতিনাট্য, কালমৃগয়াতে বিলাতি সুরে ও ছন্দে যে গান রচিত হয়েছে তা মূলত ভাঙ্গা গানের রূপ পেয়েছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে কালমৃগয়া গীতিনাট্য যখন অভিনীত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন অন্ধমুনি, তাঁর বড়ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন দশরথের অভিনয়। কালমৃগয়া গীতিনাট্যের কাহিনী ও বাল্মীকি প্রতিভার মত রামায়ণের উৎস অবলম্বন করে রচিত।

কালমৃগয়া বাল্মীকি প্রতিভা গীতি নাট্যের সম-জাতীয় রচনা। কালমৃগয়াতে ৩৯টি গানের মধ্যে ৩০টি গানে রাগের সমাবেশ ঘটেছে। ভাব অনুযায়ী রাগ-রাগিনী গুলিকে বিভিন্ন ছন্দে সুন্দর ভাবে খেলানো হয়েছে। এই গীতিনাট্যে ছন্দ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাগ-রাগিনীরও রূপান্তর ঘটেছে। বাল্মীকি প্রতিভার সঙ্গে অনেক গানের সামঞ্জস্যও লক্ষ্য করা যায়। এরূপ নয়টি গান কালমৃগয়াতে, বাল্মীকি প্রতিভার গানের সাথে মিল আছে।

রাগের বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রেখে যে সব গান সুর করেছেন সেগুলি হল যেমন-

(১) সমুখেতে বহিছে তটিনী- সিন্ধু
(২) ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে- কেদারা
(৩) নেহার লো সহচরী- ছায়ানট
(৪) জল এনে দেরে বাছা- জয় জয়ন্তী
(৫) না না কাজ নাই- দেশ
(৬) আমাতরে অকারণে- খাম্বাজ
(৭) আয়লো সজনী- মল্লার
(৮) কী ঘোর নিশীথ- গারা
(৯) জয়তি জয় জয় রাজন- সিন্ধুড়া
(১০) হায় কী হল- ভৈরবী
(১১) কী করিনু হায়- বেহাগ
(১২) বলো বলো পিতা- রাম কেলী

Dhaka University Institutional Repository

(১৩) আহা কেমনে বধিল- কাফি
(১৪) শোক তাপ গেল দুরে- নটনারায়ন
(১৫) যাওরে অনন্তধামে- প্রভাতী

মিশ্র রাগের সুরে রচনা করেছেন যে সকল গান যেমন-

(১) বেলা যে চলে যায়- মিশ্র ভুপালী
(২) ও ভাই দেখে যা- মিশ্র খাম্বাজ
(৩) ও দেখবি রে ভাই- মিশ্র খাম্বাজ
(৪) কাল সকালে- মিশ্র বিভাস
(৫) সঘন ঘন ছাইল- মিশ্র মল্লার
(৬) মানা না মানিলি- মিশ্র বেলাবল
(৭) না জানি কোথা এলুম- লুম খাম্বাজ
(৮) কী দোষ করেছি- মিশ্র খট্
(৯) আমার প্রাণ যে ব্যাকুল- মিশ্র ঝিঁ ঝিঁট খাম্বাজ
(১০) কে জানে কোথা সে- বেহাগ খাম্বাজ
(১১) এতক্ষণে বুঝি এলি- কাফি খাম্বাজ
(১২) অজ্ঞানে করোহে- মিশ্র রাজ বিজয়
(১৩) কী বলিলে- মিশ্র বাহার
(১৪) ক্ষমা করো মোরে- মিশ্র বেহাগ
(১৫) সকলি ফুরালো- ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ

বাল্মীকি প্রতিভার চেয়ে কালমৃগয়া গীতিনাট্যের করুণ রস হৃদয় স্পর্শ করেছে বেশী। দশরথ কর্তৃক অজ্ঞানে অন্ধমুনির পুত্রবধ অত্যন্ত করুণ। তৃষ্ণার্ত অন্ধ মুনি পুত্রের জল সহ আগমন প্রতীক্ষায় যখন উদ্বিগ্ন তখন দশরথ কর্তৃক তীর বিদ্ধ মৃতপুত্র নিয়ে মুনিকে শান্তনা দেওয়া হৃদয় বিদারক দৃশ্যে গীতিনাট্যের করুণ রস মূর্ত হয়ে উঠেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে বাল্মীকি প্রতিভার আদর্শ অনুসরণ করা হয়েছে অনেক গানে। গান গুলি যেমন-

(১) ও দেখবি রে ভাই- The Vicar of Bray
(২) ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে- Ye Banks and braes
(৩) মানা না মানিলি- Go where glory waits
(৪) সকলি ফুরালো- Rabin Adair
(৫) মোরা ভোরের বেলায়- Auld langs ye
(৬) মরি ও কাহার বাছা- Go Where glory waits thee

১৮৮৮ খ্রীঃ অভিনীত হয়েছিল কবি রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় গীতিনাট্য মায়ার খেলা। বাল্মীকি প্রতিভা এবং কালমৃগয়া থেকে মায়ার খেলা গীতিনাট্য রচিত হয় কিছুটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি নিয়ে। কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন বাল্মীকি প্রতিভা এবং কালমৃগয়া যে উৎসাহ নিয়ে রচনা করেছেন সে রূপ উৎসাহ নিয়ে তিনি আর কিছু রচনা করেন নাই, এবং বলেছেন অনেক কাল পরে যে তিনি 'মায়ার খেলা' বলে

Dhaka University Institutional Repository

গীতিনাট্য রচনা করেছেন সেটি ভিন্ন মতের জিনিষ তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে গীতই মুখ্য।

"বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা। মায়ার খেলা তেমন নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনা স্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে। হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত: মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিসিক্ত হইয়াছিল"। মায়ার খেলা গীতিনাট্যে বহু সংখ্যক গান নাটক থেকে আলাদা করে স্বতন্ত্র গান হিসেবে গাওয়া যায়। এই নাটকে বিলাতি সুরে ভাঙা ছন্দের গান খুব কম। নাটকের গানগুলিতে রাগের ও তালের উল্লেখ আছে। কালমৃগয়ার মানা না মানিলি গানটির সুরে রচিত হয়েছে "আহা আজি এ বসন্তে"। কবিগুরুর গদ্য নাটিকা নলিনীর ছায়া অবলম্বনে মায়ার খেলা রচিত হয়েছে। মায়ার খেলার নাটকের গানে কবি দেশী গানের বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি মেনেছেন। অর্থাৎ কথাও সুরের সমন্বিত রূপ, মায়ার খেলা গীতিনাট্যের গানে প্রয়োগ করেছেন। নাটকের বিষয়বস্তু প্রেম, অমর, শান্তা ও প্রমদার প্রেমকাহিনীই নাটকের প্রধান উপজীব্য। 'মায়ার খেলা' নাটকে গানের সংখ্যা ৬৩টি, ১৬টি গানে রাগ মিশ্রণ ঘটেছে।

যে গানগুলিতে বিশুদ্ধভাবে রাগ-রাগিনী ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি যেমন-

(১) মোরা জলে স্থলে- সিন্ধু
(২) পথহারা তুমি পথিক- ইমন কল্যাণ
(৩) কাছে আছে দেখিতে না পাও- কাফি
(৪) সখী সে গেল কোথায়- বেহাগ
(৫) দে লো সখী দে- দেশ
(৬) ওলো রেখে দে- খাম্বাজ
(৭) প্রেমের ফাঁদ পাতা ভূবনে- জিলক্
(৮) যে য়োনা যেয়ো না- ছায়ানট
(৯) এসেছি গো এসেছি- পিলু
(১০) মিছে ঘুরি এ জগতে- ইমন
(১১) সখা আপন মন- ভৈরবী
(১২) আমি জেনে শুনে- মল্লার
(১৩) ভালোবেসে যদি- কাফি
(১৪) দেখো চেয়ে- বেহাগড়া
(১৫) ভালোবেসে সুখ- মূলতান
(১৬) ওই কেগো- হাম্বীর
(১৭) প্রেম পাশে ধরা- কালাবুড়া
(১৮) ওকে বোঝা গেলনা- ঝিঁঝিঁট
(১৯) সখী সাধ করে- বাহার
(২০) নিমেষের তরে শরমে- সিন্ধু
(২১) ওগো দেখি সখী- পিলু
(২২) এ তো খেলা নয়- সুরফাক্তা
(২৩) তুমি কে গো- কেদার

Dhaka University Institutional Repository

(২৪) তবে সুখে থাকো- বেহাগ
(২৫) সেই শান্তি ভবন- কাফি
(২৬) কাছে ছিলে- আলাইয়া
(২৭) দেখো ভুল করে- কুকুভ
(২৮) ওই কে আমায় ফিরে- পূরবী
(২৯) বিদায় করেছ- কানাড়া
(৩০) না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখি জলে- ভূপালী
(৩১) আমি কারে ও বুঝিনে- বেহাগ
(৩২) প্রভাত হইল- বিভাস
(৩৩) মধু নিশি পূর্ণিমার- কানাড়া
(৩৪) এস এস বসন্ত- সাহানা
(৩৫) মধুর বসন্ত এসেছে- সাহানা
(৩৬) এ কি স্বপ্ন- বেহাগ
(৩৭) আমিতো বুঝেছি সব- ঝিঁঝিঁট
(৩৮) এত দিন ঝুঝি নাই- গৌড়সার
(৩৯) চাঁদ হাসো হাসো- সোহিনী
(৪০) আর কেন আর কেন- ভৈরবী
(৪১) যদি কেহ নাহি চায়-রামকেলী
(৪২) দুঃখের মিলন-টোড়ী
(৪৩) কেন এলিরে- ভৈরবী

যে সকল গানে রাগের মিশ্রণ ঘটেছে সেগুলি হল-

(১) জীবনে আজ কি প্রথম- মিশ্র বাহার
(২) আমার পরান যাহা চায়- মিশ্র কানাড়া
(৩) সখী বহে গেল বেলা- মিশ্র ভূপালী
(৪) কে ডাকে আমি কভু- বসন্ত বাহার
(৫) তারে দেখাতে পারি নে- মিশ্র কাফি
(৬) সুখে আছি- মিশ্র ঝিঁঝিঁট
(৭) ওগো দেখি- মিশ্র সুরট
(৮) দিবস রজনী- মিশ্র সিন্ধু
(৯) আমি হৃদয়ের কথা- মিশ্র সিন্ধু
(১০) সে জন কে- মিশ্র দেশ
(১১) ওই মধুর মুখ- মিশ্র ভৈরবী
(১২) তারে কেমনে ধরিবে- মিশ্র ভৈঁরো
(১৩) সকল হৃদয় দিয়ে- মিশ্র কানাড়া
(১৪) ভুল করেছিনু ভুল- ললিত বসন্ত
(১৫) অলি বার বার- মিশ্র দেশ
(১৬) আজি আঁখি জুড়াল- মিশ্র মূলতান
(১৭) আহা আজি এ বসন্তে - মিশ্র ঝিঁঝিঁট
(১৮) এ ভাঙা সুখের- মিশ্র খট্
(১৯) এরা সুখের লাগি- মিশ্র বিভাস

Dhaka University Institutional Repository

বাল্মীকি প্রতিভা এবং কালমৃগয়া গীতিনাট্যের গান সমূহে সুরারোপে কবি রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হয়েছেন বিভিন্ন ভাবে। শিক্ষানবীশ কালীন সময়ে রচিত হয়েছিল তাঁর প্রথম দুটি গীতিনাট্য। কিন্তু 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের গান যখন সুরারোপ করেন তখন তিনি শিক্ষানবীশকাল অনেকটা পেরিয়ে গেছেন, অর্থাৎ সাবালকত্ব লাভ করেছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কবি রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলা গীতিনাট্যের গান স্বতন্ত্র মহিমায় মহিমান্বিত হয়েছে। কোন আরোপিত প্রভাব ছাড়া নিজের অন্তরের আকুতি দিয়ে এই সকল গান তিনি রচনা করেছেন। এই জন্য কবি রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলা গীতিনাট্যে ভাঙাগান বা বিশেষ কোন গানের অনুসরণ দেখা যায়না। কেবল মাত্র দুটি ভাঙাগান যেমন-

১. আহা আজি এ বসন্তে - Go where glory waits thee.
২. বিদায় করেছ যারে- বাজে ঝনঝন মোরে পায়েলিয়া

বাল্মীকি প্রতিভা এবং কালমৃগয়ায় দেখা যায় নাটকীয়তার জন্য রাগের শুদ্ধ রূপ, রাগের পরিবর্তন, মিশ্রণ এবং তাল ও লয়ের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। কিন্তু মায়ার খেলা গীতিনাট্যে সেই রূপ নাটিকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়ার অধিকাংশ গানই হয়তো কোন প্রচলিত হিন্দী রাগসংগীত বা বাংলা গান ভেঙে সুর করেছেন আবার কতগুলি ছিল বিলাতী সুরের ভাঙাগান। অধিকাংশই দেশী তাই স্বতন্ত্র মাধুর্য্য খুব কম। ভাবের অনুগমনের জন্য তালেরও ব্যতিক্রম করা হয়েছে। স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতার দিক থেকে বাল্মীকি প্রতিভা এবং কালমৃগয়ার চেয়ে মায়ার খেলা বেশী রূপ পেয়েছে মায়ার খেলা গীতিনাট্যের গান গুলি হচ্ছে সত্যিকার অর্থে গীতিকাব্যধর্মী। তবে বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া এবং মায়ার খেলা এই তিনটি গীতিনাট্যের কিছু সুরারোপগত এবং বিষয়গত পার্থক্য থাকলেও তিনটি গীতিনাট্য একদিক থেকে এক ও অভিন্ন। সেটি হচ্ছে তিনটি গীতিনাট্যেই রোমান্টিক মনের বেদনার প্রকাশ ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য এবং ভ্রমণকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে নৃত্যনাট্য

কবিগুরুর গানের ক্রম বিবর্তনের এক পর্যায়ে নৃত্যের আবেগবহুল ছন্দময়তা ফুটে উঠে। বিশেষ করে বাউল সুরের গানের মধ্যে এই ছন্দোময়তা প্রাধাণ্য পেতে থাকে। গানের সাথে যুক্ত হতে থাকে নৃত্য। কবি রবীন্দ্রনাথের গানের ধারা আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করে এই নৃত্যছন্দ। বাউল সুরের গানে এই ছন্দোময়তার সূচনা ঘটে। ঋতুনাট্যগুলিতে এর দৃষ্টান্ত ধরা যায়। এ্ সকল গানের ছন্দোময়তার সঙ্গে আরো যেটি প্রাধান্য পেয়েছে তা হলো চিত্রধর্মিতা। গানের ভাবের সাথে দৃশ্যধর্মীতা বেশী আকাঙ্খিত হয়। প্রকৃতির নানারূপের প্রকাশ সাপেক্ষে এই সকল ঋতুনাট্যে নৃত্যকে সংযুক্ত করতে হয়। এই ঋতুনাট্য গুলি যেমন-

১) ফাল্গুনী- (১৯১৩)
২) বর্ষামঙ্গল- (১৯২১)
৩) বসন্ত- (১৯২৩)
৪) শেষবর্ষণ- (১৯২৫)
৫) নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা- (১৯২৭)

১। ফাল্গুনীর গান যেমন-
(১) ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে।
(২) ওগো দখিন হাওয়া।
(৩) বসন্তে ফুল গাঁথল আমার।

২। বর্ষা মঙ্গলের গান-
(১) তিমির-অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি।
(২) মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে।
(৩) এই শ্রাবণের বুকের ভিতর।

৩। বসন্ত ঋতুনাট্যের গান-
(১) দখিন হাওয়া, জাগো জাগো।
(২) সহসা ডাল পালা তোর উতলা যে।
(৩) আজ খেলা ভাঙার খেলা।

৪। শেষবর্ষণ এর গান-
(১) বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা।
(২) পথিক মেঘের দল জোটে ওই।
(৩) দেখো দেখো দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়।

৫। নটরাজ ঋতুরঙ্গশাল এর গান-
(১) নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ।
(২) এসো,এসো,এসো, হে বৈশাখ।
(৩) শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন।
(৪) রাঙিয়ে দিয়ে যাও।

Dhaka University Institutional Repository

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের বহুগানে নৃত্য অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে সম্পৃক্ত হল।
নৃত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরও বেশী উৎসাহিত হয়ে উঠেন ১৯২৪ খ্রীঃ থেকে। ভ্রমণকালীন অভিজ্ঞতা নৃত্যনাট্য রচনায় বেশী মাত্রায় প্রেরণা জুগিয়েছে। এই নৃত্যনাট্য রচনার পেছনে জাপান ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৯ সন থেকে ১৯২৪ সন পর্যন্ত তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করেন। 'সাংহাই মারু' নামক জাহাজ করে তিনি জাপান যাত্রা করেছিলেন। এই সময়কার নানা অভিজ্ঞতার কথা তিনি প্রকাশ করেছেন 'জাপান যাত্রী' নামক গ্রন্থে। সংক্ষিপ্ত দু'একটি তথ্য যেমন-

১. সমুদ্র হচ্ছে নৃত্যলোক আর পৃথিবী শব্দলোক।

২. ---------- সমুদ্রের অপসর নৃত্য ও মুক্ত ছন্দের নাচ তার মৃদঙ্গে যে বোল বাজছে তার ছন্দ এমনি বিপুল যে তার লয় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাতে নৃত্যের উল্লাস আছে অথচ নৃত্যের নিয়ম নেই।

৩. কাল দুজন জাপানী মেয়ে এসে আমাকে এদেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। ---------- চোখে দেখার ছন্দ এবং সঙ্গীত যে এদের কাছে কত প্রবলভাবে সুগোচর, কাল আমি ঐ দুজন জাপানী মেয়ের কাজ দেখে বুঝতে পারছিলুম।

৪. একদিন জাপানী নাচ দেখে এলুম, মনে হল এ যেন দেহ ভঙ্গীর সংগীত। এ সংগীত আমাদের দেশে বীণার আলাপ ---------- জাপানী নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। ---------- এখানে নাচের ভঙ্গীর মধ্যে লালসার ঈশারা মাত্র দেখা গেলনা।

সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতাংশ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর কবি মন ছন্দোময়তায় আচ্ছন্ন। নৃত্য চেতনা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে অত্যন্ত গভীর ভাবে। এর পর তিনি ভারতের জাভাবলী দ্বীপ ভ্রমণ করেন। জাভাবলী নৃত্য সম্বন্ধে বলেছেন, "এদের গা মেলানো সংগীতটাও সুরের নাচ, কখনও দ্রুত, কখনো বিলম্বিত, কখনো প্রবল, কখনো মৃদু। এই সংগীতটাও সংগীতের জন্যে নয়। কোনো একটা কাহিনীতে নৃত্য ছন্দের অনুষঙ্গ দেবার জন্য"। ১৯৩০ খ্রীঃ ইউরোপ ভ্রমণের সময় ইংল্যান্ডের ডাবিং টাউন হলে ব্যালের রচনা কৌশল দেখলেন। এই ভ্রমনের পর পর তিনি তাঁর বিখ্যাত নৃত্যনাট্য রচনা শুরু করেন।

নৃত্যনাট্যের সংগীত রস মুখ্য নয়। নৃত্যই নৃত্যনাট্যের মুখ্য। এখানে নাটক নৃত্য কেন্দ্রিক হয়ে থকে। তাল ও ছন্দে বিভিন্ন ভাব ফুটে উঠে।

কবিতার মত ছন্দ বা তাল বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করে। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ গানকে মাধ্যম করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গীতিনাট্য রচনা করেন এবং পরবর্তীতে নৃত্য কে মাধ্যম করে নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং রচনা করেন নৃত্যনাট্য। উল্লেখযোগ্য নৃত্যনাট্য সমূহ যেমন-

(১) চিত্রাঙ্গদা
(২) চন্ডলিকা
(৩) শ্যামা

Dhaka University Institutional Repository

কথাকলি, মনিপুরী, কথক, ইত্যাদি ভারতীয় নৃত্যশৈলীর সংমিশ্রণ ঘটেছে এই সকল নৃত্যনাট্যে। প্রতিটি নৃত্যনাট্যের গানকে রচনা করেছেন নাচের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী করে। তবে নৃত্যনাট্যগুলিতে লক্ষণীয় বিষয় হল নাচ ও গান দুটোরই সমান প্রাধাণ্য।

চিত্রাঙ্গদা, নৃত্যনাট্যে মহাভারতের অর্জুন চিত্রাঙ্গদার প্রণয় কাহিনীকে বিষয়বস্তু করা হয়েছে। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা যখন মৃগয়ায় যেয়ে গভীর বনে ব্রহ্মচর্য্য পালনরত অর্জুনের দেখা পেলেন এবং অর্জুনকে আকৃষ্ট করতে চাইলেন তখন অর্জুন নিঃশব্দে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। অর্জুনের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিলে অর্জুন তা প্রত্যাখান করেন। রূপহীনা চিত্রাঙ্গদা ব্যর্থতার নিদারুন গ্লানিতে মর্মাহত হলেন। রূপ লাবন্যের জন্য তপস্যা করেন মদন ও বসন্তের। দেবতার বরে তিনি অপরূপ রূপলাবণ্যের অধিকারী হন। অর্জুন মুগ্ধ হন চিত্রাঙ্গদার রূপলাবণ্য দেখে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা ব্যতিত হন তাঁর পূর্বেকার ব্যক্তিত্বের পরাজয়ের কথা স্মরণ করে। চিত্রাঙ্গদা আবার দেবতার নিকট প্রার্থনা করে তার পূর্বেকার রূপের জন্য, দেবতার বরে পূর্বের রূপ ফিরে পান। এবং অর্জুনের নিকট তাঁর সত্যিকার পরিচয় যখন প্রকাশ করলেন তখন অর্জুন চিত্রাঙ্গদার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং চিত্রাঙ্গদাকে পেয়ে ধন্য হন। এই হল চিত্রাঙ্গদার সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

চিত্রাঙ্গদার প্রথম দৃশ্যের সূচনা "গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে" সম্পূর্ণভাবে চিত্রধর্মী এবং নাচের উপযোগী করে রচিত হয়েছে। এবং এই ধরণের আদর্শ প্রায় সব গানেই অনুসরণ করা হয়েছে। দশটির মত আবৃত্তি রয়েছে যে গুলি নৃত্যের ছন্দে অভিনীত হতে পারে। সংলাপের দিক থেকে যে গুলি আবৃত্তি যোগ্য সে গুলিতে ভাষা ও ছন্দের মিল লক্ষণীয়। আদ্যোপান্ত পয়ার বন্ধের সুললিত ছন্দে নাটকটি রচিত হয়েছে। ভাঙা ছন্দের গান যেমন-

১. মোহিনী মায়া এল
এল যৌবন কুঞ্জবনে
২. আগ্রহ মোর অধীর অতি
কোথা যে রজনী বীর্যবতী

নৃত্যনাট্যের গানগুলিতে রাগের যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যায় রাগের বিশুদ্ধতার চেয়েও মিশ্রণ ঘটেছে বেশী। আবার অনেক গানে রাগের কেবল আভাসটুকুই পাওয়া যায়। ছন্দ বৈচিত্র্য এই সকল গানের সুরে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন-

মোহিনী মায়া এল- মিশ্র ভৈরব
গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ- মল্লার
বঁধু কোন আলো- সিন্ধু ভৈরবী
ক্ষণে ক্ষণে- কাফি টোড়ী
দে তোরা আমায়- মিশ্র ভৈরবী
আমার এই রিক্ত ডালি- মিশ্র খাম্বাজ
মনিপুর নৃপ দুহিতা- ইমন
পুরুষের বিদ্যা- দেশ
তাই আমি দিনু বর- বেহাগ খাম্বাজ

Dhaka University Institutional Repository

আমার অঙ্গে অঙ্গে- ইমন বেলাবল
কাহারে হেরিলাম- ভৈরব
কোন দেবতা সে- ভৈরব
অশান্তি আজ হানল- হাম্বীর
কেনরে ক্লান্তি - মিশ্র ভৈরবী
যদি মিলে দেখা- কেদারা
ভাগ্যবতী সে যে- মিশ্র ভৈরবী
লহো লহো ফিরে- বাহার
তৃষ্ণার শান্তি - বেহাগ
এসো এসো ধরাতলে- মিশ্র বসন্ত

চিত্রাঙ্গদার নৃত্যের ধারা কালের আদর্শে রচিত। মনিপুরী নৃত্যের সঙ্গে কথা কলির মিশ্রণ ঘটেছে। বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের লোক নৃত্যও স্থান পেয়েছে।

চন্ডালিকা নৃত্যনাট্যের কাহিনীর উৎস নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য। চন্ডাল কন্যা যখন অস্পৃশ্যা বলে সকলের কাছে ধিকৃত এবং অপমানিত হয়ে আত্মধিক্কারে মুহ্যমান তখন বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দ তৃষ্ণা নিবারণের জন্য চন্ডাল কন্যা প্রকৃতির নিকট জল চাইলেন। অস্পৃশ্যতার অজুহাতে জল দিতে অস্বীকৃতি জানালে আনন্দ তাকে বুঝালেন শ্রাবণ কালো মেঘের জলে অশুচি বা জাতের কোন অস্তিত্ব নেই। চন্ডাল কন্যা প্রকৃতি, জলের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পেরে আনন্দের ঔদার্যতা এবং রূপে মুগ্ধ হয়।

নরনারীর মানসিক দন্দ্ব এবং বোধকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই নৃত্যনাট্যে। চন্ডালিকার প্রথম গানটি হল 'আমার মালার ফুলের দলে' (তাল ফেরতা)। 'যে আমারে এনেছে এ অপমানের অন্ধকারে', এ গানে কান্ডি নাচের আদর্শ লক্ষ্য করা যায়। চন্ডালিকার দক্ষিণী নৃত্যধারা ও ব্যবহৃত হয়েছে। ছন্দ ও লয়ে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। আবার চন্ডালিকা নৃত্যনাট্যে জাভাবলীর ছায়ানৃত্যের আদর্শ ও অনুসরণ করতে দেখা যায়। চিত্রাঙ্গদার মত চন্ডালিকার গানেও রাগের মিশ্রণ ঘটেছে। রাগরাগিনীর বদ্ধ সংস্কার থেকে সংগীতকে মুক্তি দেওয়ায় কবি ছিলেন পক্ষপাতী, রাগের আভাস আছে কিন্তু পুরাপুরি বিশুদ্ধরূপ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র রূপ পেয়েছে। কয়েকটি চন্ডালিকার গান যেমন-

(১) নব বসন্তের ডালি- মিশ্র ভৈরব
(২) ওগো তোমরা যত- কাফি
(৩) যে আমারে পাঠালো- মিশ্র বসন্ত
(৪) কী যে ভাবিস তুই- মিশ্র শংকরা
(৫) যে মানব আমি- ভৈরবী
(৬) স্বর্ণ বর্ণে সমুজ্জল- আড়াণা বাহার
(৭) আমার মনের মধ্যে- ভৈরব
(৮) বাছা মন্ত্র করেছে- কাফি
(৯) চক্ষে আমার তৃষ্ণা- মল্লার
(১০) তাঁকে আনতে যদি পারি- বেহাগ
(১১) বাছা তুই যে আমার- কেদারা

Dhaka University Institutional Repository

(১২) যায় যদি যাক্ সাগরতীরে- সিন্ধু খাম্বাজ
(১৩) ঐ দেখ পশ্চিমে মেঘ- কেদারা
(১৪) ঘন কালো মেঘ- মিশ্র মল্লার
(১৫) ওরে পাষাণী- কাফি
(১৬) ক্ষুধার্ত প্রেম- মিশ্র ভৈরবী
(১৭) দুর্বল হোসনে- ভৈরবী
(১৮) ঘুমের ঘন গহন- মিশ্র বসন্ত
(১৯) তোর অভিশাপ- ভৈরবী
(২০) ওমা, ওমা, ওমা- মিশ্র খাম্বাজ
(২১) প্রভু এসেছ উদ্ধারিতে- মিশ্র ভৈরবী
(২২) কল্যাণ হোক তব- ভৈরবী

রাগের আদর্শকে সম্পূর্ণ ভাবে অনুসরণ না করেই তিনি রাগরাগিনীগুলি ব্যবহার করেছেন। নাটকের প্রয়োজনে ছন্দ ও লয়ের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। বিভিন্ন ভাবের উপযোগী করে রচনা করেছেন বলে গানগুলিতে সহজভাবে রাগরাগিনী ফুটে উঠেছে। যার ফলে একই রাগকে ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের গানে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। শ্যামা নৃত্যনাট্যে দেখা যায় নানান দেশের নৃত্যধারার মিশ্রণ ঘটেছে। ভরত নাট্যম, কথাকলি, কথক, মনিপুরী, কান্ডিনাচ, গরবা, লোকনৃত্য ও বাউল নাচের সমাবেশ ঘটেছে। শ্যামা 'পরিশোধ' গল্প কাহিনীর রূপান্তরিত নৃতনাট্য। ১৩৪৬ সালে শ্যামা নৃত্যনাট্য প্রকাশিত হয়। বজ্রসেন, উত্তীয়, শ্যামা এই তিনটি চরিত্র শ্যামা নৃত্যনাট্যে। বণিক বজ্রসেন অনেক সন্ধান করে ইন্দ্রমনির যে হার সংগ্রহ করেছে তা সে বেচবে না। বিনামূল্যে কাউকে পরানোর অভিপ্রায় তার, কিন্তু রাজার চরের দৃষ্টি তার উপর। সুন্দরী রাজনটী শ্যামার প্রেমে পাগল উত্তীয়। শ্যামা যখন নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত থাকে তখন চোর অপবাদ দিয়ে বজ্রসেনকে তাড়া করে শ্যামার সভার মধ্য দিয়ে। শ্যামা বজ্রসেনের দেবকান্ত মুর্তি দেখে মুগ্ধ হয় এবং এই নিরাপরাধ বিদেশীকে রক্ষা করার জন্য সভাস্তদের অনুরোধ করে। শ্যামার প্রেমের পূজারী উত্তীয় নিজে প্রহরীর কাছে আত্মসর্মপণ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। শ্যামা এবং বজ্রসেন দেশত্যাগ করে পলায়নের পর মিলনের আনন্দ বেশী সময় স্থায়ী হয়নি। বজ্রসেন যখন জানতে পারে উত্তীয়ের প্রাণের বিনিময়ে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে তখন শ্যামাকে বজ্রসেন ধিক্কার দেয় শ্যামা বারবার ক্ষমা চাইলেও বজ্রসেন শ্যামাকে ক্ষমা করতে পারেনা। উত্তীয়ের প্রাণ দানের মাধ্যমে শ্যামার প্রেমের ব্যর্থতা শ্যামার প্রতি ধিক্কার, এই নৃত্যনাট্যের করুণ পরিনতি অত্যন্ত মর্মস্পশী। এই নৃত্যনাট্যের গানগুলিতে দেখা যায় কখনও বিনা তালে কখনও মধ্যলয়ে, আবার কখনও দ্রুতলয়ে জোড়ালো ছন্দে সুর করা হয়েছে। এখানেও ভাবানুযায়ী ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকীয়তা রক্ষা করতে ছন্দ বৈচিত্রের সাথে সাথে তালের পরিবর্তন লক্ষণীয়। মধ্যলয়, বিলম্বিত লয়, দ্রুত লয়ে গানগুলি এমনভাবে ভাবের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে যে করুণ উল্লাস উদ্দীপনা সমস্ত কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন রাগে শ্যামা নৃত্যনাট্যের গান সমুহ-

(১) তুমি ইন্দ্রমনির হার- মিশ্র
(২) না না না বন্ধু- মিশ্র ভৈরব

Dhaka University Institutional Repository

(৩) ও জান নাকি
(৪) জানি জানি, তাইতো
(৫) থমো থামো কোথায় চলেছ
(৬) ফিরে যাও কেন
(৭) মায়াবন বিহারিনী হরিনী
(৮) হতাশ হয়োনা, হয়োনা
(৯) হবে সখা হবে
(১০) জীবনে পরম লগন
(১১) ধরা সে যে দেয় নাই
(১২) ধর ধর ঐ চোর
(১৩) আহা মরি মরি
(১৪) সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে
(১৫) তোমাদের একি ভ্রান্তি
(১৬) চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে
(১৭) নির্দোষী বিদেশীর রাখো
(১৮) রাখিব তোমার অনুনয়
(১৯) একী খেলা হে সুন্দরী
(২০) নহে নহে এ নহে কৌতুক
(২১) রাজপ্রহরী ওরা
(২২) ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে
(২৩) এতো দিন তুমি সখা
(২৪) আমার জীবন পাত্র, উচ্ছলিয়া
(২৫) তোমার প্রেমের বীর্যে
(২৬) প্রহরী, ওগো প্রহরী
(২৭) তুমিই করছে তবে চুরি
(২৮) এই দেখ রাজ অঙ্গুরী
(২৯) বুক যে ফেটে যায়
(৩০) নাম লহো দেবতার
(৩১) থামরে থামরে তোরা
(৩২) চুপ করো দুরে যাও
(৩৩) কোন অপরূপ স্বর্গের আলো
(৩৪) বাজে গুরু গুরু
(৩৫) হে বিদেশী এসো
(৩৬) আহা একী আনন্দ
(৩৭) বোলনা বোলনা
(৩৮) জেনো প্রেম চির ঋনী
(৩৯) প্রেমের জোয়ারে
(৪০) হায় হায়রে পরবাসী
(৪১) পুরি হতে পালিয়েছে
(৪২) রাজ ভবনের সমাদর

Dhaka University Institutional Repository

(৪৩) দাঁড়াও কোথা চলো
(৪৪) আমার আহিরিণী সারা হোলো বিকি কিনি
(৪৫) ঘাটে বসে হোতা ওকে
(৪৬) সাথী মোদের ওযে নেয়ে
(৪৭) কেন বাঁধনের গ্রন্থি
(৪৮) হৃদয় বসন্তবনে যে মাধুরী
(৪৯) কহো মোরে
(৫০) নহে নহে নহে সে কথা
(৫১) নীরবে থাকিস
(৫২) কী করিয়া সাধিলে
(৫৩) তোমা লাগি যা করেছি
(৫৪) কাঁদিতে হবে রে
(৫৫) হে ক্ষমা করো
(৫৬) তোমার কাছে দোষ করি নাই
(৫৭) তবু ছাড়িবিনে মোরে
(৫৮) ছাড়িবনা ছাড়িবনা
(৫৯) হায় একী সমাপন
(৬০) তোমা দেখে মনে
(৬১) ও কথা কেন নেয়না
(৬২) হায়রে হায়রে নুপুর
(৬৩) সবকিছু নিলনা
(৬৪) এসো এসো এসো প্রিয়ে
(৬৫) এসেছি প্রিয়তম, ক্ষণ মোরে
(৬৬) কেন এলি, কেন এলি
(৬৭) ক্ষমিতে পারিলাম না যে-

বিলম্বিত লয়, মধ্যলয় এবং দ্রুতলয়ে গান গুলির লয় বৈচিত্র নাটকীয়তার পূর্নাঙ্গ রূপ পেয়েছে। বিনা তালে যেমন হায় কী সর্মাপন, ক্ষমা করো, এবং আরো দু' একটি চরণ নাটকের করুণ রসকে মূর্ত করে তুলেছে।

তিনটি নৃত্যনাট্যেই দেখা যায় কোন নৃত্যপদ্ধতিকে হুবহু মানা হয়নি। নানা রীতির নৃত্য ধারার মিশ্রণ ঘটেছে এই সকল নৃত্যনাট্যে, ভরতনাট্যম, কত্থক, মনিপুরী, কথাকলি প্রতিটি নৃত্যধারার পদ্ধতি স্বতন্ত্র, আবার লোকনৃত্যের- বিভিন্ন ভাব নৃত্য নাট্যগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্য গুলিতে বহু নৃত্য সমাবেশ ঘটিয়ে নূতন এক প্রকার ধারার সৃষ্টি করেছেন। অভিনয় উপযোগীতার কথা ভেবে এই রূপ বহু নৃত্যধারার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। প্রতিটি চরিত্রানুযায়ী নৃত্যাদর্শ গড়ে উঠেছে বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। বহু নৃত্যের ধারার মিশ্রণে কালের প্রভাব রয়েছে। কালের শিল্পকলার দিকটি কবিগুরু পছন্দ করতেন।

চিত্রাঙ্গদার নৃত্যনাট্যে মনিপুরীর প্রাধান্য রয়েছে। এছাড়া কথাকলি, বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের লোকনৃত্য, শান্তিনিকেতনের মিশ্ররীতির নৃত্য এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণী নৃত্যধারাও ব্যবহৃত হয়েছে। মনিপুরী কাওয়ালী, চারতালের সঙ্গে দক্ষিণী

Dhaka University Institutional Repository

তেওড়া ও দাদ্‌রা ব্যবহার করা হয়েছে। মনিপুরী ভরতনাট্যম কথক ও কথাকলিতে পৃথকভাবে তাল নৃত্যের সুযোগ আছে। খন্ড খন্ড তাল নৃত্যের ছন্দ বৈচিত্র্য নাটকে নৃত্যধারার ঐশ্চর্য্যকে মাধুর্য্যময় করে তুলেছে।

শ্যামা নৃত্যনাট্যেও দেখা যায় কথাকলি মনিপুরী, কথক, ভরত নাট্যম, কান্ডীয় নৃত্য প্রভৃতি নৃত্যধারার সমাবেশ ঘটেছে। ভরত নাট্যমের সঙ্গে কথাকলি, মনিপুরীর সঙ্গে কথাকলির মিশ্রণ ঘটেছে। চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে নৃত্যাদর্শ গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধারার নৃত্যের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বজ্রসেনের চরিত্রে ভরতনাট্যম ও কথাকলির প্রয়োগ ঘটেছে। উত্তীয় চরিত্রে কথক নিখুঁত ভাবে প্রাধাণ্য পেয়েছে। শ্যামার চরিত্রে মনিপুরী নৃত্যের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। এছাড়া প্রহরীর নাচে সিংহলের কান্ডিনাচ লক্ষ্য করা যায়। সখীদের চরিত্রে গরবা, লোকনৃত্য এবং বাউলনাচের আদর্শ অনুসরণ করতে দেখা যায়।

১৯১৯ থেকে ১৯২০ খ্রীঃ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং জাপান ভ্রমণ করেছিলেন সেই ভ্রমণকালীন অভিজ্ঞতার প্রভাব তাঁর এই সকল নৃত্যনাট্যে কাজে লাগিয়েছেন নিখুঁত ভাবে। দেশী বিদেশী ছন্দোময়তার চিন্তার প্রয়োগ ঘটেছে এই নৃত্যনাট্য গুলিতে। তবে ভারতীয় নৃত্য ধারার আদর্শ থেকে চুল পরিমানও বিচ্যুত হননি। বর্হিভারতীয় রীতিতে নৃত্য রচিত হলেও মুলত ভারতীয় নৃত্যধারার আদর্শকে অনুসরণ করা হয়েছে। ভারতীয় নৃত্য ধারার ঐতিহ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই সকল নৃত্যনাট্যে বজায় থেকেছে অক্ষতভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকৃতি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ষড়ঋতুর চিত্রকল্প নিয়ে ২৮৩টি গান প্রকৃতি পর্যায়ে অর্ন্তভূক্ত করেছেন। প্রকৃতি এক মনোমুগ্ধকর রূপবৈচিত্র্য নিয়ে গান গুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। ঋতুতে ঋতুতে নব নব রূপে নিজেকে উম্মোচিত করা প্রকৃতির এ এক লীলা বিলাস। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্ত্বায় ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছিল প্রকৃতির এই লীলা বিলাস। বিশ্ব প্রকৃতির এই লীলা বিলাসের মধ্যে মনুষ্যজীবনের আনন্দ অনুভূতির নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ বার মাসের রূপ, রস, গন্ধে অনুভব করেছেন প্রাণ স্পন্দন। দু'মাস পর পর প্রকৃতির লীলা রঙ্গ ভূমিতে যে পট পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন তারই ধারাবাহিকতা নিয়ে তিনি রচনা করেছেন প্রকৃতি পর্যায়ের গান। কিন্তু প্রথম গানটিতে তিনটি ভিন্ন ঋতুর রূপ বৈচিত্র ফুটে উঠেছে, যেমন-

বীশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা- পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা
নিত্য নৃত্য রসভঙ্গিমা,-
নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব
অতি মঞ্জুল, অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,

আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব,
অতি গম্ভীর, অতি গম্ভির, নীল অম্বরে ডম্বর বাজে

আশ্বিনে নব আনন্দ উৎসব নব,
অতি নির্মল, অতি নির্মল, অতি নির্মল উজ্জ্বল সাঝে,

দেখা যায় বসন্ত, বর্ষা, শরৎ- এই তিন ঋতুর রূপ বৈচিত্র্যের কথা বলা হয়েছে। এই ভাবে প্রকৃতি পর্যায়ের ৯ নং গান পর্যন্ত প্রকৃতির নিসর্গ শোভার অপূর্বতার প্রকাশ ঘটেছে। যেমন-

(১) আকাশ ভরা সুর্য্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
(২) একি আকুলতা ভুবনে! একি চঞ্চলতা পবনে ॥
(৩) পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে;
(৪) কত যে তুমি মনোহর মনই তাহা জানে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অপরূপ রূপ ফুলে ফলে, পত্র পল্লবে, গন্ধোবনে প্রতি নিয়তই নূতন রূপে, নূতন ছন্দে কবির অন্তরে যে গীত হয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে উপরোক্ত গান গুলিতে।

Dhaka University Institutional Repository

১০ নং গান থেকে প্রকৃতি পর্যায়ে ষড়ঋতুর ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। এই পর্বে প্রথমেই গ্রীষ্ম ঋতুর গান। মোট ১৬টি গানে গ্রীষ্মের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতির রুক্ষরূপে মনে হয় প্রচন্ড রোদ্র তাপে চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। রস শূন্য প্রকৃতিতে একদিকে যেমন দারুন দহন বেলা, দীর্ঘ দগ্ধদিন আবার অন্যদিকে-

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ।
আনে আমার মনের কোনে সেই চরণের ছন্দ ॥

চাঁপা বনের কাঁপন ছলে লাগে আমার বুকের
আরেক দিনের প্রভাত হতে হৃদয় দোলার স্পন্দ ॥

আবার এই রোদ্র তপ্ত দিনে কাল বৈশাখীর ঝড়ে কবির অভয় বাণী ধ্বনিত হয়েছে দৃপ্ত কণ্ঠে-

ভয় কী রে তোর ভয় কারে
দ্বার খুলে দিস্ চার ধারে।

রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মের গান দিয়ে নববর্ষকে বরণ করেছেন। পুরাতনের গ্লানি মুছে, দুঃখ জরা ত্যাগ করে অগ্নিস্নানে এই ধরাকে শুচি করার কথা বলা হয়েছে 'এসো হে বৈশাখ' গানের মাধ্যমে। প্রখর তপন তাপে তপ্ত প্রকৃতির রুদ্র চেহারা, আকাশে বাতাসে হাহাকার, তৃষ্ণায় যেন প্রকৃতি ফেটে পড়ছে, এমন অবস্থায় কবি গেয়েছেন-

চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি বৃষ্টি বিহীন বৈশাখী দিন, সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে ॥

প্রকৃতির এই বদ্ধ গুমোট ভাব যখন সর্বত্রই বিরাচিত কবি রবীন্দ্রনাথ উদাত্ত কণ্ঠে বর্ষার আহবান গীত গেয়েছেন-

এসো শ্যামল সুন্দর,
আনো তব তাপহরা তৃষা হরা সঙ্গ সুধা।
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে ॥

বর্ষার আগমনে প্রকৃতির রূপ যেই পাল্টাতে শুরু করেছে কবি রবীন্দ্রনাথের গানের কথা এবং সুরও যেন বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে কোমল ও সজীব হয়ে ওঠে, যেমন-

ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
জল সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভরভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।

বর্ষা ছিল কবি রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। এই বর্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১১৫টি গান রচনা করেছেন। বর্ষার গানে একদিকে যেমন অনুভব করেছেন আনন্দ অন্যদিকে বেদনা। কখনো মনে জেগে উঠেছে বর্ষার রিম্ ঝিম্ শব্দে পুরাতন দুঃখ বেদনা আবার কখনো জেগে উঠেছে মধুময় আনন্দময় স্মৃতি। মিলন-বিহর, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সুর ঝংকৃত হয়েছে তাঁর বর্ষপ্রকৃতির গানে। যেমন-

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সেই সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।

Dhaka University Institutional Repository

অধর করুণা মাখা, মিনতি বেদনা আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায়খনে।

আমার পরান পুটে কোন্ খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা জেগে উঠে হৃদয় কোনে্ ॥

এ যেন মেঘলা আকাশ দেখে বা একটানা ঝর্‌ঝর্ বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে পুরাতন ব্যথা নূতন করে জেগে ওঠার কথা বলা হয়েছে। আষাঢ়ের শুরুতেই বর্ষার গানে আনন্দ উচ্ছাসের সুর ধ্বনিত হলেও তা অল্প সংখ্যক। অধিক সংখ্যক গানের বাণীতে বেদনার বাণী ও সুর শোনা যায়। আনন্দ উচ্ছল সুর ও বাণী ধ্বনিত হয়েছে যেমন-

(১) আহবান আসিল মহোৎসবে
অম্বরে গম্‌ণীর ভোর রবে
পূর্ব বায়ু চলে ডেকে শ্যামলের অভিষেকে-
অরণ্যে অরণ্যে নৃত্য হবে॥

এরূপ আরও দু-একটি গান যেমন-

(২) নীল-অঞ্জনঘন পুঞ্জ ছায়ায় সম্পৃত অম্বর হে গম্ভীর!
বনলক্ষ্মীর কম্পিতকায়, চঞ্চল অন্তর
ঝংকৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর হে গম্ভীর ॥
বর্ষণগীত হল মুখরিত মেঘ মন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে-
নন্দিত তব উৎসব মন্দির হে গম্ভীর ॥

(৩) হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ুরের মত নাচেরে।

বর্ষা ঋতুর এই মোহিনী রূপ প্রাচীন যুগের মহাকবি কালিদাসের মতই কবি হৃদয়কে যেন আচ্ছন্ন করেছিল। আবার অতি বর্ষণে প্রকৃতিতে মানুষের জন্য যে দুদর্শা নেমে আসে, আশ্রয় অভাবে মানুষ যে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহায় তাও কবিগুরুর এই বর্ষা প্রকৃতির গানে অত্যন্ত বেদনার সুরে গীত হয়েছে। যেমন-

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা ॥

তবে বর্ষার সঙ্গে মানুষের অন্তরের ভাব বিনিময় খুব বেশী হয় বলে মনে হয়েছে কোন কোন গানে। প্রকৃতি এই সময় যে রূপ ধারণ করে তার ছায়াপাত সবার অন্তরে হয়। মেঘলা আকাশে যেমন মন ভার হয় তেমনি একটানা ভিজে হাওয়া দেখতে দেখতে কল্পলোকে আমাদের মন চলে যায় সেখানে শুধু ভাবনা আর ভাবনা, তাই কবি গেয়েছেন -

১. এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়॥
এমন দিনে মন খোলা যায়-

২. আমি কি গান গাব যে ভেবে না পাই-
মেঘলা আকাশে উতলা বাতাসে খুঁজে বেড়াই ॥

Dhaka University Institutional Repository

বর্ষার অনেক গানে কবি রবীন্দ্রনাথ বিরহে ছবি এঁকেছেন। প্রিয়ার প্রতি অভিমান, প্রতীক্ষা, বিচ্ছেদ সংক্রান্ত নানা দুঃখ ব্যাথার ছাপ পড়েছে অনেক গানে। একান্ত মানবীয় প্রেমের কথা অন্তর থেকে বেরিয়ে এসেছে। যেমন-

১. আমার প্রিয়ার ছায়া
আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়!
বৃষ্টি সজল বিষন্ন নিশ্বাসে, হায়।

২. আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে

কারণ শুধায়োনা অর্থ নাহি তার
সুরের সঙ্কেত জাগে পুঞ্জিত বেদনার।

মান অভিমানের সুর ধ্বনিত হয়েছে বর্ষার গানে যেমন-

১. এসেছিলে তবু আস নাই
জানায়ে গেলে
২. কিছু বলব বলে এসেছিলেম
রইনু চেয়ে না বলে।

প্রতীক্ষার সুর ও বাণী সমন্বিত বর্ষার গান যেমন-

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরান সখা বন্ধু হে আমার
আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম চাই যে বারে বার।

বর্ষার অনেক গানে বিচ্ছেদ বেদনার মর্ম বাণীও সুর অন্তরে হাহাকার জাগায়ে তুলে এমন গান যেমন-

আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে
তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবন গগন তলে ॥

নিবিড় সুখে মধুর দুঃখে জড়িত ছিল সেই দিন-
দুই তারে জীবনের বাঁধা ছিল বীণ।
তার ছিড়েঁ গেছে কবে একদিন কোন্ হাহারবে,
সুর হারায়ে গেল পলে পলে ॥

বর্ষার গান প্রসঙ্গে কবি বলেছেন "আমি যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘ মল্লারে জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাত ধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব বেদনায় পুর্ন হয়ে উঠেছে, চিত্রকরের চিত্র এবং কবির কাব্যে বিশ্বরহস্য নূতন রূপ এবং নূতন বেশ ধরে দেখা দিয়েছে। তার থেকেই জেনেছি এই জগতের জল স্থল আকাশ হৃদয়ের তন্ত্র দিয়ে বোনা। নইলে আমার ভাষার সঙ্গে এর ভাষার কোনো যোগই থাকতনা; গান মিথ্যা হত, কবিত্ব মিথ্যা হত, বিশ্ব ও যেমন বোবা হয়ে থাকত আমার হৃদয়কে ও তেমনি বোবা করে রাখত।" এ উক্তি থেকেও বোঝা যায় বর্ষায় কবি অন্য ঋতু অপেক্ষা বেশী প্রভাবিত হয়েছেন। প্রকৃতি পর্যায় ছাড়াও বর্ষার ভাব বাণী সমন্বিত গান অন্যান্য পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। যেমন পূজা পর্যায়ে বর্ষার গান-

Dhaka University Institutional Repository

১. শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের'পরে বুকের'পরে ॥

২. যে রাতে মোর দুয়ার গুলি ভাঙল ঝড়ে
জানি নাইতো তুমি এলে আমার ঘরে ॥

৩. প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন
দারুন ঘনঘটা, অবিরল অশনি তর্জন ॥
ঘন ঘন দামিনী ভুজঙ্গক্ষত যামিনী ।
তাম্বর করিছে অন্ধনয়নে অশ্রু -বরিষণ ॥

প্রেম পর্যায়ের অনেক গানে মানবীয় প্রেমের মিলন বিরহ, প্রতীক্ষার সুর ও বাণীতে বর্ষার রূপ ফুটে উঠেছে এবং মর্মস্পর্শী হয়েছে। যেমন প্রেম পর্যায়ের বর্ষার গান-

১. বর্ষণ মন্দ্রিত অন্ধকারে তোমারি এ দ্বারে
২. মেঘ ছায়ে সজল বায়ে মন আমার
৩. উতলা করে সারা বেলা ।

বিচিত্র পর্যায়েও দেখা যায় কিছু কিছু গানে বর্ষাঋতুর বর্ণনা অত্যন্ত নান্দনিক রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। যেমন-

কৃষ্ণ কলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক ।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে, কালোমেয়ের কালো হরিণ চোখ ॥

প্রকৃতি পর্যায়ের গানে ছয়টি ঋতুর পর্যায় ক্রম অনুসারে বর্ষার পর আসে শরতের গান। শরতের গানে নীল আকাশে সাদা মেঘের মত স্বচ্ছ গানের সুর ও বাণী শান্ত ও স্নিগ্ধতার রূপে ফুটে উঠে। বর্ষার হাসি-কান্না অতিক্রম করে শরৎ আসে শিউলি ফুল, কাশফুল এবং শিশির ছোঁয়া জোছনার স্নিগ্ধতা নিয়ে। প্রকৃতি সৌন্দর্য্যে টই টুম্বুর। বৃষ্টি ধৌত পরিবেশে প্রভাতে সূর্য্য কিরণ ঝলমলে করে আর রাতে জ্যোৎস্নার নির্মল আনন্দ গভীর প্রশান্তি দান করে। প্রকৃতির এই শরৎ সৌন্দর্য্যানুভূতি নিয়ে কবি ৩০টি গান রচনা করেছে। যেমন-

(১) আজি শরৎ পবনে প্রভাত স্বপনে
কী জানি পরান কীযে চায় ।
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কী যে গায় গো ॥

(২) আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
আমরা গেঁথেছি শেফালি মালা
নবীন ধানের মঞ্জুরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা॥

(৩) শিউলি ফুল, শিউলি ফুল,
কেমন ভুল, এমন ভুল ॥

এই শরৎকালেই পালিত হয় মহা আনন্দের শারদীয় দূর্গোৎসব। তাই আগমণীও বিজয়ার গান এই পর্যায়ের গানে স্থান পেয়েছে। এই উৎসবের ঋতু শরতের নাতিশীতোষ্ণ হাওয়ার উৎসব আনন্দের সুর ও বাণী সমন্বিত গান, যেমন-

(১) আমার নয়ন ভুলানো এলে
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে ॥

Dhaka University Institutional Repository

(২) শরতে আজ কোন অতিথি
এল প্রানের দ্বারে ॥

আগমণীর আনন্দের সুর যেমন একদিকে ধ্বনিত হয়েছে আবার অন্যদিকে বিজয়ার বিদায় সুর ও করুণ ভাবে হৃদয় স্পর্শ করেছে। যেমন-

তোমার বুকে বাজল ধ্বনি
বিদায় গাঁথার আগমণী কত যে।

প্রকৃতি পর্যায় ছাড়া ও শরতের সৌন্দর্য্য কবিগুরুর অন্যান্য পর্যায়ের গানে শোভা বর্ধন করেছে। পূজা, প্রেম এবং বিচিত্র পর্যায়ের কয়েকটি গানে শরতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রানবন্ত বিলাস হৃদয়ে নাড়া দেয়। যেমন পূজা পর্যায়ে শরতের গান-

অমল কমল সহজে জলের কোলে
আনন্দে রহে ফুটিয়া।

প্রেম পর্যায়ের গানে শরতের বিদায় ব্যথার সুর ধ্বনিত হয়েছে যেমন-

১. সকাল বেলার আলোয় বাজে বিদায় ব্যাথার ভৈরবী
আন্ বাঁশী তোর, আয় কবি ॥
শিশির শিহর শরত প্রাতে
শিউলি ফুলের গন্ধ সাথে
গান রেখে যাস আকুল হাওয়ায়, নাই যদি রোস নাই রবি।

২. কাঁদার সময় অল্প ওরে
ভোলার সময় বড়ো।

আগমনীর নাচের তালে
নূতন মুকুল নামল ডালে
নিঠুর হাওয়ায় পুরানো কুল ওইযে পড়ো পড়ো ॥

বিচিত্র পর্যায়ের গানে ও শরতের অপরূপতা কোন কোন গানে ধরা পড়েছে, যেমন-

(১) আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে
ওরা যে ডাকতে জানে
আশ্বিনে ওই শিউলি শাখে
মৌমাছিদের যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে ॥

(২) তুমি উষার সোনার বিন্দু প্রাণের সিন্ধু কুলে,
শরৎ প্রাতের প্রথম শিশির প্রথম শিউলি ফুলে ॥

এই ভাবে শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, মেঘের লুকোচুরি খেলা, আগমণীর আনন্দ এবং বিসর্জনের বিদায় ব্যথা নিয়ে বাঙালীর উৎসবের এই ঋতু কবিগুরুর গানে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুলের মত সৌন্দর্য্য ধারণ করে আছে।

শরতের পরেই হেমন্ত ঋতু কবি রবীন্দ্রনাথের গানে সোনালী ফসল তোলার আহবান গীত হয়ে বাজলে ও হেমন্তের রিক্ততা বা শূন্যতার ছাপ ও অনেক গানে স্পষ্ট হয়েছে। অন্যান্য ঋতুর তুলনায় হেমন্ত ঋতুর গানের সংখ্যা কম। মাত্র

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচটি গানের মধ্যে হেমন্তের সৌন্দর্য্য ধরা পড়েছে রিক্ততা ও শূণ্যতার মাঝে। যেমন-

হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে ॥

শূন্য এখন ফুলের বাগান,
দোয়েল কোকিল গাহে না গান,
কাশ ঝরে যায় নদীর তীরে।

হেমন্তের আরেক রূপ হচ্ছে কৃষকের ফসল তোলার আনন্দ, ঘরে ঘরে নবান্নের উৎসব নিয়ে গান। সোনালী ফসলে মাঠ ঘাটের টইটুম্বর অবস্থায় শীতের হাওয়া বইতে শুরু করলে হেমন্তকে কবি লক্ষ্মী বলে সম্বোধন করেছেন। যেমন-

হায় হেমন্ত লক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা-
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধুমল রঙে আঁকা।

একদিকে যেমন হেমন্ত নিরাভরণ রিক্ততার প্রতিমূর্তি অপর দিকে তেমনি বরনী কল্যাণময়ী। একদিকে কবি রবীন্দ্রনাথ হেমন্তে দেখেছেন কুহেলী বিলীন, ভূষণ বিহীন প্রকৃতি আবার অপরদিকে হেমন্তে শুনতে পেয়েছেন বসন্তের বাণী। হেমন্ত ঋতুতেই কবি অনুভব করেছেন পূর্ণ শশীর জ্যোৎস্না বকুল ডালের আগায় কি রকম ফুলের স্বপ্ন জাগায়। তাই কবি গেয়েছেন,

"হেমন্তে কোন্ বসন্তের বাণী পূর্ণশশী ওই যে দিল আনি ॥
বকুল ডালের আগায় জ্যোৎস্না যেন ফুলের স্বপন লাগায়
কোন্ গোপন কানাকানি পূর্ণশশী ওই যে দিল আনি" ॥

হেমন্তের বিদায় পর্বে উত্তর দিক থেকে যখন হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করে তখন প্রকৃতিতে শুরু হয় শীতের গান।

শীত ঋতু কবি রবীন্দ্রনাথের গানে ধরা পড়েছে কখনো প্রকৃতির বিবর্ণ রূপ নিয়ে কখনো বা পাকা ফসলের আনন্দ নিয়ে কখনো বা কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে। পাকা ফসলের আনন্দ নিয়ে গান যেমন-

'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে আয় আয় আয়
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়'।

শীতের প্রথম দিকের গানে পাকা ফসলের আনন্দে শীত ততটা প্রকট মনে হয়না। কিন্তু পরের গান গুলিতে শীতের প্রকোপ একটু বেশী করেই প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন- আমার সয়না, সয়না, সয়না প্রাণে, কিছুতে সয়না যে আবার শীতের হাওয়ার নাচনে প্রকৃতিকে সন্ন্যাসীর মত নিঃস্ব কাঙ্গাল করে দেয়। প্রকৃতির পাতা ঝরতে ঝরতে এক বৈরাগ্য রূপ ধারণ করে প্রকৃতি। যেমন-

'শীতের হাওয়ার লাগল নাচন আমলকির এই ডালে ডালে,
পাতা গুলি শির্ শিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে॥
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে
কাঙ্গাল তারে করল শেষে',

Dhaka University Institutional Repository

শীতের হাওয়ার যে নাচন আমলকির ডালে ডালে লেগেছে তা একদিকে কাঙ্গাল করে দেয় সত্যি কিন্তু অন্যদিকে আভাষ দেয় বসন্তের। অর্থাৎ শীতের শেষের গান গুলিতে বসন্তের লুকানো রূপ ফুটে উঠেছে। যেমন-

রিক্ত পাতা শুষ্ক শাখে কোকিল তোমার কইগো ডাকে-

অথবা তোমায় বাঁধব নূতন ফুলের মালায় বসন্তের এই বন্দী শালায়।

সাদা কুয়াশায় লুকিয়ে থাকলেও প্রকৃতির শ্যামল রূপের উন্মোচন হতে আর নাই যে দেরি। তাই কবি গেয়েছেন-

দেখছ নাকি এই আলোকে
খেলছে হাসি রবির চোখে
সাদা তোমার শ্যামল হবে,
ফিরবো মোরা তাই যে হেরি ॥

শীতের আমেজ থাকতেই ধীরে ধীরে প্রকৃতিতে নবীণ বসন্তের সাড়া পড়ে যায়।

ঋতুরাজ বসন্তের গান প্রকৃতি পর্যায়ে মোট ৯৬টি। প্রকৃতির ছয় ঋতুর সাজের মধ্যে বসন্তের সাজ কবি রবীন্দ্রনাথের গানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। বৈরাগ্যের ধ্যান শেষে এ যেন ফুল, পাখি, রঙ্গে, রূপে অপরূপতায় চারিদিক ঝলমল করে তুলছে। শীতের শূন্যতার অবসানে কঠিন তপস্যা পুর্ণতা পেয়ে সর্বত্র গেয়ে উঠে-

এস, এস, বসন্ত ধরা তলে।
আন' মুহু মুহু নবতান, আন' নবপ্রাণ নবগান।
আন' গন্ধ মদভরে অলস সমীরণ।
আন' বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা।
আন' নব উল্লাস হিল্লোল।

বসন্তের এই আগমনে অকস্মাৎ প্রকৃতি যেমন ঝলমল করে উঠে, বনে বনে ফুল ফোটার আনন্দে, মৌমাছি, দোয়েল, কোয়েল আনন্দে গান গেয়ে উঠে ঠিক তেমনি কবিচিত্ত ও আনন্দে গেয়ে উঠেছে-

আজি দখিন-দুয়ার খোলা-
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার বসন্ত এসো,

নব শ্যামল শোভন রথে এসো বকুল বিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু মেখে পিয়াল ফুলের রেণু।
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো ॥
দখিন হাওয়ায় আম্র শাখার মঞ্জুরী চারদিক মৌ মৌ গন্ধে
ভরিয়ে তুলে এবং প্রকৃতি গায় ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী আমের মঞ্জরী,
আজ হৃদয় তোমার উদাস হয়ে পড়ছে কি ঝরি ॥
আমার গান যে তোমার গন্ধে মিশে দিশে দিশে
ফিরে ফিরে ফেরে গুঞ্জরী॥

এই প্রাণ জুড়ানো হাওয়ায় অনাস্বাদিত আনন্দে মন গেয়ে ওঠে দখিন হাওয়া জাগো জাগো, জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রান। বসন্তের বাসন্তী উৎসব আর হোলির উৎসব আনন্দে মানুষের মন প্রফুল্লিত হয়। নানা জাতের ফুল ও পত্র পুষ্পে বনবনানী সুশোভিত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বসন্তে ধরার চিত্ত উতলা হয়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

বসন্তকে কবি রবীন্দ্রনাথ কোন কোন গানে যৌবনের প্রতীক হিসাবেও দেখেছেন, প্রকৃতির সর্বত্র যে অনাবিল আনন্দ ধ্বনিত তাতে যৌবনেরই উচ্ছাস ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাত হয়। যেমন কবি গেয়েছেন-

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা।
বইল প্রাণে দখিন হাওয়া আগুন-জ্বালা ॥

যৌবনেরই ঝড় উঠেছে আকাশ-পাতালে।
নাচের তালের ঝঙ্কারে তার আমায় মাতালে।

আবার বসন্তের অনেক গানে মানুষের হৃদয় বেদনার কথা ও রূপ পেয়েছে। চৈত্র মাসের খর তাপ যখন শুরু হয় তখন অপরাহ্নে অন্তর যেন কিসের বেদনায় হাহাকার করে উঠে। চৈত্র মাসের এই উতল হাওয়ায় কবি গেয়েছেন।

কার যেন এই মনের বেদন চৈত্রমাসের উতল হাওয়ায়,
ঝুমকোলতার চিকন পাতা কাঁপেরে কার চমকে-চাওয়ায় ॥
হারিয়ে-যাওয়া কার সে বাণী কার সোহাগের স্মরণ খানি
আমের কোলের গন্ধে মিশে
কাননকে আজ কান্না পাওয়ায় ॥

আবার এই বেদনার কাথায় বলেছেন উতল হাওয়াকে লক্ষ্য করে -

ধীরে ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া,
নিশীথ রাতের বাঁশী বাজে-শান্ত হওগো শান্ত হয় ॥

এইভাবে প্রকৃতি পর্যায়ে বসন্তের গানে একদিকে দেখি কৃষ্ণচুড়া চুড়ায় সাজে, বকুল তোমার মালার মাঝে

শিরীষ তোমার ভরবে সাজি ফুটেছে সেই আসে

আবার এই বসন্তের গানে অন্য দিকে দেখি বিদায় ব্যাথার সুর ধ্বনিত হয়েছে। বিচ্ছেদ বেদনায় আকুল হৃদয়ের ক্রন্দন সুর ভেসে উঠেছে গানে যেমন-

বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণ সমীরে
তোমায় ডাকব না ফিরে ফিরে॥

তুমি যখন যাও চলে যাও
সব আয়োজন হয় যে উধাও-
গান ঘুচে যায়, রঙ মুছে যায়, তাকাই অশ্রুনীরে ॥

বসন্ত এরূপ অর্ন্তবেদনার বাণী সমন্বিত আর ও একটি গান যেমন-

বেদনা কী ভাসায় রে
মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে ॥
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা ॥

প্রকৃতি পর্যায়ে বসন্তের গানকে আলাদাভাবে গ্রথিত হলেও অন্যান্য পর্যায়েও বসন্তের গান আছে। যেমন-পূজা পর্যায়ে আছে-

Dhaka University Institutional Repository

১. আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে ॥

২. আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান, চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে ॥

প্রেম পর্যায়ের ১ম গানেই বসন্তের বাণী শোভা বর্ধন করেছে, যেমন-

চিত্ত পিপাসিত রে
গীতসুধার তরে ॥

আজি বসন্ত নিশা, আজি অনন্ত তৃষা,
আজি এ জাগ্রত প্রাণ তৃষিত চকোর-সমান
গীত সুধার তরে।

প্রেম পর্যায়ের গান 'মনে রবে কিনা বরে আমারে' গানের সঞ্চারিতেও দেখা যায় বসন্তের বাণী। ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া ফাগুনের অবসানে ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া, আর কিছু নাহি জানে।

একই ভাবে 'আকাশে আজ কোন চরণের আসা যাওয়া' গানের সঞ্চারীতে আছে-

কোন ফাগুনের যে ফুল ফোটে হল সারা
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তারা।

'দিয়ে গেনু বসন্তের এই গান খানি' এটিও একটি প্রেম পর্যায়ের গান অথচ পুরো গানটিতে বসন্তের বাণী ফুটে উঠেছে। এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যেমন-

১. সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার,
তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার ॥

২. হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে তব নিশ্বাস পরশনে
এসেছ অদেখা বন্ধু দক্ষিণ-সমীরণে ॥

৩. চৈত্র পবনে মম চিত্ত বনে বাণী মঞ্জরী সঞ্চলিতা ওগো ললিতা।

বিচিত্র পর্যায়ের অনেক গানে ও বসন্তের বাণী দিয়ে রচিত হয়েছে,

যেমন- (১) কমল বনের মধুপরাজি, এসো হে কমল ভবনে।
কী সুধা' গন্ধ এসেছে আজি নব বসন্ত পবনে ॥

(২) মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয় কমল বন মাঝে

মধু ঋতু জাগে দিবা নিশি
পিক কুহরিত দিশি দিশি।

(৩) প্রাঙ্গনে মোর শিরীষ শাখায় ফাগুন মাসে কী উচ্ছাসে
ক্লান্তি বিহীন ফুল ফোটানোর খেলা।

এই ভাবে প্রতিটি ঋতুতে ঋতুতে মনোহরী লীলা বিলাস প্রকৃতি পর্যায়ের গানে নব নব রূপে দেখা যায়। বিশ্ব প্রকৃতির অন্তহীন রূপের সন্ধান মেলে এই প্রকৃতি

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ের গানে। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যে কেবল আমারই মনের মরীচিকা নহে তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দ প্রকাশ পাইতেছে এবং সেই জন্যেই সে এই সৌন্দর্য্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যায়।' প্রকৃতি পর্যায়ে গান গুলি দ্বারা বিশেষ বিশেষ ঋতুতে আমরা প্রকৃতির দিব্যদর্শন লাভ করতে পারি। গ্রীষ্মের খরতাপ, বর্ষার ঝর্ ঝর্ বৃষ্টি, শরতে নীলাকাশ, হেমন্তে সোনালী ধান, শীতের হিমেল হাওয়া, বসন্তে দখিন হাওয়া প্রভৃতি বাণীর মধ্য দিয়ে প্রকৃতির ঋতুতে ঋতুতে সাজ বদলের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রকৃতির এই অনন্য সাধারণ রূপের মুগ্ধতায় কবি গেয়েছেন-

আকাশ ভরা সূর্য্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

প্রেমের পূজারী রবীন্দ্রনাথ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আজীবন যে কথা ও সুরের পসরা সাজিয়েছেন তাতে দেখা যায় সর্বত্র প্রেম নানাভাবে ধ্বনিত হয়েছে। কবি তাঁর সংগীত চিন্তা গ্রন্থে বলেছেন, "জগৎকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে প্রেমের জাল পাতা রহিয়াছে"। তাই সমগ্র গীতবিতানের গানেই প্রেমানুভূতির অমৃত ধারার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। কখনো ঈশ্বর প্রেম, কখনো স্বদেশ প্রেম, কখনো মানবীয় প্রেম কখনো প্রকৃতি প্রেম আবার কখনো জগৎ সম্পর্কে নানা বিচিত্র প্রেমের জয়গান গীত হয়েছে।

আধ্যাত্মিক প্রেম বা ভগবৎ প্রেমের বাণী পূজা পর্যায়ের গানে স্থান পেয়েছে। পূজা পর্যায়ের গানে ঈশ্বর প্রেমের গান গুলিকে বিন্যাস করলে কয়েকটি পর্বে তা সাজানো যেতে পারে। যেমন-

প্রথম পর্বে ঃ গান- এই পর্বে ৩২টি গান সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি গানের বাণীতে ঈশ্বরের সঙ্গে যে প্রেম প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যায় গানকে মাধ্যম করে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের সান্নিধ্য লাভ করা। যেমন-

(১) তোমার নয়ন আমায় বারে বারে বলেছে গান গাহিবারে।

(২) তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।

(৩) আমি তোমায় যত শুনিয়ে ছিলেম গান।

(৪) গানের সুরের আসন খানি পাতি পথের ধারে।
ওগো পথিক, তুমি এসে বসবে বারে বারে ॥

(৫) আমার যে গান তোমার পরশ পাবে।

দ্বিতীয় পর্বে ঃ - বন্ধু- এই পর্বে প্রায় ৫৯টি গান সংকলিত হয়েছে। ভগবদ্ প্রেমকে বন্ধু প্রেম রূপে এই পর্বে দেখানো হয়েছে। পরম বন্ধুত্বের কথা প্রকাশ পেয়েছে এই পর্বের গানে। যেমন-

(১) ধীরে বন্ধু, গো ধীরে ধীরে চলো তোমার বিজন মন্দিরে।

(২) শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশ খানি দিয়ো ॥

(৩) তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার।
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথর ॥

(৪) লুকিয়ে আস আঁধার রাতে, তুমি আমার বন্ধু
লও যে টেনে কঠিন হাতে, তুমি আমার আনন্দ ॥
দুঃখ রথের তুমিই রথী, তুমিই আমার বন্ধু।
তুমি সঙ্কট তুমিই ক্ষতি, তুমি আমার আনন্দ॥

তৃতীয় পর্বে ঃ আছে প্রার্থনা- এই পর্বে প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে ৩৬টি গানে। গানের বাণীতে প্রার্থনার সুর। নিজেকে সমর্পন করে ঈশ্বরকে প্রার্থনা। ঐশ্বরিক প্রেম প্রকাশের বাণীকে ভগবদ্ প্রার্থনা রূপে কবি গেয়েছেন। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

(১) ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।

(২) চরণ ধরিতে দিয়োগো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে ॥

(৩) অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে-
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হো ॥

(৪) বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি।

(৫) ভুবনেশ্বর হে, মোচন কর' বন্ধন সব মোচন কর' হে।

চতুর্থ পর্বে ঃ বিরহ- ভগবদ্ প্রেমের বাণী রূপ পেয়েছে ৪৭টি গানে। এই বিরহের গানগুলিতে ঈশ্বর প্রেমের সুখানুভূতি হৃদয়ে জেগে উঠে। যেমন-

(১) তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।

(২) কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো ॥

(৩) হে অন্তরের ধন,
তুমি যে বিরহী, তোমার শূন্য এ ভবন ॥

(৪) হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে,
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে আকাশে সাগরে সাজে হে ॥

পঞ্চম পর্বে ঃ আছে সাধনা ও সংকল্পের কথা- মোট ১৭টি গানে সাধন ও সংকল্প রূপে ভগবদ্ প্রেমের বাণী প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের সকল সাধনা সকল সংকল্প যেন ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খা প্রকাশ করেছে এ সকল গানের মাধ্যমে, যেমন-

(১) প্রতি দিন আমি, হে জীবনস্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥

(২) বাঁধন ছেড়ার সাধন হবে
ছেড়ে যাব তীর মাভৈ-রবে ॥

(৩) সেই তো আমি চাই-
সাধনা যে শেষ হবে মোর সে ভাবনা তো নাই ॥

(৪) এই কথাটা ধরে রাখিস- মুক্তি তোরে পেতেই হবে।
যে পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে ॥

ষষ্ঠ পর্বে ঃ আছে দুঃখ নিয়ে গান- দুঃখ পর্বে ৪৯টি গান রচিত হয়েছে ভগবদ্ প্রেমের কথা নিয়ে। জীবনের প্রতিটি দুঃখের মাঝে ঈশ্বরকে স্মরণ করে পরম শান্তনা অনুভব করেছেন। দুঃখের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর প্রেম লাভ করার কথা বলা হয়েছে এ সকল গান। যেমন-

(১) এ বার দুখ আমার অসীম পাথার পার হল রে, পার হল।
তোমার পায়ে এসে ঠেকল শেষে সকল সুখের সার হল ॥

(২) দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল- আলোক
তবে তাই হোক।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক।
তাবে তাই হোক ॥

আশ্বাস- আশ্বাস পর্বে প্রেমের পূজারী কবি রবীন্দ্রনাথের ১২টি গান স্থান পেয়েছে। জীবনের সকল কর্মকান্ডে আশ্বাসের বাণী ঈশ্বর প্রেমকে জাগ্রত করেছে সর্বক্ষণ। যেমন-

(১) আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ॥

(২) অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী।
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি ॥

(৩) ওই আলো যে যায়রে দেখা-
হৃদয়ের পূর্ব গগনে সোনার রেখা ॥

এই ভাবে অর্ন্তমুখে পর্বে গেয়েছেন-

ভূবন হইতে ভূবনবাসী এসো আপন হৃদয়ে

আত্ম বোধন পর্বে গেয়েছেন- শান্ত হরে মম চিত্ত নিরাকুল,
শান্ত হরে ওরে দীন!
হেরো চিদম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে সর্বচরাচর লীন ॥

জাগরণ পর্বে গেয়েছেন-

(১) মন, জাগ' মঙ্গল লোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে
জ্যোতি বিভাসিত চোখে ॥

(২) আজি নির্ভয়নিদ্রিত ভুবনে জাগে, কে জাগে?
ঘন সৌরভমন্থর পবনে জাগে, কে জাগে?

নিঃসংশয় পর্বে গেয়েছেন- জীবনে যতপূজা হলনা সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা ॥

উৎসব পর্বে গেয়েছেন- (১) ধ্বনিল আহবান মধুর গম্ভীর প্রভাত-অম্বর মাঝে,
দিকে দিগন্তরে ভূবন মন্দিরে শান্তি সঙ্গীত বাজে ॥

আনন্দ পর্বে গেয়েছেন- জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ-
ধন্য হল, ধন্য হল মানব জীবন ॥

বিশ্ব পর্বে গেয়েছেন- (১) বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেই খানে যোগ তোমার সাথে আমারও ॥

(২) বিশ্ব জোড়া ফাঁদ পেতেছ, কেমনে দিই ফাঁকি!
আধেক ধরা পড়েছি গো, আধেক আছে বাকি ॥

(৩) মহা বিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে।
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে ॥

সুন্দর পর্বে গেয়েছেন- (১) এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।
পূণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর সুন্দর হে সুন্দর ॥

(২) সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত-
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি, বর্ণে বর্ণে রচিত ॥

(৩) মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।

Dhaka University Institutional Repository

বাউল হয়ে ঐশ্বরিক প্রেমে পাগল অন্তরাত্মা নিয়ে কবি গেয়েছেন-

(১) আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে ॥

(২) আমি তারেই খুঁজে বেড়াই

(৩) যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে
সেই খানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে?

পথ পর্বে গেয়েছেন- (১) পথ দিয়ে কে যায় গো চলে

(২) আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ

শেষ পর্বে গেয়েছেন- (১) শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?

(২) মধুর তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হল শেষ।

(৩) পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে!

অতএব পূজা পর্যায়ে দেখা যায় ঐশ্বরিক প্রেমের বাণী নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কাজে প্রতি মুহূর্তে মানুষ যে ভগবদ্ প্রেমে জ্ঞানে-অজ্ঞানে নিবিষ্ট থাকে তারি প্রকাশ এ সকল গানে।

স্বদেশ পর্যায়ে দেখা যায় স্বদেশ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে অত্যন্ত গভীর ভাবে স্থান করে নিয়েছিল। দেশমাতৃকা, দেশীয় ভাষা, দেশীয় সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি দেশের মানুষের প্রতি প্রেম ভালবাসা নানা ভাব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে স্বদেশ পর্যায়ের গানে। তাই স্বদেশ পর্যায়ের ১ম গানেই দেশমাতৃকার প্রতি প্রেম ভক্তির উজ্জ্বলতা বিরাজ করে। যেমন-

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

স্বদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর প্রেম ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে এমন গান যেমন-

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান ॥

স্বদেশের মানুষে মানুষে প্রেমের বন্ধন প্রকাশ পেয়েছে এমন গান। যেমন-

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মত ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।

প্রেম পর্যায়ের গানে মানবীয় প্রেমের নানা দিক প্রকাশ পেয়েছে। রাধা কৃষ্ণের রূপক অবলম্বন করে নারী-পুরুষের প্রেমের যে সকল দিক কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেম পর্যায়ের গানে প্রকাশ করেছেন। সে গুলি হলো- পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান, মিলন, বিরহ, প্রেমবৈচিত্র, মাথুর ও নিবেদন। প্রেম পর্যায়ের গানগুলি বিশ্লেষণ করলে মানবীয় প্রেমের এই সকল দিক প্রতিভাত হয়। যেমন-

পূর্বরাগ (১) তোমায় গান শোনাব তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুম- ভাঙানিয়া।

(২) এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি-
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি ॥

Dhaka University Institutional Repository

অনুরাগের ছাপ লক্ষ্য করা যায় গানে যেমন-

(১) তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন বিহারী ।

মিলন পর্বে গেয়েছেন- শুভ মিলন লগনে বাজুক বাঁশি
মেঘ মুক্ত গগনে জাগুক হাসি ॥

বিরহের বাণী সমন্বিত গান যেমন-

(১) কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো আঁধারে ।
মিলনের মাঝে বিরহকারায় বাঁধা রে ॥

(২) বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে ।

প্রেম বৈচিত্র প্রকাশ পেয়েছে-

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে- বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও দাও ।
ভুলিব ভাবনা, পিছনে চাবনা- পাল তুলি দাও, দাও দাও দাও ॥

মাথুর প্রকাশ পেয়েছে- নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে ।
গোপনে কে এমন করে এ ফাঁদ ফেঁদেছে ॥

নিবেদন প্রকাশ পেয়েছে- সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে
নানা বরণের বনফুল দিয়ে দিয়ে ॥

প্রেম পর্যায়ের মানবীয় প্রেম ছাড়াও প্রেমের আরও কিছু দিক গানের বাণীতে পাওয়া যায় । যেমন- প্রেম পর্যায়ের ১ম গানটিতে দেখা যায় গীত সুধার প্রেমের কথা বলা হয়েছে, যেমন-

চিত্ত পিপাসিত রে
গীত সুধার তবে ॥
তাপিত শুষ্কলতা বর্ষন যাচে যথা
কাতর অন্তর মোর লুণ্ঠিতি ধুলি' পরে
গীত সুধার তবে ॥
আজি বসন্ত নিশা, আজি অনন্ত তৃষা,
আজি এ জাগ্রত প্রাণ তৃষিত চকোর সমান
গীত সুধার তরে ॥

জাগতিক প্রেমের কথা শোনা যায় প্রেম পর্যায়ের গানে যেমন-

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে-
আয় গো তোরা, আয় গো তোরা, আয় গো চলে ॥
চাঁপার কলি চাঁপার গাছে সুরের আশায় চেয়ে আছে,
কান পেতেছে নতুন পাতা গাইবি ব'লে ॥

প্রেম পর্যায়ের গানে আধ্যাত্মিক প্রেমের বাণী সমন্বিত কিছু কিছু গান আছে। যেমন-

(১) এসো এসো পুরুষোত্তম, এসো এসো বীর মম ।
তোমার পথ চেয়ে আছে প্রদীপ জ্বালা ॥

(২) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা ॥

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে এমন গান যেমন-

দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম
দীপ্ত সে হেম,
নিত্য সে নিঃসংশয়,
গৌরব তার অক্ষয় ॥

আবার 'ভানুসিংহের পদাবলী' গীতিকাব্যে প্রেমের স্তরগুলিকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বৈচিত্র্যের বাণী রূপে গেঁথেছেন। রাধা-কৃষ্ণের রূপক অবলম্বন করে মানবীয় প্রেমের কথারই প্রতি ফলন ঘটেছে গান গুলিতে যেমন-

(১) শুন লো শুন লো বালিকা, রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি, শ্যামচন্দ্র নাহি রে ॥

(২) গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে
বিসরি ত্রাস লোক লাজে সজনি, আও আও লো ॥

এইভাবে প্রেম পর্যায়ের গানে সকল প্রেম ভাবনার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতি পর্যায়েও দেখি ষড়ঋতুর পট পরিবর্তনে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র কবি হৃদয়কে নানা রঙে রঞ্জিত করেছে। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বগত সৌন্দর্য্য, বাহ্য সৌন্দর্য্য সবই ঋতুতে ঋতুতে কবি মনে নব নব অনুভূতিতে প্রেমের সঞ্চার করেছে। যেমন- প্রথমেই প্রকৃতির প্রতি কবি প্রেমের বাণী-

(১) বিশ্ব বীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরি গুহা পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্য রস ভঙ্গিমা-

(২) কত যে তুমি মনো হর মনই তাহা জানে।
হৃদয় মম থরো থরো কাপে তোমার গানে ॥

বৈশাখে ও কবির প্রকৃতি প্রেমের কথা ধ্বনিত হয়েছে যেমন-

হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে।
বেড়া ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে ॥

বর্ষার প্রকৃতিতে যে ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়, আলো আঁধারের খেলা চলে তা ভিজে হাওয়ার স্নিগ্ধতায় কবি মনে দোলা দেয়, বর্ষা প্রকৃতির প্রেমে আবদ্ধ হয়ে কবি গেয়েছেন-

(১) মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো,
দোলে মন দোলে অকারণ হরষে।
হৃদয় গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে
রসের ধারা বরষে ॥

(২) হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমর গুরু গুরু
ঘন মেঘের ভুর কুটিল কুঞ্চিত।
হল রোমাঞ্চিত বন বনান্তর-

এই ভাবে প্রকৃতি পর্যায়ের প্রতিটি ঋতুতে কবির প্রকৃতি প্রেমের কথা বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিচিত্র পর্যায়ে দেখি কবি রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র সম্ভার নিয়ে গান রচনা করেছেন। পথের গান. খেলার গান, হাসির গান অর্থাৎ বিশ্ব বিধাতার যাবতীয় সত্য, শুভ, সুন্দুরের প্রতি কবি প্রেমের গান রচিত হয়েছে। যেমন-

১. গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।
ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ধুলায় রে ॥

২. রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগে-
তোমার আপন রাগে, তোমার গোপন রাগে,
তোমার তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে ॥

আনুষ্ঠানিক পর্যায়েও কবি প্রেম নানা উৎসব অনুষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন-

সবারে করি আহবান-
এসো উৎসুক চিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ॥

মাটির প্রতি গভীর প্রেমের বাণী প্রকাশ পেয়েছে। যেমন-

ফিরে চল্, ফিরে চল্, ফিরে চল্ মাটির টানে-
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে ॥

এইভাবে সমগ্র গীতবিতান জুড়ে যে সংগীত ভাণ্ডার তা কোন না কোন প্রেমের মহিমায় উদ্ভাসিত। প্রেমের সৌরভ প্রতিটি পর্যায়ের গানে বিরাজমান। কবি প্রেম শুধু প্রেম পর্যায়ের গানেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই গীত বিতানের সকল পর্যায়ের গানেই কবি প্রেম সার্থক ও রসোর্ত্তীন হয়েছে। কখনো আধ্যাত্ম চেতনায়, কখনো মানবীয় অবস্থায়, কখনো স্বদেশী তথা বিশ্ব চেতনায়, কখনো প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যে এবং কখনো নানাবিধ বিচিত্র অনুভূতির মাঝে কবি রবীন্দ্রনাথের প্রেমের বাণী গীত হয়েছে। তাই কবি গেয়েছেন-

(১) প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ আমারে দিবসরাত।
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে।
চন্দ্র-সূর্য কিরণে তোমার করুণ নয়নপাত ॥

(২) প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া ॥

(৩) প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে-
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।

তাই প্রেমের পূজারী কবি রবীন্দ্রনাথের গানকে বিশ্ব প্রেমের গান বলতে পারি নির্দ্বিধায়।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গান সমূহের বিভিন্ন স্তরের তালিকা

রবীন্দ্রনাথের গান সমূহকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত কয়েকটি স্তর বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন-

১. রাগাশ্রিত গান
২. বাণী প্রধান গান
৩. সুর প্রধান গান
৪. কীর্তন, বাউল ও প্রাদেশিক সুরের গান
৫. অন্যের রচিত গীতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সুর
৬. বেদ ও বৌদ্ধ মন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের সুর

রাগাশ্রিত গানের বিশ্লেষণ ঃ রাগাশ্রিত গান বিশ্লেষণ করলে সেখানে দেখা যায় ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ, টপ্পাংগ এবং ঠুমরী অংগের গানের সমারোহ। রাগাশ্রিত গানের প্রতিটি অংগের গানের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেয়া হলো।

ধ্রুপদাঙ্গের রবীন্দ্র সংগীতের বিভিন্ন রাগ ও তালের নিবদ্ধ গান-

সমূহ	তাল (চৌতাল)	রাগের নাম
১।	অসীম আকাশে অগন্য কিরণ	মারু কেদারা
২।	আইল শান্ত সন্ধ্যা	শ্রী
৩।	আছ অন্তরে চিরদিন	কাফি
৪।	আজি কোন ধন হতে	মিশ্র কেদারা
৫।	আজি মম মন চাহে জীবন বন্ধুরে	বাহার
৬।	আজি হেরি সংসার অমৃতময়	বিলাবল
৭।	আনন্দ রয়েছে জাগি	হাম্বীর
৮।	আমারে করো জীবন দান	শঙ্করা
৯।	এখানো আঁধার রয়েছে হে নাথ	আসাবরী
১০।	এসেছে সকলে কতো আশে	হাম্বীর
১১।	ওঠ ওঠরে বিফলে প্রভাত বহে যায় যে	বিভাস
১২।	কামনা করি একান্তে	দিশকার
১৩।	কে যায় অমৃত ধাম	বেহাগ
১৪।	কেমনে ফিরিয়া যাও	ভৈরবী
১৫।	চিরদিবস নব মাধুরী	নট মল্লার
১৬।	জগতে তুমি রাজা	কানাড়া
১৭।	জাগিতে হবে রে	মিশ্র শঙ্করা
১৮।	জাগ্রত বিশ্ব কোলাহল মাঝে	বিভাস
১৯।	ডুবি অমৃত পাথারে	ললিত
২০।	তাঁহারে আরতি করে	বড়হংস সারং
২১।	তুমি জাগিছ কে	গৌড়

Dhaka University Institutional Repository

২২।	তোমা লাগি নাথ	পূরবী
২৩।	তোমারি মধুর রূপে	ঝিঁঝিট
২৪।	তোমারি সেবক করো হে	ছায়ানট
২৫।	পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গল	ইমন কল্যাণ
২৬।	পেয়েছি সন্ধান তব অর্ন্তযামী	গৌড় সারং
২৭।	প্রভাতে বিমল আনন্দে	গুর্জরী টোরী
২৮।	বাণী তব ধায়	আড়ানা
২৯।	ভয় হতে তব অভয় মাঝে	বেহাগ
৩০।	শক্তি রূপে হেরো তাঁর	ইমন
৩১।	শোন তাঁর সুধা বাণী	ইমন কল্যাণ
৩২।	সবে মিলি গাওরে	হেম খেমা
৩৩।	স্বামী তুমি এসো আজ	বেহাগ
৩৪।	হে সখা প্রবল বলী	কানাড়া
৩৫।	হেরি অহরহ তোমারি বিরহ	মিশ্র কানাড়া

সুরফাঁক তাল		রাগের নাম
১।	আনন্দ তুমি স্বামী	ভৈরবী
২।	দাড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড	ভীমপলশ্রী
৩।	দেবাদিদেব মহাদেব	দেওগিরি
৪।	পান্থ এখনো কেন অলসিত অঙ্গ	যোগিয়া
৫।	প্রচন্ড গর্জ্জনে আসিল	ভূপালী
৬।	প্রতিদিন তব গাথা	মিশ্র বাঁরোয়া
৭।	প্রথম আদি তব শক্তি	দীপক পঞ্চম
৮।	বাজাও তুমি কবি	বাহার
৯।	ভক্ত হৃদি বিকাশ	ছায়ানট
১০।	শান্তি করো বরিষণ	তিলক কামোদ
১১।	শূন্য হাতে ফিরিহে	কাফি
১২।	সুন্দর বহে আনন্দ	ইমন কল্যাণ
১৩।	স্বরূপ তাঁর কে জানে	কেদারা

ধামার		রাগের নাম
১।	অমৃতের সাগরে	কামোদ
২।	আজি রাজআসনে তোমারে	বেহাগ
৩।	এত আনন্দ ধ্বনি উঠিল কোথায়	বাহার
৪।	কেরে ওই ডাকিছে	আলাইয়া
৫।	গরব মম হরেছ প্রভু	দেশ
৬।	জাগে নাথ জোছনা রাতে	বেহাগ
৭।	ডাকিছ কে তুমি	খাম্বাজ
৮।	নুতন প্রাণ দাও	নাচারী টোরী

৯।	বীণা বাজাও হে মম অন্তরে	পুরবী
১০।	মম অঙ্গনে স্বামী	বাহার
১১।	হরষে জাগো আজি	হাম্বীর
১২।	হৃদি মন্দির দ্বারে	কেদারা

আড়া চৌতাল		রাগের নাম
১।	শুভ্র আসনে বিরাজো	ভৈরব
২।	সংসারে কোন ভয় নাহি	ইমন কল্যাণ
৩।	সবে আনন্দ করো	দেওগিরি বিলাওল

ঝাঁপতাল		রাগের নাম
১।	অন্তরে জাগিছ	বেহাগ
২।	অসীম কাল সাগরে	ভৈরবী
৩।	আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ	মিশ্র টৌড়ী
৪।	আমরা যে শিশু অতি	যোগিয়া
৫।	আমার মন তুমি নাথ	মিশ্র ছায়ানট
৬।	আমারে ও করো মার্জনা	মিশ্র যোগিয়া
৭।	আমি দীন অতি দীন	খট্ রামকেলী
৮।	এ কী সুগন্ধ হিল্লোল	মিশ্র যোগিয়া
৯।	কী ভয় অভয় ধামে	বেহাগ
১০।	কেন বাণী তব নাহি শুনি	ভৈরব
১১।	কেমনে রাখিবি তোরা	সিন্ধুড়া
১২।	কোথায় তুমি আমি কোথায়	কুক্কুৎ
১৩।	চরণধ্বনি শুনি তব নাথ	সিন্ধু
১৪।	জানি হে যবে প্রভাত হবে	ভৈরবী
১৫।	ডেকেছেন প্রিয়তম	সাহানা
১৬।	তুমি ধন্য ধন্য হে	কেদারা
১৭।	তোমায় যতনে রাখিব হে	দেশখাম্বাজ
১৮।	তোমারে জানি নে হে	ভৈরবী
১৯।	দীর্ঘ জীবন পথ কত দুঃখ তাপ	আসাবরী
২০।	দুঃখ দিয়েছ ক্ষতি নাই	টৌড়ী
২১।	দুঃখ দূর করিলে	রাম কেলী
২২।	দেখ চেয়ে দেখ তারা	মিশ্র ভৈরোঁ
২৩।	নিত্য নব সত্য তব	শুদ্ধ বেলাওল
২৪।	নিত্য সত্যে চিন্তন	আড়ানা
২৫।	পেয়েছি অভয় পদ	খট্
২৬।	প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী	কাফি
২৭।	বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা	লাচ্ছাসাগ
২৮।	মধুর রূপে বিরাজ	তিলক কামোদ

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

২৯।	মনোমোহন গহন যামিনী শেষে	আশাবরী
৩০।	মহারাজ এ কি সাজে	বেহাগ
৩১।	মহা সিংহাসনে বসি	ভৈরবী
৩২।	যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার	সিন্ধু কাফি
৩৩।	শুনেছে তোমার নাম	মিশ্র বিলাওল
৩৪।	সকলেরে কাছে ডাকি	ভৈঁরো
৩৫।	সংসারে তুমি রাখিলে মোরে	ইমন কল্যাণ
৩৬।	সদা থাক আনন্দে	খট্
৩৭।	হবে জয় হবে জয়	ভৈরবী
৩৮।	হাতে লয়ে দীপ অগনন	মিশ্র
৩৯।	হেরি তব বিমল মুখ ভাতি	ভৈরবী
৪০।	হৃদয় নন্দন বনে	ললিতা গৌরী
৪১।	হৃদয়ে হৃদয় আসি	গৌড়
৪২।	হে নিখিল ভার ধারণ বিশ্ববিধাতা	

তেওড়া		রাগের নাম
১।	অগ্নিবীণা বাজাও তুমি	সাহানা
২।	আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা	পুরবী
৩।	আজি বহিছে বসন্ত পবন	বাহার
৪।	আমার প্রাণে গভীর গোপন	বৃন্দাবনী সারং
৫।	আমার বিচার তুমি কারো	ইমন
৬।	আমার মাথা নত করে	ইমন কল্যাণ
৭।	আমার মিলন লাগি তুমি	বাগেশ্রী
৮।	আমার মুক্তি আলোয় আলোয়	মিশ্র কেদারা
৯।	আমার যে আসে কাছে	পরজ
১০।	আমারে দিই তোমার হাতে	ভৈরবী
১১।	আমি হেথায় থাকি শুধু	পরজ বসন্ত
১২।	আর কত দুরে	হাম্বীর
১৩।	আলোয় আলোকময় করে হে	ভৈরোঁ
১৪।	কবে আমি বাহির হলেম	ইমন কল্যাণ
১৫।	কার মিলন চাও বিরহী	শ্রী
১৬।	চলেছে তরনী প্রসাদ পবনে	মিশ্রমল্লার
১৭।	জগৎ জুড়ে উদার সুরে	ইমন
১৮।	জড়ায়ে আছে বাধা	মিশ্র সাহানা
১৯।	জয় তব বিচিত্র আনন্দ	বৃন্দাবনী সারং
২০।	জাগ জাগরে জাগ সংগীত	দেশ
২১।	জীবনে যত পূজা হলনা সারা	ভৈরবী
২২।	তোমারি নামে নয়ন মেলিনু	ভৈরোঁ
২৩।	তোমারি রাগিনী জীবন কুঞ্জে	ইমন কল্যাণ

Dhaka University Institutional Repository

২৯।	মনোমোহন গহন যামিনী শেষে	আশাবরী
৩০।	মহারাজ এ কি সাজে	বেহাগ
৩১।	মহা সিংহাসনে বসি	ভৈরবী
৩২।	যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার	সিন্ধু কাফি
৩৩।	শুনেছে তোমার নাম	মিশ্র বিলাওল
৩৪।	সকলেরে কাছে ডাকি	ভৈঁরো
৩৫।	সংসারে তুমি রাখিলে মোরে	ইমন কল্যাণ
৩৬।	সদা থাক আনন্দে	খট্
৩৭।	হবে জয় হবে জয়	ভৈরবী
৩৮।	হাতে লয়ে দীপ অগনন	মিশ্র
৩৯।	হেরি তব বিমল মুখ ভাতি	ভৈরবী
৪০।	হৃদয় নন্দন বনে	ললিতা গৌরী
৪১।	হৃদয়ে হৃদয় আসি	গৌড়
৪২।	হে নিখিল ভার ধারণ বিশ্ববিধাতা	

তেওড়া		রাগের নাম
১।	অগ্নিবীণা বাজাও তুমি	সাহানা
২।	আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা	পুরবী
৩।	আজি বহিছে বসন্ত পবন	বাহার
৪।	আমার প্রাণে গভীর গোপন	বৃন্দাবনী সারং
৫।	আমার বিচার তুমি কারো	ইমন
৬।	আমার মাথা নত করে	ইমন কল্যাণ
৭।	আমার মিলন লাগি তুমি	বাগেশ্রী
৮।	আমার মুক্তি আলোয় আলোয়	মিশ্র কেদারা
৯।	আমার যে আসে কাছে	পরজ
১০।	আমারে দিই তোমার হাতে	ভৈরবী
১১।	আমি হেথায় থাকি শুধু	পরজ বসন্ত
১২।	আর কত দুরে	হাম্বীর
১৩।	আলোয় আলোকময় করে হে	ভৈরোঁ
১৪।	কবে আমি বাহির হলেম	ইমন কল্যাণ
১৫।	কার মিলন চাও বিরহী	শ্রী
১৬।	চলেছে তরনী প্রসাদ পবনে	মিশ্রমল্লার
১৭।	জগৎ জুড়ে উদার সুরে	ইমন
১৮।	জড়ায়ে আছে বাধা	মিশ্র সাহানা
১৯।	জয় তব বিচিত্র আনন্দ	বৃন্দাবনী সারং
২০।	জাগ জাগরে জাগ সংগীত	দেশ
২১।	জীবনে যত পূজা হলনা সারা	ভৈরবী
২২।	তোমারি নামে নয়ন মেলিনু	ভৈরোঁ
২৩।	তোমারি রাগিনী জীবন কুঞ্জে	ইমন কল্যাণ

Dhaka University Institutional Repository

৯।	একি আকুলতা ভুবনে	বাহার	ত্রিতাল
১০।	একি এ সুন্দর শোভা	মিশ্র ভুপালি	ত্রিতাল
১১।	একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ	পূর্ণ ষরজ রাগিনী (-----)	একতাল
১২।	এসো শ্যামল সুন্দর	দেশ	ত্রিতাল
১৩।	ওই পোহাইল তিমির রাতি	আলাইয়া	ত্রিতাল
১৪।	ওকি সখা মুছ আঁখি	বেলাওল	ত্রিতাল
১৫।	ও গান আর গাস নে	খাম্বাজ	একতাল (বিলম্বিত)
১৬।	কার বাঁশী নিশিভোরে	আশাবলী	ত্রিতাল
১৭।	কি সুর বাজে আমার প্রাণে	পিলু বাঁরোয়া	যৎ
১৮।	কে যাবি পারে ওগো তোরা কে	বেহাগ খাম্বাজ	ত্রিতাল
১৯।	কেন জাগে না জাগে	বেহাগ	ত্রিতাল
২০।	কোথাছিলি সজনী গো	মিশ্র ভৈরবী	ত্রিতাল
২১।	কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনারে	সুরট	ত্রিতাল
২২।	কী দিব তোমায়	মিশ্র আশাবরী	ত্রিতাল
২৩।	গেলোগো ফিরিলনা	গৌড়মল্লার	ত্রিতাল
২৪।	ঘোরা রজনী এ মোহঘনঘটা	মিশ্র কানাড়া	ত্রিতাল
২৫।	চলিয়াছে গৃহপানে	মিশ্র যোগিয়া	ত্রিতাল
২৬।	চরাচর সকলই মিছে মায়া	বেহাগ	ত্রিতাল
২৭।	জরো জরো প্রাণে	সিন্ধুড়া	ত্রিতাল
২৮।	জানি জানি কোন আদিকাল হতে	মিশ্র কেদারা	ত্রিতাল
২৯।	তব প্রেম সুধা রসে	পরজ	ত্রিতাল
৩০।	তব অমল পরশ রস	আশাবরী	ত্রিতাল
৩১।	তবে শেষ করে দাও শেষগান	মিশ্র সিন্ধু	ত্রিতাল
৩২।	তারো তারো হরি দীনজনে	কাফি	ত্রিতাল
৩৩।	তিমির অবগুণ্ঠনে	হাম্বীর	ত্রিতাল
৩৪।	তিমির দুয়ার খোলো	রামকেলী	ত্রিতাল
৩৫।	তুমি আপনি জাগাও মোরে	রামকেলী	ত্রিতাল
৩৬।	তুমি কি পিতা আমাদের	রামকেলী	ত্রিতাল
৩৭।	তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে	রামকেলী	ত্রিতাল
৩৮।	তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে	বেহাগ	ত্রিতাল
৩৯।	তোমার দেখা পাব বলে	গৌড় মল্লার	ত্রিতাল
৪০।	তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি	বেহাগ	ত্রিতাল
৪১।	দাও হে হৃদয় ভরে দাও	রামকেলী	ত্রিতাল
৪২।	দাঁড়াও, মাথা খাও, যেয়োনা সখা	দেশ	ত্রিতাল
৪৩।	দিবা নিশি করিয়া যতন	ধুন	ত্রিতাল
৪৪।	দেখা দিলে ছেড়োনা আর	বিলাবল	ত্রিতাল
৪৫।	নব আনন্দে জাগো	গুর্জরী টোরী	ত্রিতাল
৪৬।	নব কুন্দ ধবল দল	রামকেলী	ত্রিতাল
৪৭।	নয়াণ ভাসিল জলে	শ্যাম কল্যাণ	চর্তুমাত্রিক একতাল

Dhaka University Institutional Repository

৪৮।	নাথ হে প্রেম পথে সব বাধা	সুর কানাড়া	ত্রিতাল
৪৯।	নিশিদিন চাহোরে	যোগিয়া	ত্রিতাল
৫০।	নিকটে দেখিব তোমারে	রামকেলী	ত্রিতাল
৫১।	বরিষ ধরা মাঝে	আশা ভৈরবী	ত্রিতাল
৫২।	মন জাগো মঙ্গল লোকে	রামকেলী	ত্রিতাল
৫৩।	মন্দিরে মম কে	আড়ানা	একতাল
৫৪।	মোরে বারে বারে ফিরালে	নট মল্লার	একতাল
৫৫।	মোর ভাবনারে কি হাওয়ায়	গৌড় মল্লার	ত্রিতাল
৫৬।	মা আমার কেন তোরে	মিশ্র ভুপালী	ত্রিতাল
৫৭।	রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে	ভৈরবী	ত্রিতাল
৫৮।	শ্রান্ত কেন ওহে	পূরবী	ত্রিতাল
৫৯।	শুভদিনে এসেছে দোঁহে	বেহাগ	ত্রিতাল
৬০।	সখী ওই বুঝি বাঁশি বাজে	মিশ্র বাঁরোয়া	ত্রিতাল
৬১।	সকলই ফুরাইল	গুঞ্জরী টোরী	ত্রিতাল
৬২।	সফল করো হে প্রভু	মিশ্র সাহানা	ত্রিতাল
৬৩।	সহেনা যাতনা	মিশ্র বেহাগ	ত্রিতাল
৬৪।	সেই তো বসন্ত ফিরে এলো	বাহার	ত্রিতাল
৬৫।	হল না লো, হল না, সই	মিশ্র হাম্বীর	ত্রিতাল
৬৬।	হা সখী ও আদরে	সিন্ধু কাফি	ত্রিতাল
৬৭।	হে মন তাঁরে দেখো	বিলাবল	রূপক
৬৮।	হায় কে দিবে আর সান্তনা	দেশ	ত্রিতাল
৬৯।	হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পায়	পরজ	ত্রিতাল
৭০।	প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন	বেহাগ খাম্বাজ	ত্রিতাল
৭১।	ভাসিয়ে দে তরী	দেশ	ত্রিতাল

	টপ্পাংগের গান	রাগ ও সুর
১।	আরো আঘাত সইবে আমার	ঝিঁঝিট খাম্বাজ
২।	আমার সকল নিয়ে বসে আছি	খাম্বাজ
৩।	আমি রূপে তোমায় ভোলাবনা	সুর কীর্তন
৪।	এ পরবাসে রবে কে হায়	কাফি
৫।	এরা পরকে আপন করে	পিলু বাঁরোয়া
৬।	একি করুণা করুণাময়	বাহার
৭।	এ মোহা আবরণ খুলে দাও	ইমন
৮।	কোথা যে উধাও	মল্লার
৯।	কে বসিলে আজি	সিন্ধু-মধ্যমান
১০।	চির সখা ছেড়োনা	বেহাগ
১১।	তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়	-----
১২।	তুমি কিছু দিয়ে যাও	খাম্বাজ
১৩।	তবু মনে রেখো	-----

Dhaka University Institutional Repository

১৪।	তোমায় নতুন করে পাব বলে	খাম্বাজ
১৫।	দুঃখ রাতে হে নাথ	সরফর্দা
১৬।	পিপাসা হায় নাহি মিটিল	ভৈরবী
১৭।	বন্ধু রহো রহো সাথে	ভৈরবী
১৮।	যা হবার তা হবে	খাম্বাজ
১৯।	যাওয়া আসারই এই কি খেলা	আশাবরী
২০।	শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয়	সাহানা
২১।	শূণ্য প্রাণ কাঁদে	কাফি
২২।	সকল জনম ভরে	সুর কীর্তন
২৩।	সখী আঁধারে একেলা	খাম্বাজ
২৪।	হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল	ভৈরবী

	ঠুমরী অংগের গান	মুল গান	রাগ
১।	এরা পরকে আপন করে		পিলু বাঁয়োয়া
২।	কি সুর বাজে আমার প্রাণে		পিলু
৩।	খেলার সাথী বিদায় দ্বার খোলো-	মহারাজ কেবড়িয়া খোল	কাজরী/কাওয়ালী
৪।	তুমি কিছু দিয়ে যাও	কই কহু কহরে	খাম্বাজ
৫।	ও চাঁদ চোখের জলে	সিন্ধু কাফি	ঠুংরী তাল

বাণী প্রধান গান

রবীন্দ্রনাথের প্রায় ২২৩২টি গানের প্রতিটিরই স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কিছু সংখ্যক গানে বাণীর সৌন্দর্য্য প্রকট আবার কিছু সংখ্যক গানে সুরের সৌন্দর্য্য বেশী করে কানে বাজে।

দীর্ঘ পদের বাণী প্রধান গান, কবিতা থেকে গীতে রূপান্তরিত-

	গান	পর্যায়
১।	অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক	পূজা
২।	আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি	স্বদেশ
৩।	আজি শ্রাবণ আকাশে ওই	প্রকৃতি
৪।	আমি নিশি-নিশি কত রচিব শয়ন	প্রেম
৫।	আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে	প্রেম
৬।	ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে	প্রকৃতি (বর্ষা)
৭।	এই তো ভালো লেগেছিল	বিচিত্র
৮।	এস এস বসন্ত ধরাতলে	প্রকৃতি (বসন্ত)
৯।	ওগো এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াসা	প্রেম
১০।	ওগো কি মোর আজি	প্রেম

Dhaka University Institutional Repository

১১।	ওগো শেফালী বনের মনের কামনা	প্রকৃতি (শরৎ)
১২।	কি হল আমার বুঝি বা সখী	প্রেম
১৩।	কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি	বিচিত্র
১৪।	খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে	সোনার তরী (নাট্যগীতি)
১৫।	চলো যাই চলো যাই	স্বদেশ
১৬।	প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে	ভূমিকা
১৭।	প্রাঙ্গনে মোর শিরিষ শাখায়	বিচিত্র
১৮।	বন্ধু কিসের তরে অশ্রু ঝরে	কল্পনা (নাট্যগীতি)
১৯।	বাজাওরে মোহন বাঁশী	(সংযোজন)
২০।	বিশ্ব বীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে	প্রকৃতি
২১।	ভোর হতে আজ বাদল ছুটেছে	প্রকৃতি
২২।	মোরা সত্যের পরে মন	বিচিত্র
২৩।	তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও	বিচিত্র
২৪।	তোমার আনন্দ ওই	সংযোজন
২৫।	নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে	প্রকৃতি
২৬।	নৃত্যের তালে তালে নটরাজ	বিচিত্র
২৭।	যাত্রী আমি ওরে	গীতাঞ্জলি
২৮।	যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন	বিচিত্র
২৯।	শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি	প্রেম ও প্রকৃতি
৩০।	সখী ভাবনা কাহারে বলে	ভগ্ন হৃদয়
৩১।	সখী লো সখী লো	সংযোজন
৩২।	সন্ন্যাসী যে জাগিল	সংযোজন
৩৩।	সে আসি কহিল প্রিয়ে মুখ তুলে চাও	কল্পনা
৩৪।	হে নিরুপমা	প্রেম

মাঝারি দৈর্ঘ্যের বাণী প্রধান গান-

১।	আকাশ ভরা সূর্য্য তারা	প্রকৃতি সাধারণ
২।	আলো আমার আলো ওগো	বিচিত্র
৩।	আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে	পূজা
৪।	আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে	প্রেম
৫।	এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে	প্রেম
৬।	এল যে শীতের বেলা	প্রকৃতি শীত
৭।	ওরা অকারণে চঞ্চল	প্রকৃতি বসন্ত
৮।	কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে	প্রেম
৯।	কি ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে	প্রেম
১০।	কদম্বেরই কানন ঘেরি	প্রকৃতি বর্ষা
১১।	কেন যামিনী না যেতে	প্রেম
১২।	কেন বাজাও কাঁকন কনকন	প্রেম
১৩।	তুমি কি কেবলই ছবি	পূজা

Dhaka University Institutional Repository

১৪।	তোমার হল শুরু আমার হল সাড়া	বিচিত্র
১৫।	বাংলার মাটি বাংলার জল	স্বদেশ
১৬।	শুভ কর্ম পথে ধর নির্ভর গান	স্বদেশ
১৭।	শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু	পূজা
১৮।	শিউলী ফুল শিউলি ফুল	প্রকৃতি শরৎ
১৯।	হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে	হেমন্ত
২০।	হে মাধবী দ্বিধা কেন	বসন্ত

কীর্তন, বাউল ভাব দর্শন এবং প্রাদেশিক সুরের গান ঃ-

কীর্তনাংগের গান সমূহ দুই ধরণের। আখর যুক্ত এবং আখর বর্জিত কীর্তন।

আখরযুক্ত গানের তালিকা- (সংখ্যায় কম)

১। আমি জেনে শুনে তবু ভুলে থাকি
২। আজি শ্রাবণ আকাশে ওই
৩। আমি সংসারে মন দিয়েছিনু
৪। ওহে জীবন বল্লভ
৫। কে জানিত তুমি ডাকিবে
৬। তুমি কাছে নাই বলে
৭। নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে
৮। মাঝে মাঝে তব দেখা পায়

আখর বর্জিত কীর্তন গানের তালিকা- (সংখ্যায় বেশী)

১। আজি এ নিরালা কুঞ্জে
২। আজি দখিন দুয়ার খোলা
৩। আজি যে রজনী যায়
৪। আজু, সখী মুহু মুহু
৫। আনম্না আনম্না
৬। আবার মোরে পাগল করে
৭। আমার এই রিক্ত ডালি
৮। আমার কী বেদনা সে কি জান
৯। আমার না বলা বাণী
১০। আমার প্রাণের পরে চলে গেলো
১১। আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি
১২। আমার মন মানেনা
১৩। আমার মল্লিকা বনে
১৪। আমার যে সব দিতে হবে
১৫। আমার হৃদয় সমুদ্র তীরে
১৬। আমি চিনি গো চিনি তোমারে
১৭। আমি জেনে শুনে তবু
১৮। আমি তখন ছিলেম
১৯। আমি বুঝেছি সব

Dhaka University Institutional Repository

২০। আমি মিছে ঘুরি এ জগতে
২১। আমি যখন ছিলেম অন্ধ
২২। আমি সংসারে মন দিয়েছিনু
২৩। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল
২৪। আর নাইরে বেলা
২৫। উতল হাওয়া
২৬। এ নতুন জন্ম
২৭। এই পেটিকা আমার
২৮। একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
২৯। একলা বসে একে একে
৩০। এতদিন বুঝি নাই
৩১। এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম
৩২। এসো এসো ওগো শ্যাম ছায়া ঘনদিন
৩৩। এসো এসো পুরুষোত্তম
৩৪। এসো এসো ফিরে এসো
৩৫। ও জান নাকি
৩৬। ওই ঝঞ্ঝার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে
৩৭। ওই সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে
৩৮। ওকে বলো সখী বলো
৩৯। ওগো এত প্রেম আশা
৪০। ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে
৪১। ওগো শোনো কে বাজায়
৪২। ওরা অকারণে চঞ্চল
৪৩। ওরে বকুল পারুল
৪৪। ওলো সই ওলো সই
৪৫। কবে তুমি আসবে বলে
৪৬। কাঁটাবন বিহারিনী
৪৭। কিসের ডাক তোর
৪৮। কী অসীম সাহস
৪৯। কী কথা বলিস তুই
৫০। কী দোষে বাঁধিলে আমায়
৫১। কী পাইনি তার হিসাব
৫২। কে জানিত তুমি
৫৩। কে বলেছে তোমায় বঁধু
৫৪। কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার
৫৫। কোন্ সে ঝড়ের ভুল
৫৬। ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল
৫৭। গগনে গগনে ধায় হাঁকি
৫৮। গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
৫৯। চলো নিয়ম মতে

Dhaka University Institutional Repository

৬০। চাহিনা সুখে থাকিতে হে
৬১। জানি গো দিন যাবে
৬২। জীবনের কিছু ছলনা হায়
৬৩। তব সিংহাসনের আসন হতে
৬৪। তাই হোক তবে তাই হোক
৬৫। তুমি কোন পথে যে এলে
৬৬। তুমি যতভার দিয়েছ
৬৭। তোমরা যা বলো তাই বলো
৬৮। তোমরা হাসিয়া বহিয়া
৬৯। তোমায় আমায় মিলন হবে
৭০। তোমায় দেখে মনে লাগে ব্যথা
৭১। তোমার কাছে শান্তি চাবনা
৭২। তোমার গোপন কথাটি
৭৩। তোমার বাস কোথা যে পথিক
৭৪। তোমার বীণায় গান ছিল
৭৫। তোমার বৈশাখে ছিল প্রখর
৭৬। থামো থামো
৭৭। দই চাইগো দই চাই
৭৮। দিয়ে গেনু বসন্তের এই
৭৯। দুই হাতের কালের মন্দিরা
৮০। দুজনে দেখা হল
৮১। দে পড়ে দে আমার তোরা
৮২। না চাহিলে যারে পাওয়া যায়
৮৩। না না না, ডাকবো না, ডাকবো না
৮৪। না না না সখী, ভয় নেই
৮৫। না রে, না রে ভয় কর কেন
৮৬। পুরানো জানিয়া চেয়োনা
৮৭। প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ
৮৮। প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ
৮৯। ফিরবে না তা জানি
৯০। ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে
৯১। বাজাও রে মোহন বাঁশি
৯২। বাকী আমি রাখবো না
৯৩। বিজয় মালা এনো
৯৪। ভস্মে ঢাকে ক্লান্ত হুতাশন
৯৫। ভালো ভালো তুমি দেখব পালাও কোথায়
৯৬। ভালোবেসে দুঃখ সেও সুখ
৯৭। ভালবেসে সখী নিভৃতে যতনে
৯৮। ভুল করেছিনু
৯৯। মনে রয়ে গেল

Dhaka University Institutional Repository

১০০। মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান
১০১। মরণ সাগর পারে
১০২। মরি লো মরি তোমায়
১০৩। মা গো, এতদিনে মনে হচ্ছে
১০৪। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
১০৫। মালা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল
১০৬। যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখো
১০৭। যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই
১০৮। যা হারিয়ে যায়
১০৯। যারে নিজে তুমি ভাসিয়ে ছিলে
১১০। যে ছিল আমার স্বপন চারিণী
১১১। রোদন ভরা এ বসন্ত
১১২। লহো লহো তুলে লহো
১১৩। লুকালে বলেই
১১৪। শুধু একটি গন্ডুষ জল
১১৫। শুন লো শুনলো বালিকা
১১৬। শোন তোরা তবে শোন্
১১৭। সখী বহে গেল বেলা
১১৮। সখী ভাবনা কাহারে বলে
১১৯। সজনী সজনী রাধিকা লো
১২০। সতিমির রজনী
১২১। সুখে আছি সুখে আছি
১২২। সুখে থাকো আর সুখী করো
১২৩। সে আমার গোপন কথা
১২৪। সে আসি কহিল, প্রিয়ে
১২৫। সেই ভালো মা, সেই ভালো
১২৬। হতাশ হোয়োনা
১২৭। হরি তোমায় ডাকি
১২৮। হল না ল হল না সই
১২৯। হায়রে হায়রে নুপুর
১৩০। হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে
১৩১। হৃদয়ের একুল ওকুল
১৩২। হে আকাশ বিহারী নারদ বাহন

বাউল অংগের গান সমূহে বাউল ভাব দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে ।

বাউল অংগের গানের কিছু উদাহরণ ঃ-

১। আকাশ হতে আকাশ পথে
২। আকাশ হতে খসল তারা
৩। আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায়
৪। আগুনে হল আগুন ময়

Dhaka University Institutional Repository

৫। আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়
৬। আজি শরত পবনে প্রভাত স্বপনে
৭। আপন হতে বাহির হয়ে
৮। আপনাকে এই জানা আমার
৯। আপনি আমার কোন খানে
১০। আমরা চাষ করি আনন্দে
১১। আমরা বসব তোমার সনে
১২। আমাদের খেপিয়ে বেড়ায়
১৩। আমাদের পাকবেনা চুল
১৪। আমাদের ভয় কাহারে
১৫। আমায় দাও গো বলে
১৬। আমায় বাধবে যদি
১৭। আমায় ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয়
১৮। আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে
১৯। আমার কণ্ঠ হতে গানকে নিলো
২০। আমার নয়ন ভুলানো এলে
২১। আমার নাইবা হলো পারে যাওয়া
২২। আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো
২৩। আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
২৪। আমার মন বলে যা চাই
২৫। আমার মন যখন জাগলি নারে
২৬। আমার শেষ পারানির কড়ি
২৭। আমার সোনার বাংলা
২৮। আমারে কে নিবি ভাই
২৯। আমারে ডাক দিল কে
৩০। আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়
৩১। আমি কান পেতে রই
৩২। আমি তারেই খুঁজে বেড়াই
৩৩। আমি তারেই জানি
৩৪। আমি ফিরব নারে
৩৫। আমি ভয় করবনা
৩৬। আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
৩৭। আমি যাবো নাগো অমনি চলে
৩৮। আয়রে মোরা ফসল কাটি
৩৯। আরো আরো প্রভু
৪০। আসন তলে মাটির পরে
৪১। এ পথ গেছে কোন খানে গো
৪২। এ বেলা ডাক পড়েছে
৪৩। এই একলা মোদের হাজার মানুষ
৪৪। এই কথাটা ধরেই রাখিস

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। এই তো ভাল লেগে ছিল
৪৬। এই যে তোমার প্রেম ওগো
৪৭। এই শ্রাবণের বুকের ভিতর
৪৮। একদিন চিনে নেবে তারে
৪৯। একহাতে ওর কৃপাণ আছে
৫০। এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
৫১। এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার
৫২। এলেম নতুন দেশে
৫৩। ও আমার দেশের মাটি
৫৪। ও আমার মন যখন জাগলি নারে
৫৫। ও জলের রানী
৫৬। ও তো আর ফিরবে নারে
৫৭। ও দেখা দিয়ে যে চলে গেলো
৫৮। ও নিঠুর আরো কি বাণ
৫৯। ও ভাই কানাই, কারে জানাই
৬০। ওই আসন তলে
৬১। ওই যে ঝড়ের মেঘে
৬২। ওগো তোমরা সবই ভালো
৬৩। ওগো দক্ষিণ হাওয়া
৬৪। ওগো ভাগ্য দেবী পিতামহী
৬৫। ওদের কথায় ধাঁধা লাগে
৬৬। ওদের সাথে মেলাও
৬৭। ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি
৬৮। ওর মনের এ বাঁধ পায় হাসি
৬৯। ওরে আগুন আমার ভাই
৭০। ওরে আয়রে তবে
৭১। ওরে গৃহবাসী
৭২। ওরে ঝড় নেমে আয়
৭৩। ওরে তোরা নেই বা কথা বললি
৭৪। ওরে পথিক ওরে প্রেমিক
৭৫। ওরে শিকল তোমার কোলে
৭৬। কণ্ঠে নিলেম গান
৭৭। কান্না হাসির দোল দোলানো
৭৮। কেন রে এই দুয়ার টুকু
৭৯। কোন খেলা যে খেলব কখন্
৮০। কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি
৮১। খেপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে
৮২। গানের ঝরণাতলায়
৮৩। গানের ভেলায় বেলা অবেলায়
৮৪। গ্রাম ছাড়া ওই রাঙ্গামাটির পথ

Dhaka University Institutional Repository

৮৫। ঘরে মুখ মলিন দেখে
৮৬। চলি গো চলি গো
৮৭। চোখ যে ওদের
৮৮। ছি ছি চোখের জলে
৮৯। জানি জানি তোমার প্রেমে
৯০। জানি নাই গো সাধন তোমার
৯১। জীবন যখন ছিল ফুলের মত
৯২। তার অন্ত নাই গো
৯৩। তুই কেবল থাকিস সরে
৯৪। তুই ফেলে এসেছিস কারে
৯৫। তুমি যে সুরের আগুন
৯৬। তুমি এবার আমায়
৯৭। তুমি হঠাৎ হাওয়ায়
৯৮। তোমার মোহন রূপে
৯৯। তোমার সুরের ধারা
১০০। তোমারি নাম বলব
১০১। তোর শিকল আমায় বিকল করবে না
১০২। তোরা নেই বা কথা বললি
১০৩। তোরা যে যা বলিস ভাই
১০৪। দাও হে আমার ভয় ভেঙ্গে
১০৫। দিনের পরে দিন যে গেল
১০৬। নয় এ মধুর খেলা
১০৭। নয়ন ছেড়ে গেলে চলে
১০৮। নয়ন মেলে দেখি আমায়
১০৯। নারে নারে হবে না তোর
১১০। না হয় তোমার যা হয়েছে
১১২। নিশিদিন ভরসা রাখিস
১১৩। নীরবে থাকিস
১১৪। পথ এখনো শেষ হলোনা
১১৫। পথিক মেঘের দল জোটে ওই
১১৬। পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে
১১৭। পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে
১১৮। পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে।
১১৯। প্রাণ চায় চক্ষু না চায়
১২০। ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ার করেছি যে দান
১২১। ফাগুনের শুরু হতেই শুকনো পাতা
১২২। ফিরে চল মাটির টানে
১২৩। ফুল তুলিতে ভুল করেছি
১২৪। বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা
১২৫। বধুঁ তোমায় করব রাজা

Dhaka University Institutional Repository

১২৬। বলো বলো বন্ধু চলো
১২৭। বসন্ত তোর শেষ করে ছে রঙ্গ
১২৮। বসন্তে কি শুধু কেবল
১২৯। বসন্তে ফুল গাঁথল
১৩০। বাঁচান বাঁচি মারেন মরি
১৩১। বাদল বাউল বাজায় বাজায় রে
১৩২। বারে বারে পেয়েছি যে তারে
১৩৪। বিশ্ব জোড়া ফাঁদ পেতেছ
১৩৫। বিশ্ব সাথে যোগে যেথায়
১৩৬। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা
১৩৭। ভালো মানুষ নই রে মোরা
১৩৮। ভুলে যাই থেকে থেকে
১৩৯। ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি
১৪০। মনের মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা
১৪১। মা কি তুই পরের দ্বারে
১৪২। মাটি তোদের ডাক দিয়েছে
১৪৩। মাটির প্রদীপ খানি
১৪৪। মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে
১৪৫। মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
১৪৬। মোদের কিছু নাই রে
১৪৭। মোদের যেমন খেলা
১৪৮। যখন তোমায় আঘাত করি
১৪৯। যখন পড়রে না মোর পায়ের চিহ্ন
১৫০। যদি জোটে রোজ
১৫১। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
১৫২। যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না।
১৫৩। যা ছিল কালো ধলো
১৫৪। যাত্রী আমি ওরে
১৫৫। যিনি সকল কাজের কাজী
১৫৬। যে আমি ওই ভেসে চলে
১৫৭। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
১৫৮। যে তোরে পাগল বলে
১৫৯। যেথায় তোমার লুট হতেছে
১৬০। রইল বলে রাখলে কারে
১৬১। রাঙিয়ে দিয়ে যাও
১৬২। শরতে আজ কোন অতিথি
১৬৩। শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
১৬৪। শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে
১৬৫। সকাল সাঁঝে ধায়
১৬৬। সখী তোরা দেখে যা

Dhaka University Institutional Repository

১৬৭। সব কাজে হাত লাগাই মোরা
১৬৮। সব দিবি কে
১৬৯। সহজ হবি সহজ হবি
১৭০। সেকি ভাবে গোপন রবে
১৭১। সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে
১৭২। সে যে মনের মানুষ
১৭৩। হায় হেমন্ত লক্ষ্মী
১৭৪। হৃদয় আমার, ওই ওই বুঝি তোর
১৭৫। হে নবীনা

প্রাদেশিক সুরের গান

১।	আজি শুভ দিনে	কর্নাটী
২।	আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে	মহিশুরী ভজন
৩।	আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে	রামপ্রসাদী
৪।	আমই শুধু রইনু বাকি	রামপ্রসাদী
৫।	এ কী অন্ধকার	গুজরাটী
৬।	এ কী লাবন্যে পূর্ণ প্রাণ	মহীশুরী
৭।	এ হরি সুন্দর	পাঞ্জাবী
৮।	কোথা আছ প্রভু	গুজরাটী
৯।	গগনের ফলে রবিচন্দ্র	পাঞ্জাবী
১০।	চির বন্ধু চির নির্ভর	মহিশুরী ভজন
১১।	নমি নমি ভারতী	গুজরাটী
১২।	নীলাঞ্জন ছায়া	দক্ষিণী
১৩।	বড়ো আশা করে	কর্নাটী
১৪।	বাজে করুণ সুরে	দক্ষিণী
১৫।	বাজে বাজে রম্যবীণা	পাঞ্জাবী
১৬।	বাসন্তী হে ভুবন মনমোহিনী	দক্ষিণী
১৭।	বিশ্ব বীণা রবে বিশ্বজন	দক্ষিণী
১৮।	বিশ্ব রাজা লয়ে বিশ্ববীণা	দক্ষিণী
১৯।	বেদনা কী ভাষায় রে	দক্ষিণী
২০।	যাও রে অনন্ত ধামে	গুজরাটী
২১।	শুভ্র প্রভাতে পূর্বগগনে	দক্ষিণী
২২।	শ্যাম এবার ছেড়ে	রামপ্রসাদী
২৩।	সকাতরে ওই কাঁদিছে	কর্নাটি ভজন

পাশ্চাত্য সুরের গান-

১।	আহা আজি এ বসন্তে	Go Where glory.
২।	এক ডোরে বাধা আছি	.....
৩।	এক সূত্রে বাঁধিয়াছি	The Vicar of bray
৪।	ও দেখবি রে ভাই	The British Greua diers

Dhaka University Institutional Repository

৫।	ও ভাই দেখে যা	Go Where glory
৬।	ওহে দয়াময়	.....
৭।	কতবার ভেবেছিনু	Drink to me only
৮।	কাল সকালে উঠবো মোরা	Auld lang syne
৯।	কালী কালী বলো রে	Nancy lee
১০।	কী হল আমার	.....
১১।	কেন গো সে মোরে যেন	Drink to me only
১২।	তবে আয় সবে আয়	The British Grevadiers
১৩।	তুই আয়রে কাছে আয়	.....
১৪।	তোমার হল শুরু আমার হল সারা	.....
১৫।	পুরানো সেই দিনের কথা	Auld Lang Syne
১৬।	ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে	Ye banks and braes.
১৭।	মরিও কাহার বাছা	Go where glory
১৮।	মানানা মানিলি	Go where glory
১৯।	শোনো শোনো আমাদের	Robin a dair
২০।	সকলি ফুরালো	.....
২১।	সারা জীবন দিল আলো	.....

* এনেছি মোরা

হিন্দী ভাঙাগান (সুরের প্রাধান্য বেশী)

অন্তরে জাগিছ-	কৌন যোগী ভয়ো
অমৃতের সাগরে	মৈ তো না জাউঁ
অশ্রু ভরা বেদনা	তনমনধন ভুয় পরবারে
অসীম আকাশে অগন্য	সকল গুণ প্রকাশ
অসীম কাল সাগরে	সারদা বিদ্যাদেনা
অহো আস্পর্ধা একি	দারা দ্রিম তানা না
আইল আজি প্রাণ সখা	খোল অব খুঁঘট পট
আইল শান্ত সন্ধ্যা	ভাওয়েরে ভস্ম
আঁখি জল মুছাইল	জিন ছুঁয়ো মোরে
আছ অন্তরে চিরদিন	কৈসে অব ধর ধীর
আজ বুঝি আইল	ফুল রহি কলিয়াঁ
আজি এ আনন্দ	বহুর বজাও বংশী
আজি কমল মুকুলদল	মনকী কমলদল
আজি বহিছে বসন্ত পবন	আজু বহত সুগন্ধ পবন
আজি মম জীবনে	অব মোরি পায়েলা বাজনু
আজি মম মন চাহে	ফুলি বন ঘন মোর
আজি মোর দ্বারে	হো হো মোরে দ্বার
আজি রাজ আসনে	প্যারিতেরে পায়ন পকর
আজি শুভদিনে	পূর্ণ চন্দ্রাননে

Dhaka University Institutional Repository

আজি হেরি সংসার
আনন্দ তুমি স্বামী
আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে
আনন্দ রয়েছে জাগি
আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে
আমারে করো জীবন দান
আয়লো সজনী সবে
উঠিচল সুদিন আইল
একি এ সুন্দর শোভা
একী করুণা করুণাময়
একী হরষ হেরি কাননে
এ পরবাসে রবে কে হায়
এ ভারতে রাখো
এ মোহ আবরণ
এই বেলা সবে মিলে
এই যে হেরি গো দেবী
এখনো তারে চোখে
এত আনন্দ ধ্বনি উঠিল
এসেছে সকলে কত
এসো শরতের অমল
ও কেন ভালবাসা
ওই পোহাইল তিমির রাতি
ওকে, দেখি আঁখি তুলে
ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে
কখন দিলে পরায়ে
কামনা করি একান্তে
কার বাঁশি নিশি ভোরে
কার মিলন চাও বিরহী
কী করিলি মোহের ছলনে
কী ধ্বনি বাজে
কী ভয় অভয় ধামে
কে বসিলে আজি
কে রে ওই ডাকিছে
কেমনে ফিরিয়া যাও
কোথা যে উধাও হল
কোথা হতে বাজে
খেলার সাথী, বিদায় দ্বার খোলো-
গহন ঘন ছাইল
গহন ঘন বনে
ঘোর রজনী এ

এরি পরমেশ্বর
ওঙ্কার মহাদেব
ন লাগি মোরে ধূমক
আজু রচো করোতার
কারৌ শ্রী গৌরী
ইয়াজগ ঝুট
আজু মোরন বন
উঠি চলে সুদিন নাচত
বাজুরে মন্দর বাজু
নইরে মা বরণ
মনকী কমলদল খোলিয়াঁ
হো মিএগা জানেবালে
য়ে বতিয়াঁ মেরে
ঘুঘঁট খোলি
চতুরঙ্গ রস মন
মনকী কমল দল
পায়েলিয়া মোরে বাজে
আজু ব্রজমে সেঁইয়া
বুঁদ পবন পুরবাই
বাজে ঝনন ঝনন বাজে
কৌন পরদেশ
তোম তানা নানা নানা
গরয়ার, নহো সাকি
এরি মা সব বন অমুয়া
কিন হে দেখা
প্রথম কর শিঙ্গার
অব তো মোরে কান ভনকরা
তনু মিলন দে পরবর
অবদিন থোড়ি রহি
এ ধনি ধনি চরণ পরসত
নিভর ডর নমাই
বে পরি জাঁ তাঁতে
ড ক্ষ বাজত মোহন
বাবরে কি সঙ্গসাথ
বোল রে পপৈয়রা
বাজ রহী সখিয়ারে
মহারাজা কেবরিয়া খোল
ইন্দ্রহুকী অসবারী
সঘন ঘন বক্ক
বাজে ঝন নন মৌরে পায়েলিয়া

Dhaka University Institutional Repository

চরণ ধ্বনি শুনি
চরাচর সকলি মিছে
চির দিবস নব মাধুরী
চির সখা
জগতে তুমি রাজা
জয় তব বিচিত্র আনন্দ
জর জর প্রাণে নাথ
জাগ জাগ রে জাগ
জাগে নাথ জোছনা
জাগ্রত বিশ্ব কোলাহল
ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে
ডাকিছ কে তুমি
ডাকে বার বার ডাকে
ডাকো মোরে আজি
তব অমল পরশ রস
তব প্রেম সুধারসে
তাঁহারে আরতি করে
তিমির বিভাবরি কাটে
তিমির ময় নিবিড় নিশা
তুমি আপনি জাগাও
তুমি কিছু দিয়ে যাও
তুমি জাগিছ কে
তোমার লাগি নাথ
তোমা হীন কাটে দিবস
তোমার দেখা পাব বলে
তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ন
তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে
তোমারি মধুর রূপে
দাও হে হৃদয় ভরে দাও
দাঁড়াও মন অনন্ত
দিন যায়রে দিন
দুঃখ দূর করিলে
দুঃখ রাতে হে নাথ
দুয়ারে বসে আছি
দেখা যদি দিলে
দেবাধিদেব মহাদেব
নব আনন্দে জাগো
নব নব পল্লব রাজি
নয়ন ভাসিল জলে
নাথ প্রেমপথে

মুরলী ধুনী শুনি
দারা দ্রিম তানা না
নব ভবন নব রাখব
পরব্রহ্মা
অচল বিরাজ
জয় প্রবল বেগবতী
অব তেরি বাঁকি বাঁকি চিত
প্রথম পরবর দিগারহি
আজু রঙ্গ খেলত হোরি
উচি চিত বন
রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি কুঁদন বরখে
হাঁরে ডফ বাজন
মোহে ফৈসে নিফি লাগি
ক্যা করুন মানো রি
তু আ চরণ কমল পর
কারি কারি কমলিয়া
জগজন ধ্যান করত
ক্যায়সে কাটোঙ্গী
প্রবল দল মেঘ
জাগো মোহন প্যারে
কোই কহু কহরে
তুম নয়ন মে
তুম বিস রহো
তুম বিন কৈসে
বারক বাঙন ওয়া
মেরে গিরিধর গোপাল
আজ শ্যাম মোহলিয়ে
তেরো হি নয়নবান
প্যালা মুঝে ভরি দেরে
এরি অব আনন্দ
বেনিজা রয়ননদ
বাজত বীণ প্রবীণ
রঙ্গরাতি মাতিয়া
মৈ তোন জাঁউ
পিয়া বিন কৈসে
দেবন দেব মহাদেব
অধর ধরে বন বাঁশরী
মন মথ তন দহে
পাপিহা বোলে রে
বল্‌মা রে চুন্‌রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

নিকটে দেখিব তোমারে	আনু আইল ভোর কি
নিত্য নব সত্য তব	জ্ঞান রঙ্গ ধ্যান রঙ্গ
নিত্য সত্যে চিন্তন	কালী নাম চিন্তন
নিবিড় অন্তর তর বসন্ত	সরস সুন্দর বর বসন্ত
নিশিদিন চাহরে	আজুমন ভাবন যোগী আয়ে
নিশিদিন মোর পরানে	উন সন জায় কাহোরী
নুতন প্রাণ দাও	স্বতিন মদ
পান্থ এখনো কেন	রঙ্গ যুগত সোঁ গাবে বজাবে
পিপাসা হায় নাহি	সৈঁয়া যাও যাও
পূর্ণ আনন্দ	পূর্ণ ব্রহ্ম
পেয়েছি অভয় পদ	ঈশ্বরী নাম জপ
প্রচণ্ড গর্জনে আসিল	প্রচণ্ড গর্জন সজল
প্রথম আদি তব শক্তি	প্রথম আদি শিব শক্তি
প্রভাতে বিমল আনন্দে	নাদ নগর বসায়ে
ফিরায়োনা মুখ খানি	কহো ন ঐসী বাত
বনে বনে সবে	চতুরঙ্গ রস
বন্ধু রহো রহো সাথে	সঙ্গে চলো দিয়া হাওয়ে
বহে নিরন্তর অনন্ত	দুসহ দোখ দুখ দলনী
বাজাও তুমি কবি	আয়ে ঋতু পতি বসন্তরাজ
বাণী তব ধায়	বেণী বরখত ভুজঙ্গ
বিদায় করেছ যারে	বাজে ঝন নন মোরে পায়েলিয়া
বিপুল তরঙ্গ রে	নাচত ত্রিভঙ্গ
বিমল আনন্দে জাগ	সো নহি মারেঙ্গে মোরি রে
বিশ্ব বীণা রবে	নাদ বিদ্যা পর ব্রহ্ম রস
বীণা বাজাও হে	বীণা বাজায় রে
ব্যাকুল প্রাণ কোথা	ব্যাহণ লিয়ে বন
ভক্ত হৃদি বিকাশ	শম্ভু হর মহেশ
ভব কোলাহল ছাড়িয়ে	কাহ্ন নকর মোসে
মধুর রূপে বিরাজো	কৌনরূপ বনে হো
মন জাগো মঙ্গল লোকে	জাগো মোহন প্যারে
মন জাগে মন মোহন	মন মানো
মন প্রাণ কাড়িয়া লও	হস হস গরওয়া লগাবে
মন্দিরে মম কে	সুন্দর লাগোরী
মম অঙ্গনে স্বামী	আজু ব্রজমে সেঁইয়া
মহা বিশ্বে মহাকাশে	মহাদেব মহেশ্বর
মহারাজ একি সাজে	মেরে দুদদল সাজে
মোরে বারে বারে ফিরালে	মোরি নই লগন
যদি এ আমার	বিন নহী দেখে
যাওয়া আসারই এই কি	প্রেম ডগরিয়াঁমে নকরো
রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ	মুরলিয়া ইহনবাজাও শ্যাম

Dhaka University Institutional Repository

রাখো রাখো রে
রিম ঝিম ঘন ঘনরে
শক্তিরূপ হেরো তার
শান্তি কর বরিষণ
শান্তি সমুদ্র তুমি
শীতল তব পদ ছায়া
শুভ্র আসনে বিরাজ
শুভ্র প্রভাতে পুর্ব গগনে
শূন্য হাতে ফিরি হে
শোন তাঁর সুধা বাণী
সখা সাধিতে সাধাতে
সখী আধারে একেলা ঘরে
যখন ঘন ছাইল
সংশয় তিমির মাঝে
সংসারে কোন ভয়
সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
সবে আনন্দ করো
সবে মিলি গাওরে
সমুখে শান্তি পারাবার
সাজাব তোমারে হে
সুখহীন নিশিদিন
সুধা সাগর তীরে
সুন্দর বহে আনন্দ
সুমধুর শুনি আজি
স্বপন যদি ভাঙিলে
স্বামী তুমি এসো আজ
হরষে জাগ আজি
হা, কী দশা হল আমার
হায় এ কি সমাপন
হায় কে দিবে আর সান্তরা
হিয়া কাপিছে সুখে কি দুঃখে
হিয়া মাঝে গোপন হেরিয়ে
হৃদয় আবরণ খুলে গেল
হৃদয় নন্দন বনে
হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল
হে মন তাঁরে দেখো
হে মহাপ্রবল বলী
হে সখা মম হৃদয়ে রহো

জানে ন দেহু এরি মা
রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি
সপ্তসুর তিন গ্রাম
শম্ভু হর পদযুগ
হো নর হর
বাঙ্গুরী মোরী
রুদ্র দেব ত্রিনয়ন
প্রেম ভয় জীব
রুম ঝুম বরখে
শুধ মুদ্রা শুধবাণী
সখী তরসে তরসে
সখী আওত আঁধেরী ঘটা
ইন্দ্র হুকী অসবারী
অজ্ঞান তম নিকরে
শ্যামকো দরশন নাহি
দুষ্ট দুর্জন দূর কর দেবী
সুখ আনন্দ কারো
সব মিল গাও
লাইরি শ্যাম ইঁদোরিয়া
ভুলিসি গো বারণ
দারা দ্রিম দারাদীম
আয়ো ফাগুন বঢ়ো মান
শঙ্কর শিব পিনাকী
কৌন পাপেন জাগাও
কহে ন তুম জাবত
সাঁই তো ন আওয়ে আজ
হরষ জাগলাল
হাল মে বরে রবা
হাল মে রবে রবা
তানা না দ্রে দ্রে
সখি কাঁপত বাকে
পিয়া বিদেশ গয়ে
নইরে মা বরণ
উড়ত বন্দন নব
মিয়া বে মানুলে
এমনকে আঁখ
হে মা প্রবল বলী
এ সখী অব কৈসে কার

Dhaka University Institutional Repository

দেশীয় গানের সুর গ্রহণ করেছেন-

আমার সোনার বাংলা	আমি কোথায় পাব তারে
এবার তোর মরা গাঙে	মন মাঝি সামাল সামাল
ও আমার দেশের মাটি	আমার (সোনার) গৌর কেনে বেড়ায়
বেঁধেছ প্রেমের পাশে	চাঁচর চিকুর আধো
যদি তোর ডাক শুনে কেউ	হরিণাম দিয়ে জগৎ মাতালে
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক	ও মান আসার মায়ায়

বেদ মন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছেন তার তালিকা-

মন্ত্র	উৎসা
য আত্মদা বলদা	ঋগ্বেদ
তমী শ্বরানাং	শ্বেতাশ্বতর
যদেমি প্রস্ফুরিন্বব	ঋগ্বেদ
শৃন্বন্ত বিশ্বে	ঋগ্বেদ
সংগচ্ছ ধ্বম্	ঋগ্বেদ
ঊষো বাজেন	ঋগ্বেদ
অচ্ছবদ তবসং	ঋগ্বেদ
এতস্য বা অক্ষরস্য	বৃহদারন্যক
ধীরা হৃবস্য	ঋগ্বেদ

যে সকল বৌদ্ধ মন্ত্রে সুর দিয়েছেন সে গুলির নাম-

মন্ত্র-

ওঁ নম বুদ্ধায়
উত্ত মঙ্গেন বন্দেহং
নখিমে স্মরণম
নমো নমো বুদ্ধ
বন্ন গন্ধ গুনোপেতং
বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি
বুদ্ধো সুসুদ্ধো
মা মিং কিল ত্বং
যো সন্নি সিন্নো

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন বিখ্যাত গীতি কবিদের কিছু কবিতায় সুর করেছেন রবীন্দ্রনাথ

গান	কবি
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর	বিদ্যাপতি
সুন্দরী রাধে	গোবিন্দদাস
বন্দে মাতরম	বঙ্কিমচন্দ্র
বুঝতে নারি নারী কিং চায়	অক্ষয় কুমার বড়াল
গান জুড়েছেন গ্রীস্ম কালে	সুকুমার রায়
ওহে সুনির্মল	হেমলতা দেবী
বালক প্রাণে আলোক	হেমলতা দেবী

উপরোক্ত রবীন্দ্রনাথের গানের স্তর বিশ্লেষণ তালিকা থেকে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ কখনোই কোন বাঁধা ধরা নিয়ম করে গান রচনা করেননি। এই গানের তালিকায় লক্ষ্য করি রাগ সংগীত, রাগের মিশ্রণ, স্বদেশ প্রেম, পাশ্চাত্য সুরের সমন্বয়, লৌকিক ও প্রাদেশিক সুরের সম্মিলন। একসময় জমিদারী তদাররিক জন্য বাংলাদেশের শিলাইদল, পতিসর, কুষ্টিয়া, সাজাদপুর, রাজশাহী, নাটোর প্রভৃতি স্থানে থেকে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সে সময় তিনি বাউল, বৈষ্ণব, দরবেশ, ফকির চাষী, জেলে, মাঝিমাল্লা-বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে থেকে বাংলাদেশের লৌকিক গান ও সুরে আকৃষ্ট হন এবং রচনা করেন লৌকিক সুরে বহুগান। বাংলাদেশের এই লৌকিক সুর রবীন্দ্রনাথের গানের তালিকায় বিরাট সংযোজন। এই লৌকিক সুর বাংলাদেশের মানুষকে স্বদেশ চেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখতে সক্ষম । এই তালিকায় বিভিন্ন স্তর থেকে আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ হয় পুরাতনের সাথে কিভাবে নূতন এগিয়ে গেছে। কোনটাকে আঁকড়ে ধরে নয় অন্ধ অনুকরণ করেও নয় নিজের মত করে রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন ঐতিহ্যেকে রক্ষা করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি সর্ম্পকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীত চিন্তা গ্রন্থে একটি নিবন্ধ লিখেছেন এবং গানে তার অনুসরণও করেছেন।

বাংলাদেশে আধুনিক যুগের সূচনা লগ্নে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম। সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির মধ্যে সংগীতের সমাদর ছিল। কবিগুরু বিদ্যালয়ে বেশী দিন যাননি তার কারণ সর্ম্পকে তিনি বলেছেন শিক্ষা পদ্ধতির ভিতরকার নিরানন্দ আবহাওয়া এবং ব্যবস্থা তাঁর মনকে বাধাগ্রস্থ করেছে। শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে সংগীতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মানবিক গুনাবলী বিকাশে সংগীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের বাহন হতে পারে সংগীত। কারণ আমাদের সুকুমার বৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে বেশী সহায়তা করে সংগীত।

এ সর্ম্পকে কবিগুরুর অভিমত, "বিরাট ও বিচিত্র আনন্দের উৎস এই বিশ্ব প্রকৃতি, যেন প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমাদের দেহমনে শিক্ষা বিস্তার করে। তাই আমরা দেখি জলে স্থলে আকাশে তার ক্লাশ খুলে আমাদের মনকে প্রবল শক্তিতে গড়ে তোলার চেষ্টা, এই ভাবে যখন আত্মার পূর্ণতা বিকাশ লাভ করছে তখনই কথায়, সুরে, রেখায়, বর্ণে, ছন্দে মানব সম্বন্ধের মাধুর্য্যে আপন আনন্দের সাক্ষ্যকে অমর বাণীতে স্বাক্ষরিত করতে চেয়েছে মানুষ"।

আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার মূল সত্য অনুপস্থিত তাই শিক্ষায় নিরানন্দ হাওয়া বিরাজ করছে। আত্মার পূর্ণতাকেই আমরা সংস্কৃতি বলি। এই সংস্কৃতির রূপ নানা বিচিত্রতার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠে। সংস্কৃতির উজ্জ্বলতার আলোকে আমাদের মনে সংস্কার সাধন হয়। সংস্কৃতির নানা শাখা প্রশাখার সাহায্যে আদিম অবস্থা থেকেও পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করা যায়। সুস্থ সবল মনই সংস্কৃতির প্রেরণায় জেগে উঠে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী স্থাপনের পূর্বে বলেছিলেন, "সংগীত এবং ললিত কলায় যে জাতীয় আত্ম বিকাশের প্রকৃষ্ট উপায় ----------"

সংগীত চিন্তা গ্রন্থে কবি আরো বলেছেন, "আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতম রূপে প্রকাশ করিবার উপায় স্বরূপ সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি। যে উপায়ে ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করি। সেই উপায়েই আমরা ভাব সর্বোকৃষ্ট রূপে অন্যের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। অতএব সংগীত নিজের উত্তেজনা প্রকাশের উপায়ও পরকে উত্তেজিত করিবার উপায়"।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বিশ্বমানবতার আদর্শের কথা বলেছেন। শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের জীবনের যে সম্পৃক্ততা তা তিনি তাঁর সংগীতের মাধ্যমে নানা ভাবে প্রকাশ করেছেন। যার নির্দশন বিশেষ বিশেষ উৎসবের গানে আমরা লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ দিন বা বিশেষ উৎসবকে উদ্দেশ্য করে যে সকল গান রচনা করেছেন এখনও সেই সব দিন বা উৎসবে গান গুলি গীত হয়ে থাকে। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের গান-

(১) বিশ্ব বিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে।
বরপুত্র সংঘ বিরাজ হে।

(২) জন্মদিনের গান-
ক. হে নূতন দেখা দিক আর বার
খ. ওই মহামানব আসে

(৩) মৃত্যুদিনের গান-
ক. সমুখে শান্তি পারাবার।
খ. আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে।

(৪) বৃক্ষরোপণের গান-
ক. মরু বিজয়ের কেতন ওড়াও
খ. আয় আয় আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরু দল
মানবের স্নেহ সঙ্গনে, চল্ আমাদের ঘরে চল ॥

(৫) গৃহ প্রবেশের গান-
ক. এসো হে গৃহদেবতা,
খ. এ ভবন পূণ্য প্রভাবে করো পবিত্র

(৬) নবীন বরণের গান-
ক. ওহে নবীন অতিথি, তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সঙ্গোপন ॥

(৭) ফসল কাটার গান-
ক. আয়রে মোরা ফসল কাটি

(৮) বিবাহ অনুষ্ঠানের গান-
ক. দুটি প্রান এক ঠাঁই
খ. যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে।

অতএব দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যে অসংখ্য গান রচিত হয়েছে, তার চর্চার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতি সাধিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী কাব্য গ্রন্থের মাধ্যমে যেমন বিশ্বে একদিন আমাদের পরিচয় ঘটেছিল ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের গান চর্চার মাধ্যমেও শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নত জাতি হিসাবে আমরা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করতে পারবো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

রচয়িতার নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশ কাল
১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সংগীত চিন্তা	১৩৯৪ইং
২। শান্তিদেব ঘোষ	রবীন্দ্রসংগীত/রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রা	১৩৯৪/১৯৮৭
৩। শ্রী অমল সুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্র সংগীত পরিক্রমা	১৩৭৮ইং
৪। কিরণ শশী দে	বিবিধ প্রশ্নোত্তরে রবীন্দ্র গীতি চর্চা	১৩৯৬ইং
৫। প্রণয় কুমার কুন্ডু	রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য	১৯৬৫ইং
৬। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান	১৯৫৭ইং
৭। ডঃ সনৃজিদা খাতুন	অধরা মাধুরীর ছন্দোবন্ধন	১৯৮৯ইং
৮। শম্ভু নাথ ঘোষ	রবীন্দ্রসংগীত প্রশ্নোত্তরে (১ম খন্ড)	১৯৭৩ইং
৯। শম্ভুনাথ ঘোষ	রবীন্দ্রসংগীতের ইতিবৃত্ত (২য়)	১৯৯৭ইং
১০। সুধীর চক্রবর্তী	গানের লীলার সেই কিনারে	১৩৯২ইং
১১। সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চৌধুরী (সম্)	রবীন্দ্র সংগীতায়ন	১৩৯৫ইং
১২। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথের গান	১৩৬৮ইং
১৩। ডঃ সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন্দ্র সংগীতে স্বদেশ চেতনা	১৯৮৬ইং
১৪। নারায়ণ চৌধুরী	রবীন্দ্র চর্চা	১৩৯৪ইং
১৫। প্রশান্ত কুমার পাল	রবী জীবনী	১৩৮০-১৩৮৫
১৬। জয়ন্তী ভট্টাচার্য্য	রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান	----------
১৭। কিরণ শশী দে	রবীন্দ্র সংগীতে প্রামান্য সুর	----------
১৮। শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস	রবীন্দ্র সংগীত গবেষণা গ্রন্থমালা (৩য় খণ্ড)	১৩৮১বাং
১৯। ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী	গানের ঝরণাতলায়	১৯৯৭ইং
২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	গীতবিতান (অখণ্ড সূচীসহ)	১৩৭১(আশ্বিন)
২১। আহমদ রফিক	রবীন্দ্রভূবনে পতিসর	১৪০৫ (বৈশাখ)